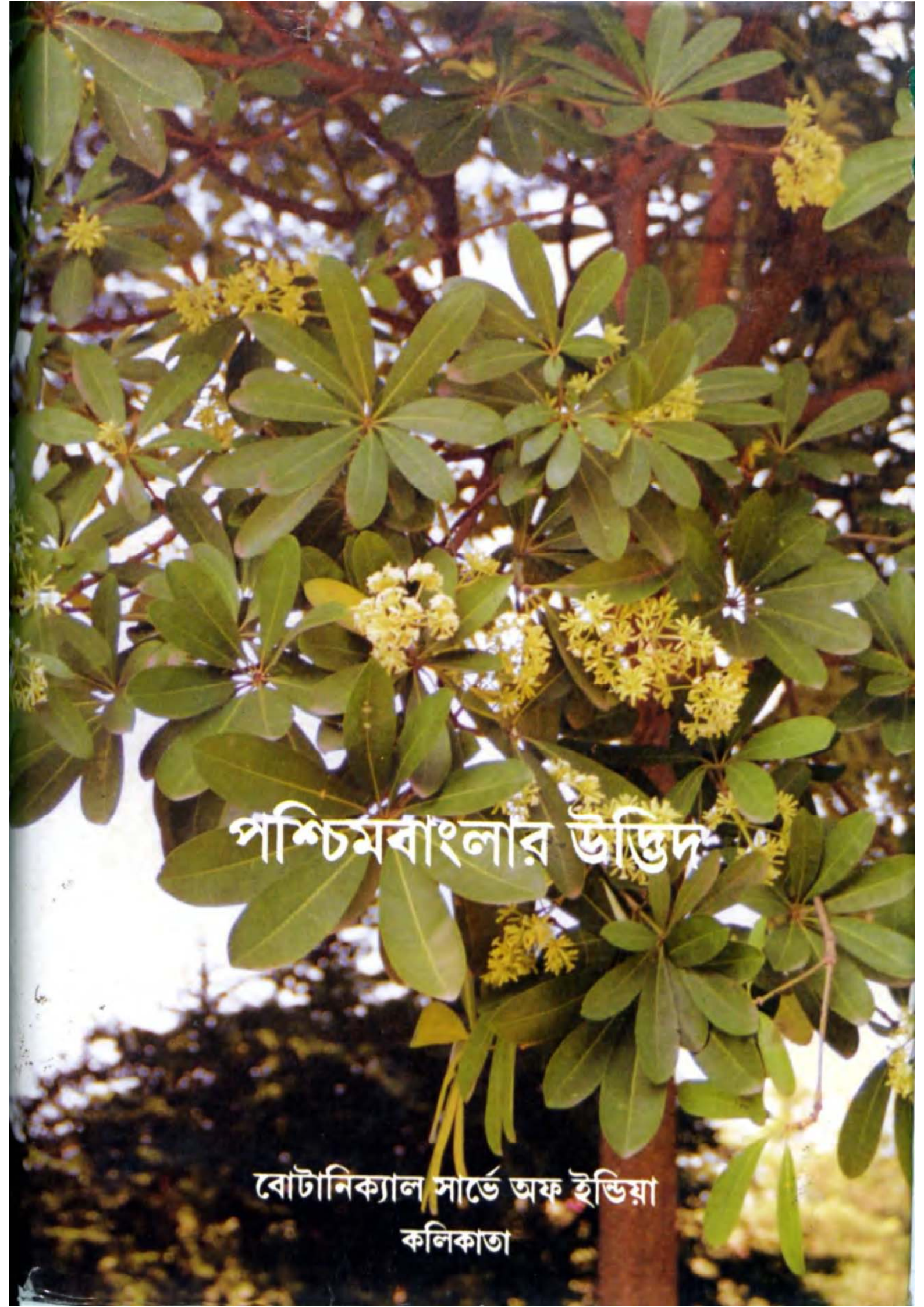

পশ্চিমবাংলার উদ্ভিদ

বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া

কলিকাতা

পশ্চিমবাংলার উদ্ভিদ

চতুর্থ খণ্ড

(লেগুমিনোসি)

শান্তিরঞ্জন ঘোষ

BOTANICAL SURVEY OF INDIA

বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া

কলকাতা

© Government of India,

Date of Publication : January, 2005

No part of this publication can be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or means by electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of the Director, Botanical Survey of India

প্রচ্ছদ ঃ সামনে ঃ ছাতিম (অল্‌স্টোনিয়া স্কলারিস)
পিছনে ঃ শিউলি (নিক্ট্যান্‌থেস্‌ আর্বর-স্ট্রিস্‌টিস্‌)

ISBN 81-8177-006-4

Price Rs 344 00 , $ 50 00

Published by the Director, Botanical Survey of India, C.G.O. Complex, Kolkata-700064 and Composed & Printed at M/s. Partha Banerjee, 82/1, Ramkrishnapur Lane, Howrah-711 102, Ph-2660-4480.

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
ভূমিকা			১
চতুর্থ খণ্ডের গোত্র ও গণের পরিচয়			৩
উদ্ভিদ গোত্র ও উপগোত্র			
লেগুমিনোসি (Leguminosae)			
উপ-গোত্র	সিসালপিনিঅয়ডি	(Caesalpinioideae)	৫৯
উপ-গোত্র	মাইমোসয়ডি	(Mimosoideae)	১১৩
উপ-গোত্র	প্যাপিলিয়োনয়ডি	(Papilionoideae)	১৫৮

হলদে কাঞ্চন

বকফুল

লতা কাঞ্চন বা সিহার

নাটাকরঞ্চ বা কাঠকরঞ্চ

রক্ত কম্বল

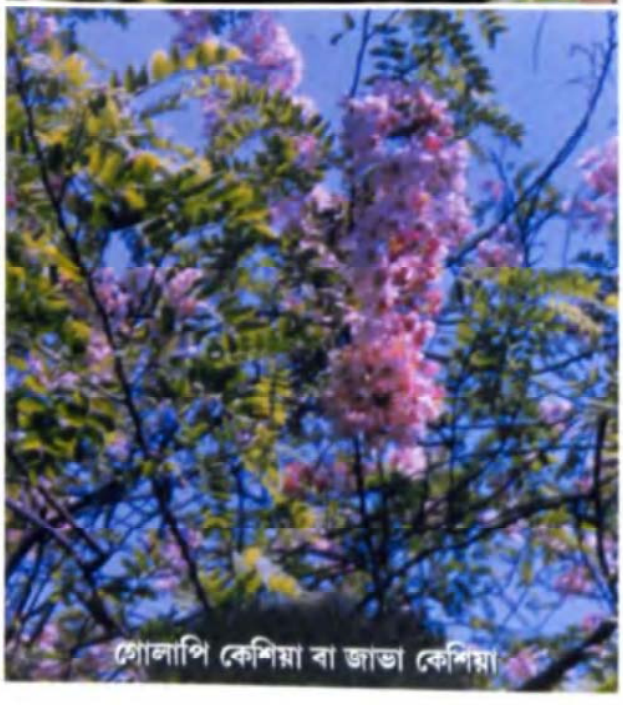

গোলাপি কেশিয়া বা জাভা কেশিয়া

ভূমিকা

নানান প্রতিবন্ধকতার কারণে দেরী হলেও 'পশ্চিমবাংলার উদ্ভিদ' নামক গ্রন্থসমগ্রের চতুর্থ খণ্ডটি প্রকাশিত হতে চলেছে।

এই খণ্ডে বর্তমানে উদ্ভিদজগতের তৃতীয় সবচেয়ে বড় 'লেগুমিনোসি' (যার অপর নাম 'ফ্যাবেসি') গোত্রের তিনটি উপগোত্রের যথা 'সিসালপিনিয়ডি' 'মাইমোসয়ডি' 'প্যাপিলিয়োনয়ডি' (অপর নাম 'ফ্যাবয়ডি') পশ্চিমবাংলায় জন্মায় ৩৪১টি প্রজাতি, উপপ্রজাতি, ভ্যারাইটির সচিত্র বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

এর মধ্যে রয়েছে 'সিসালপিনিয়ডি' উপগোত্রের ১৭টি গণের ৫৪টি প্রজাতি, 'মাইমোসয়ডি' উপগোত্রের ১৪টি গণের ৪৫টি প্রজাতি, 'প্যাপিলিয়োনয়ডি' উপগোত্রের ৬৫টি গণের ২৪২টি প্রজাতি, উপপ্রজাতি ও ভ্যারাইটি।

এ ছাড়া খণ্ডটিতে গোত্র, উপগোত্র ও গণগুলির বিবরণও দেওয়া হয়েছে।

খণ্ডটি সম্পূর্ণ করতে যে সব গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি সেগুলো হলো ঃ

(১) ডঃ এম্. সন্‌জাপ্পার 'লেগুম্‌স অফ ইণ্ডিয়া' 'লেগুমিনোসি—প্যাপিলিয়োনয়ডি-ট্রাইব ঃ ইণ্ডিগোফেরিয়া' (২) ডঃ কে. থোথাথ্রির 'ট্যাক্সোনমিক রিভিসন অফ দি ট্রাইব ডালবার্জিই ইন দি ইণ্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট', 'লেগুমিনোসি ঃ জেনাস—ডেরিস'।

এ ছাড়া শ্রী শিবন মুর্মু ও শ্রী মনোজকুমার মান্না 'সেসবানিয়া' ও 'সিসালপিনিয়া' গণদ্বয়ের কয়েকটি প্রজাতির ইংরেজী বিবরণ লিখে দিয়েছেন।

সেন্ট্রাল ন্যাশানাল হার্বেরিয়ামের বর্তমানের জয়েন্ট ডাইরেক্টর ডঃ এইচ. জে. চৌধুরীর অনুমতি সাপেক্ষে ছবি আঁকার জন্য হার্বেরিয়াম সিট বের করে ও আঁকার পর যথাস্থানে রেখে দিয়ে শ্রী জয়ন্ত কুমার দাস প্রভূত সাহায্য করেছেন। হার্বেরিয়ামের কাজে আর যারা সাহায্য করেছেন তারা হলেন ডঃ জয়শ্রী ভট্টাচার্য, শ্রী উমাপ্রসাদ সমাদ্দার, পরিতোষ চক্রবর্তী ও শ্রীমতী অঞ্জনা সর্দার।

লাইব্রেরির কাজে যারা সাহায্য করেছেন তারা হলেন সম্প্রতি প্রয়াত সনৎ ব্যানার্জী, সর্বশ্রী মৃনাল দেব, উদয়রত্ন বিশ্বাস, কে. সি. ঢ্যাং, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, সমীর চ্যাটার্জী, গোপাল মারিক।

রঙিন ছবি তুলে দিয়ে সাহায্য করেছেন সর্বশ্রী সুভাষ ঘোষ, বাসবেন্দ্র ঘোষ।

প্রকাশনার কাজে সাহায্য করেছেন ডঃ মধু সূদন মণ্ডল, ডঃ পরমজিৎ সিং, সর্বশ্রী উৎপল চ্যাটার্জী, সমীরণ রায় ও হরমোহন মুখার্জী, পার্থ ব্যানার্জী।

উক্ত সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সর্বোপরি প্রকল্পটি সম্পন্ন করার অনুমতি দেওয়ার জন্য বর্তমান অধিকর্তা ডঃ এম্. সন্‌জাপ্পার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

চতুর্থ খণ্ডে উল্লিখিত গোত্র ও গণের পরিচয়

সপুষ্পক উদ্ভিদের গুপ্তবীজীভাগের দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদদের একটি গোত্রের তিনটি উপ-গোত্রের গণ ও প্রজাতিদের সচিত্র বিবরণ এই খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। গোত্রটির পশ্চিমবাংলায় জন্মায় তিনটি উপ-গোত্র ও গণসমূহের পরিচয়।

লেগুমিনোসি (Leguminosae) ঃ **কাঞ্চন, কৃষ্ণচূড়া, অমলতাস, কালকাসুন্দা, গোল-মোহর, অশোক, তেঁতুল, সোনাঝুরি, খয়ের, বাবলা, রক্তকম্বল, শিরিষ, সুবাবুল, লজ্জাবতী লতা, খিরিষ, কুঁচ, শোলা, চীনে বাদাম, পলাশ, অড়হর, অপরাজিতা, শণ, শিতাশাল, শিশু, গোঁরাচাদ, সয়াবিন, নীল, সিম, মসুর, আলকুসী, শাকালু, মটর, করমচা, প্যাডক. বকফুল, মেথি, বিন, মুগ, বরবটি, মাসকলাই গোত্র।**

বিখ্যাত ফরাসী উদ্ভিদ বিজ্ঞানী অ্যানটয়নে লরেন্ট ডি জুসিউ গোত্রটির নামকরণ করেন, গোত্রটির উদ্ভিদদের ফলকে লেগুম বলে, এর থেকেই গোত্রটির নামকরণ। গোত্রটির অপর নাম ফ্যাবেসি।

এটি অর্কিডেসি ও কম্পোজিটি গোত্রের পরে তৃতীয় সবচেয়ে বড় গোত্র; পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে বিচিত্র ধরণের মাটি ও জলবায়ুতে এই গোত্রের উদ্ভিদরা জন্মায়; স্বভাবে এরা হয় বৃক্ষ, গুল্ম, বীরুৎ, জলজ, মরুজ, রোহিণী ও কাণ্ডল রোহিণী; এই গোত্রের অনেক গণের উদ্ভিদের মূলে অনোন্যজীবীরূপে বিভিন্ন প্রজাতির রাইজোবিয়াম নামক ব্যাক্টেরিয়া বাস করে, যারা বায়ুমণ্ডলের মুক্ত নাইট্রোজেনকে সংবন্ধন প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন যৌগে পরিণত করে গাছের উপকার করে, সে জন্য গ্রামের কৃষকরা 'সবুজ সার' হিসেবে ধনচে ইত্যাদি উদ্ভিদের চাষ করে, গাছগুলো বড় হলে কেটে জমির মাটিতে মিশিয়ে দেয়, ফলে মাটি নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ হয়ে আরও উর্বর হয়ে ওঠে; এই গোত্রের উদ্ভিদের কাণ্ড সাধারণতঃ খাড়া, আবার অনেকেই রোহিণী হয়, ''ভিসিয়া'' গণের উদ্ভিদরা পাতা আকর্ষ দ্বারা রোহিণী হয়, ''বউহিনিয়া'' বা ''কাঞ্চন'' গণের কয়েকটি প্রজাতি কাণ্ড আকর্ষ দ্বারা রোহিণী হয়, ''সিসালপিনিয়া'' ও ''অ্যাকাসিয়া'' গণের কতিপয় প্রজাতি অঙ্কুশ বা হুক দ্বারা রোহিণী হয়, কিছু গণের প্রজাতিরা বল্লী ও কিছু প্রজাতির কাণ্ড লতানে হয় এবং পর্ব থেকে শিকড় গজায়; কণ্টক, উপপত্র, উপপত্রিকা থাকা সাধারণ ব্যাপার; উপপত্র বিভিন্ন আকারের হয়; পাতা সাধারণতঃ একান্তর, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পক্ষল ও সচূড়, অচূড় দ্বিপক্ষলও হয়, কতিপয় গণের প্রজাতিদের পাতা সরল বা আঙ্গুলাকার, অনেক গণের প্রজাতিদের পত্রক কেবল তিনটি; 'অ্যাকাসিয়া' গণের কতিপয় প্রজাতির পাতা সবুজ ফাইলোডে রূপান্তরিত, যেমন 'আকাশমণি' বা 'সোনাঝুরি' প্রজাতির পাতা, গোত্রের উদ্ভিদের পাতা সাধারণতঃ রাত্রিতে ঘুম চলন বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে, কিছু ওপর দিকে, কিছু নিচের

দিকে অথবা অন্যদিকে, অবশেষে পত্রকগুলো ধার অনুযায়ী আকাশের দিকে বুজে যায়; 'মাইমোসা'' ''স্মিথিয়া'' ও ''নেপচুনিয়া'' গণের প্রজাতিদের পাতা স্পর্শকাতর, স্পর্শ করলে াতা বুজে যায়, কিছুক্ষণ পর আবার খোলে; ডেসমোডিয়াম মটোরিয়াম (গাইরেন্স) নামক জাতির পার্শ্ববর্তী পত্রকদ্বয় যতক্ষণ পর্যন্ত উষ্ণতা থাকে অনবরত স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওঠানামা রে, একে ''টেলিগ্রাফ উদ্ভিদ'' বলে; কিছু ব্যতীক্রম ছাড়া পুষ্পবিন্যাস সর্বদা রেসিম, বেচেয়ে সাধারণ হচ্ছে সরল রেসিম, কিন্তু প্যানিকল ও স্পাইকও হয়, ''মাইমোসয়ডি'' প-গোত্রে পুষ্পবিন্যাস সাধারণতঃ বৃন্তহীন ফুলের মাথা (হেড); কোন কোন গণের জাতিদের ফুল এককও হয়, ''বোরাজিনেসি'' গোত্রের সাইম পুষ্পবিন্যাসের মত ডর্সিভেন্ট্রাল রসিম পুষ্পবিন্যাসও দেখা যায় যেমন ''ডালবার্জিয়া'' গণে; যখন ফুল সমাঙ্গ বা সুষম খন প্রায়শই মিশ্রবাসী, যখন ফুল এক প্রতিসম তখন ফুল সাধারণতঃ উভলিঙ্গী, পুষ্পাধার ত্তল ও চেপ্টা হওয়ার তুলনায় প্রায়শই কিউপুলার, কোন কোন সময় নলাকার পুষ্পাধার াকে যেমন ''বউহিনিয়া'' গণে; বৃতি উর্ধ্বগ, বৃত্যাংশ ৫টি, কম বেশী যুক্ত, পাপড়ি ৫টি, যুক্তদলী, বৃত্যাংশের সঙ্গে একান্তরভাবে সজ্জিত; পুষ্পপত্রবিন্যাস মাইমোসয়ডি উপ-গোত্রে ালভেট বা প্রান্তস্পর্শী, সিসালপিনিওয়ডি উপ-গোত্রে উর্ধ্বগ বিসারী, প্যাপিলিয়োনয়ডি প-গোত্রে অবরোহী, অনেক ক্ষেত্রে পাপড়ি উচ্চমাত্রায় এক প্রতিসম, সেখানে পিছনের ড় পাপড়িটিকে ধ্বজক বা ভেক্সিলাম বা স্ট্যানডার্ড বলে, দুটি পার্শ্বপাপড়ি (যাকে পক্ষযুগ্ম অ্যালা বা পক্ষ বলে) এবং দুটি সম্মুখবর্তী পাপড়ি কমবেশী যুক্ত হয়ে একটি তরীদল ীল) বা ক্যারিনা সৃষ্টি করে; সাধারণভাবে পুংকেশর ১০টি, বা ''মাইমোসয়ডি'' উপগোত্রে সংখ্য, পুংকেশর স্বতন্ত্র বা একটি নলাকার অংশে যুক্ত, পরের ক্ষেত্রে দশম (পশ্চাতেরটি) য়শই স্বতন্ত্র থাকে, এ ছাড়া অনেক ব্যতীক্রমও রয়েছে, যেখানে তরীদল (কীল) থাকে, খানে পুংকেশর এতে পরিবেষ্টিত হয়; ডিম্বাশয় অধিগর্ভ, গর্ভকেশর সাধারণতঃ একটি, র্দণ্ড লম্বা এবং গর্ভমুণ্ড শীর্ষক; অমরাবিন্যাস বহু পার্শ্বীয়, ডিম্বক দুটি সারিতে থাকে, ম্বক অধঃমুখী বা পার্শ্বমুখী বা উর্ধ্বগ বা ঝুলন্ত; ক্লিস্টোগ্যামি বা অনুন্মীলন বা গুপ্ত ষক 'অ্যারাকিস' 'ল্যাথাইরাস' 'ট্রাইফোলিয়াম' 'ভিসিয়া' গণের প্রজাতিদের ক্ষেত্রে ক্ষ্য করা যায়; ফল বিভিন্নাকার, ফলকে শুঁটি বা লেগুম বলে, ফল উভয় সন্ধি দ্বারা একটি সন্ধি দ্বারা বিদারিত হয়, বা সম্পূর্ণরূপে অবিদারী, ফল শুষ্ক বা রসাল, সোজা, াানো বা সর্পিলভাবে কুণ্ডলিত, কয়েক ধরণের শুঁটি বীজের মাঝে মাঝে সঙ্কুচিত, শুঁটি াশই বিস্ফোরিত হয় যেখানে কপাটিকা সর্পিলভাবে পাকিয়ে যায়, যেমন 'ইউলেক্স' ও ইটিসাস' গণের প্রজাতিদের ক্ষেত্রে হয়, 'কলুটিয়া' গণের প্রজাতিদের ফল স্ফীত হয়, ; ফল প্রাণীরা খায় কিন্তু বীজ খোসা এত শক্ত সে বীজের কোন ক্ষতি হয় না, াফজেলিয়া' গণের কিছু প্রজাতির বীজের এরিল রঙিন ও রসাল, 'মেডিকাগো', 'মাইমোসা' াদি গণের প্রজাতিদের শুঁটি অঙ্কুশ বা হুক যুক্ত; বীজ সস্যল বা প্রায়শই অসস্যল হয়।

পুষ্প সঙ্কেত ঃ $\oplus$ বা $+$ $\vec{O}$ $K_{৫}$ বা (৫) বা ৪ বা (৪)

$C_{৫}$ বা (৫-৪) $A_{১০}$ বা (৯)+১ বা ∞ বা কয়েকটি $\underline{G}_{১}$

এই গোত্রে ৬৫০টি গণ ও প্রায় ১৮০০ প্রজাতি রয়েছে; বিস্তার ক্রান্তীয়, উপক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে; ভারতে ১৭৯টি গণ, ১১৫২টি প্রজাতি, ৩৫টি উপপ্রজাতি, ১০৩টি ভ্যারাইটি রয়েছে; পশ্চিমবাংলায় ৯৬টি গণ ও ৩৪১টি প্রজাতি, উপপ্রজাতি, ভ্যারাইটি জন্মায়।

এই গোত্রে তিনটি উপ-গোত্র রয়েছে;

সিসালপিনিঅয়ডি (Caesalpinioideae)

বৃক্ষ, গুল্ম, রোহিণী, কদাচিৎ বীরুৎ; অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাতা একান্তর, পক্ষল বা দ্বিপক্ষল যৌগিক, প্রথম পত্রক বা দ্বিতীয় পত্রক ১-অনেক জোড়ায় হয়, কদাচিৎ সরল বা একটি ফলকযুক্ত; উপপত্র জোড়ায় হয়, অধিকাংশই আশুপাতী, উপপত্রিকা থাকে বা থাকে না; পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক বা শীর্ষক, কদাচিৎ পাতার বিপরীতে হয়, রেসিম বা প্যানিকল; ফুল একপ্রতিসম, কদাচিৎ বহুপ্রতিসম, অধিকাংশ ক্ষেত্রে উভলিঙ্গী, বৃত্যাংশ ৫ বা ৪, স্বতন্ত্র বা অংশতঃ যুক্ত, বিসারী বা কদাচিৎ প্রান্তস্পর্শী; পাপড়ি ৫ বা তার কম, কদাচিৎ অনুপস্থিত, বিসারী; পুংকেশর ১০ বা তার কম, কদাচিৎ অসংখ্য, স্বতন্ত্র থেকে বিভিন্নভাবে যুক্ত; গর্ভকেশর ১টি, ডিম্বাশয় ১টি কোষ্ঠবিশিষ্ট, ডিম্বক ১-অনেক, গর্ভদণ্ড একটি; ফল শুঁটি, বা অবিদারী ড্রুপ বা সামারা সদৃশ; বীজ কোন কোন সময় এরিলযুক্ত; কদাচিৎ সস্যল।

এই উপগোত্রে মোট ১৫২টি গণ ও প্রায় ২৮০০ প্রজাতি রয়েছে; অধিকাংশই ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত; ভারতে ৩১টি গণ ও ১৭৪ প্রজাতি এবং পশ্চিমবাংলায় ১৭টি গণ ও ৫৪টি প্রজাতি জন্মায়।

পশ্চিমবাংলায় জন্মায় এই উপ-গোত্রের গণগুলো হলো ঃ

অ্যাক্রোকার্পাস (Acrocarpus) ঃ ইংরেজ চিকিৎসক ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী রবার্ট হোয়াইট (১৭৯৬-১৮৭২) এবং স্কটলাণ্ডের উদ্ভিদ বিজ্ঞানী জর্জ ওয়াকার আর্নট (১৭৯৯-১৮৬৮) যুক্তভাবে গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'অ্যাক্রস', ও 'কার্পোস' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে শীর্ষ ও ফল, মুন্দানি গাছের শীর্ষে ফল বা শুঁটি হয়, এই জন্য এই নামকরণ।

খাড়া বৃক্ষ, পাতা দ্বিপক্ষল যৌগিক, প্রথম পত্রক বিজোড় পক্ষল, দ্বিতীয় পত্রক ডিম্বাকার, দীর্ঘাগ্র, বীরুৎ সদৃশ, শীর্ষ জোড়াটি ছাড়া অন্যরা অভিমুখী; উপপত্র আশুপাতী, উপপত্রিকা নেই, পুষ্পবিন্যাস ঘন, কাক্ষিক একক বা শীর্ষক গুচ্ছবদ্ধ রেসিম, মঞ্জরীপত্র ছোট, আয়তাকার, উপমঞ্জরীপত্র ছোট, আশুপাতী; বৃত্যাংশ ৫টি, ঘন্টাআকৃতিতে যুক্ত, পাপড়ি ৫টি, সরু, অসমান, পুংকেশর ৫টি, বহির্নির্গত, সোজা, পরাগধানী সর্বনুখী, লম্বালম্বিভাবে

বিদারী ডিম্বাশয় বৃন্তযুক্ত, অনেক ডিম্বক যুক্ত, বৃন্ত ডিম্ব থেকে আলাদা, গর্ভদণ্ড ছোট, ভিতরের দিকে বাঁকানো, গর্ভমুণ্ড ক্ষুদ্র, শীর্ষক; ফল শুঁটি, চেপ্টা, জিহ্বাকার, উপরের সন্ধি পক্ষযুক্ত, বীজ বিডিম্বাকার, তির্যক, চাপা।

মোট প্রজাতি প্রায় ৩টি, বিস্তার ইন্দোমালয় অঞ্চলে, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলার উপকারী প্রজাতিটির নাম মুন্দানি বা মুন্দানিয়া।

আমহার্স্টিয়া (Amherstia) ঃ ডেনমার্কের শল্যচিকিৎসক, ১৮১৫-১৮৪৬ সাল পর্যন্ত শিবপুরের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্ভিদ উদ্যানের (বর্তমান নাম ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান) সুপরিনটেনডেন্ট ন্যাথানিয়েল ওয়ালিচ (১৭৮৬-১৮৫৪) এই গণের নামকরণ করেন।

তৎকালীন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল আর্ল আমহার্স্টেরের স্ত্রী অ্যামেচার উদ্ভিদবিজ্ঞানী সারা আমহার্স্ট স্মরণে গণটির নামকরণ।

খাড়া বৃক্ষ, পাতা অনিয়মিতভাবে অচূড় পক্ষল, পত্রক আয়তাকার, দীর্ঘাগ্র, রোমহীন, বিপরীতমুখী; পুষ্পবিন্যাস ঝুলন্ত রেসিম; উপমঞ্জরীপত্র লাল, কুঁড়িকে ঢেকে রাখে, বল্লমাকার, বৃত্যাংশ ৪টি, পাপড়ি সদৃশ, লাল ঝিল্লিবৎ, পাপড়ি ৫টি, টকটকে লাল এবং হলদে মেশানো, ওপরের ৩টি বড়, অসমান, অন্য দুটি ছোট; পুংকেশর ১০টি, দ্বিগুচ্ছে থাকে, একান্তরভাবে লম্বা ও ছোট, পরাগধানী সর্বমুখী, লম্বালম্বিভাবে বিদারী, ডিম্বাশয় বৃন্তযুক্ত, অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড লম্বা, সূত্রাকার, গর্ভমুণ্ড মুণ্ডাকার; ফল শুঁটি, বড়, চেপ্টা, প্রায় কাষ্ঠময়, বিদারী; বীজ বড়, গোলাকার-আয়তাকার, চাপা, সস্যাল নয়।

১টি মাত্র প্রজাতি; বিস্তার মিয়ানমার, মালয়েশিয়া; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় প্রজাতিটি শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসেবে প্রবর্তিত হয়েছে, প্রজাতিটির বাংলা নাম দেওয়া হয়েছে উর্বশী বা শাখিরাজ।

বউহিনিয়া (Bauhinia) ঃ কার্ল ভন লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

দুই ভাই ও দুজন ফরাসী উদ্ভিদ বিজ্ঞানী যোহান বউহিন (১৫৪১-১৬১৩) এবং ক্যাসপার বউহিন (১৫৬০-১৬২৪) এর উদ্ভিদবিজ্ঞানে অবদানের স্মৃতি রক্ষার্থে প্রজাতিদের দ্বিখণ্ডিত পাতার প্রতীক চিহ্ন হিসেবে গণটির নামকরণ করা হয়েছে; যোহান বউহিনের "হিস্টোরিয়া প্ল্যান্টারাস" এবং ক্যাসপার বউহিনের "পাইন্যাক্স থিয়েট্রি বোটানিসি" নামক গ্রন্থদ্বয় উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা।

বৃক্ষ, গুল্ম বা রোহিণী; পাতা একান্তর, সরল, সাধারণতঃ দুখণ্ডে খণ্ডিত বা প্রায় দ্বিফলক যুক্ত; পুষ্পবিন্যাস শীর্ষক বা কাক্ষিক প্যানিকল রেসিম বা ফুল এককভাবেও হয়, ফুল আকর্ষণীয়, হাইপ্যান্থিয়াম কোন কোন সময় লম্বা ও বেলনাকার এবং কোন কোন সময় ছোট; বৃতি অখণ্ড বা স্পেথসদৃশ বা দুই বা পাঁচ খণ্ডে খণ্ডিত; পাপড়ি ৫টি, অল্প অসমান, গোড়ায় সরু হয়ে একটি ক্লু সৃষ্টি করে, বিভিন্ন রঙের হয়, পুংকেশর ১০টি, বা ৫ বা ৩টি, পুংদণ্ড স্বতন্ত্র বা অল্প যুক্ত, সূত্রাকার, পরাগধানী সর্বমুখী, লম্বালম্বিভাবে বিদারিত, ডিম্বাশয় বৃন্তের ওপর স্থাপিত (গাইনোফোর), ডিম্বক অনেক, গর্ভদণ্ড লম্বা বা

ছোট ও সাধারণতঃ বাঁকানো; গর্ভমুণ্ড মুণ্ডাকার; ফল লম্বা, শুঁটি, বিদারী বা অবিদারী।

মোট প্রায় ৫৭০টি প্রজাতি; উভয় গোলার্ধের ক্রান্তীয় ও উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বিস্তৃত; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৩২ ও ১০টি প্রজাতি জন্মায় ও শোভাবর্ধক হিসেবে বাগানে প্রবর্তিত হয়েছে, পশ্চিমবাংলায় উপকারী ও ভেষজ প্রজাতিরা হচ্ছে সাদা কাঞ্চন, ব্রাউন কাঞ্চন, কারমাই কাঞ্চন, দেবকাঞ্চন, বনরাজ কাঞ্চন, হলদে কাঞ্চন, লতা কাঞ্চন বা সিহার বা চেহুর, রক্ত কাঞ্চন।

ব্রাউনিয়া (Brownea) ঃ হলান্ডে জন্ম, অস্ট্রিয়ার উদ্ভিদ বিজ্ঞানী নিকোলাস যোসেফ ব্যারণ ভন জ্যাকুইন (১৭২৭-১৮১৭) গণটির নামকরণ করেন; তিনি ১৭৬৯ সাল থেকে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ ও রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন।

ডঃ প্যাট্রিক ব্রাউনে (১৭২০-১৭৯০) স্মরণে গণটির নামকরণ; তাঁর জন্ম আয়ারল্যান্ডে, কিন্তু তিনি প্যারিস ও লাইডেনে ঔষধবিদ্যা ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করেন। লাইডেনে তিনি অধ্যাপক ভ্যান রোয়েনের সংস্পর্শে আসেন, ১৭৪৬ থেকে ১৭৫৫ পর্যন্ত জামাইকাতে তিনি চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেন, "দি সিভিল অ্যান্ড ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ জামাইকা" নামে একটি বই ১৭৫৬ সালে প্রকাশ করেন।

চিরসবুজ বৃক্ষ বা গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ, পাতা অচূড় পক্ষল, পাতা প্রথমে পেন্সিল আকারে নির্গত হয়, এরপর পাতা খুলে যায় এবং উজ্জ্বল বেগুনি রূপ ধারণ করে, সাদা ছোপ ছোপ দাগ সম্বলিত হয়, এর পর সোজা হয়ে গাঢ় সবুজ হয়, পত্রক বিপরীতমুখী, পুষ্পবিন্যাস পাতার কক্ষ বা শাখার শীর্ষে ঘন গুচ্ছবদ্ধ, ফুল লাল, গোলাপী, পাপড়ি ৪-৫টি, মঞ্জরীপত্র রঙিন, পুংকেশর ১০ বা অধিক, প্রায় অর্ধেক অংশে যুক্ত, বহিঃনির্গত, ফল শুঁটি, চেপ্টা বা বাঁকানো, চাপা, প্রায় রোমহীন।

মোট প্রজাতি ২৫টি, দক্ষিণ আমেরিকার ক্রান্তীয় অরণ্যে জন্মায়, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৫ ও ১টি প্রজাতি প্রবর্তিত হয়েছে; পশ্চিমবাংলায় প্রজাতিটির বাংলা নামকরণ করা হয়েছে সুপ্তি, এটি কলকাতা ও হাওড়ার বাগানে শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসেবে বসানো হয়।

সিসালপিনিয়া (Caesalpinia) ঃ কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

ইটালীর উদ্ভিদবিজ্ঞানী, পোপ অষ্টম ক্লিমেন্টের প্রধান চিকিৎসক অ্যান্ড্রিয়াস সিসালপিনিয়াস (১৫২৪ ১৬০৩) স্মরণে গণটির নামকরণ।

বৃক্ষ, গুল্ম বা কাষ্ঠময়, রোহিণী, কাঁটা যুক্ত বা নয়, পাতা সোজা দ্বিপক্ষল, প্রথম পত্রক হঠাৎ পক্ষল, দ্বিতীয় পত্রক ছোট বা কয়েকটি, উপপত্র বিভিন্নাকার, উপপত্রিকা থাকে না; পুষ্পবিন্যাস ওপরের পাতার কক্ষে শিথিল রেসিম বা প্রশাখার শীর্ষে ঘন প্যানিকল, মঞ্জরীপত্র আশুপাতী, উপমঞ্জরীপত্র নেই, বৃত্যাংশ ৫টি ডিস্কের ধারে ছোট নলে যুক্ত, বিসারী, সর্বনিম্নেরটি অবতল; পাপড়ি ৫টি, বৃত্তাকার বা আয়তাকার, সাধারণতঃ ক্লযুক্ত, বিস্তৃত, অল্প অসমান, বিসারী, সর্বোচ্চটি সবচেয়ে ভিতরে থাকে, পুংকেশর ১০টি,

স্বতন্ত্র, বাঁকানো, পুংদণ্ড রোমশ, বা গোড়ার গ্রন্থিযুক্ত, পরাগধানী লম্বালম্বিভাবে বিদারিত হয়, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন, কয়েকটি ডিম্বক যুক্ত, গর্ভদণ্ড সাধারণতঃ বেলনাকার, সূত্রাকার, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, ক্ষুদ্র, ট্রানকেট বা অবতল; ফল শুঁটি, আয়তাকার বা জিহ্বাকার, পাতলা, চেপ্টা বা ফোলা, কোন কোন প্রজাতিতে কাঁটাযুক্ত, বীজের মাঝে মাঝে ফাঁকা, বা অবিদারী, চর্মবৎ বা প্রায় রসাল, বীজ ডিম্বাকার থেকে বৃত্তাকার।

মোট প্রায় ২৮০টি প্রজাতি, পৃথিবীর ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ২০ ও ৯টি প্রজাতি জন্মায় বা বাগানে বসান হয়, পশ্চিমবাংলার উপকারী ও ভেষজ প্রজাতিদের বাংলা নাম নাটাকরঞ্চ, নাকাঁটা করঞ্চ বা সিংগ্রিলতা, ডিভিডিভি, উরি, অমলকোচি, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, বকম।

কেসিয়া (Cassia) ঃ কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

রোম সম্রাট নীরোর এক সামরিক চিকিৎসক ডাইয়োসকরাইডেস গ্রীক নাম কেসিয়া ব্যবহার করেছিলেন, এর থেকে গণটির নামকরণ হয়েছে।

বৃক্ষ, গুল্ম ও বীরুৎ; পাতা সমপক্ষল, উপপত্র বিভিন্নাকার, উপপত্রিকা নেই, গ্রন্থী প্রায়শই থাকে; পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক রেসিম বা শীর্ষক প্যানিকল; ফুল আকর্ষণীয়, মঞ্জরী ও উপমঞ্জরীপত্র বিভিন্নাকার, বৃত্যাংশ ৫টি, ওপর-দিকে বিসারী, গোড়ায় ডিম্বের ধারে নলে যুক্ত, পাপড়ি ৫টি, বিসারী, বিস্তৃত, প্রায়অসমান, বা নিচেরগুলি বড়, কুঁড়িতে ওপরেরটি ভিতরে থাকে, পুংকেশর ১০টি, সকলে উর্বর ও সমান, বা নিচের ৩টি ওপরের ৭টির তুলনায় বড়, বা নিচের ৭টি উর্বর ও ওপরের ৩টি ছোট ও অনুর্বর, বা ৫টি উর্বর, পরাগধানী একইরূপ বা নিচের ৩টি পুংকেশরের পরাগধানী লম্বা, ডিম্বাশয় বৃন্তযুক্ত বা বৃন্তহীন, বৃতি নল থেকে স্বতন্ত্র, প্রায়শই বাঁকানো, অনেক ডিম্বক যুক্ত, গর্ভদণ্ড লম্বা বা ছোট, গর্ভমুণ্ড মুণ্ডাকার বা ট্রানকেট, কদাচিৎ স্ফীত; ফল শুঁটি, বেলনাকার, কাষ্ঠময় লোমেন্টাম বা খণ্ডিত শিম্ব, সেপ্টেট বা ব্যবহিত, বা চেপ্টা, কাষ্ঠময়, চর্মবৎ বা ঝিল্লিবৎ, মাঝে মাঝে লম্বালম্বিভাবে বাহির দিকে পক্ষযুক্ত, বীজ আনুভূমিক বা লম্বালম্বিভাবে চাপা, কোন কোন সময় প্রায় ৪ কোণা, সস্যল।

মোট প্রজাতি প্রায় ৬০০ প্রজাতি, অধিকাংশই ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৫৬ ও ১৮টি প্রজাতি জন্মায় বা বসান হয়; পশ্চিমবাংলার উপকারী ও ভেষজ প্রজাতিদের বাংলা নাম হচ্ছে দাদমর্দন, তরোয়ার, অমলতাস, গোলাপী কেসিয়া, গোলাপী সাদা কেসিয়া, কালকাসুন্দা, লাল কালকাসুন্দা, কাশোড়, বড় কালকাসুন্দা, সুরাট কেসিয়া, চাকুন্দে।

সেরাটনিয়া (Ceratonia) ঃ কার্ল ভন লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

গণটির বৃক্ষের গ্রীক নাম কেরাটনিয়া, গ্রীক শব্দ কেরাসের অর্থ শিং, এই গাছের শুঁটির আকার শিং এর মত বলে এই নামকরণ;

ছোট চিরসবুজ ভিন্নবাসী বৃক্ষ; পাতা অচূড়পক্ষল, পত্রক ৩-৫ জোড়া, পুষ্পবিন্যাস

কাক্ষিক রেসিম, ফুল একলিঙ্গী, বৃতি ছোট, অবতল, ডিম্বাকার, খণ্ড ক্ষুদ্র; পাপড়ি নেই; পুংকেশর ৫টি, ডিস্ক স্পষ্ট, ডিম্বাশয় ছোট বৃন্তযুক্ত, ধূসর রোমশ, গর্ভদণ্ড প্রায় নেই, গর্ভমুণ্ড বড়; ফল শুঁটি, লম্বা, বাঁকানো, চাপা, পুরু, স্ফীত; বীজ ফিকে বাদামী, চকচকে, শাঁসের মধ্যে আবদ্ধ।

মোট ১টি প্রজাতি; ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ, অন্যত্র এর চাষ হয়; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় উদ্ভিদটি প্রবর্তিত হয়েছে; উদ্ভিদটির সাধারণ নাম ক্যারব বৃক্ষ, ভারতে এর নাম খারনুব।

কোলভিলিয়া (Colvillea) ঃ 'হটার্স মৌরিসিয়ানাস' গ্রন্থের লেখক, অস্ট্রিয়ার উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ওয়েনজেল বোজার (১৭৯৭-১৮৫৬) ও যোসেফ ডাল্টন হুকার যুগ্মভাবে গণটির নামকরণ করেন। মরিশাসের প্রাক্তন গভর্ণর স্যার চার্লস কোলভিলে (১৭৭০-১৮৪৩) স্মরণে গণটির নামকরণ।

লম্বা বৃক্ষ, পাতা দ্বিপক্ষল, দ্বিতীয় পত্রক অসংখ্য, ছোট, উপপত্র ছোট, পুষ্পবিন্যাস ঘন সাবপ্যানিকুলেট রেসিম, পুষ্পবিন্যাস দণ্ড স্ফীত, মঞ্জরীপত্র ঝিল্লিবৎ, রঙিন, আশুপাতী, উপমঞ্জরী পত্র থাকে না, বৃত্যাংশ ৫টি, ডিস্কের পাশে ছোট নলে যুক্ত, খণ্ড ইনডুপ্লিকেট-প্রান্তস্পর্শী, ফুল খোলার পর কিছু দূর পর্যন্ত ওপরের চারটি যুক্ত হয়, সর্বনিম্নটি সাধারণতঃ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; পাপড়ি ৫টি, বিসারী, ওপরের ভিতরেরটি সবচেয়ে চওড়া, পার্শ্বেরগুলো বিডিম্বাকার, নিচের সবচেয়ে বাইরেরটি সরু; পুংকেশর ১০টি, স্বতন্ত্র, পুংদণ্ড গোড়ায় রোমশ, পরাগধানী একইরূপ, লম্বালম্বিভাবে বিদারী, ডিম্বাশয় প্রায় বৃন্তহীন, অনেক ডিম্বক যুক্ত, গর্ভদণ্ড পুরু, গর্ভমুণ্ড ছোট; ফল শুঁটি, পুরু, সোজা, লম্বাটে, স্ফীত; বীজ আয়তাকার।

মোট ১টি প্রজাতি; মালাগাসি বা মাদাগাস্কার দ্বীপের উদ্ভিদ, সৌন্দর্যবর্ধক উদ্ভিদ হিসেবে বাগানে ও পার্কে বসানোর জন্য ভারত ও পশ্চিমবাংলায় প্রবর্তিত হয়েছে; গাছটির নাম কোলভিলিয়া বা পীতচূড়া।

সাইনোমেট্রা (Cynometra) ঃ কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'কিয়ন' ও 'মেট্রা' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে একটি কুকুর ও শরীরের যে অংশ থেকে কোন কিছু গজায় বা বেরিয়ে আসে, এর সঙ্গে শুঁটি বা ফলের আকৃতির তুলনা কোরে এই নামকরণ।

বৃক্ষ বা বড় গুল্ম, পাতা বিজোড় পক্ষল, পত্রক কয়েকটি, বিপরীতমুখী, চর্মবৎ, উপপত্র আশুপাতী, পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক বা পুরানো কাণ্ডে গুচ্ছবদ্ধ রেসিম, মঞ্জরীপত্র ডিম্বাকার, শুষ্ক, বিসারী, উপমঞ্জরী পত্র থাকে না বা যদি থাকে তা ঝিল্লিবৎ ও রঙিন, বৃত্যাংশ সাধারণতঃ ৫টি, কদাচিৎ ৪টি, ছোট নলে যুক্ত, আয়তাকার, বিসারী, বাঁকানো, পাপড়ি ৫টি, বিবল্লমাকার, প্রায় অসমান, বা নিচের দুটি ছোট, পুংকেশর ১০টি, কদাচিৎ অনেক, পুংদণ্ড স্বতন্ত্র, সূত্রাকার, বহিঃনির্গত, পরাগধানী ছোট, আয়তাকার, সর্বমুখী, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন বা ছোট বৃন্তযুক্ত, ২টি ডিম্বক যুক্ত, স্বতন্ত্র বা তির্যকভাবে ডিম্বে লগ্ন, গর্ভদণ্ড

সূত্রাকার, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, মুণ্ডাকার বা ট্রানকেট, ফল স্ফীত, প্রায় ডিম্বাকার বা প্রায় বৃক্কাকার, অবিদারী লোমেন্টাম বা কদাচিৎ শুঁটি, কিছু মাত্রায় মাংসল পেরিকার্প যুক্ত, বীজ পুরু বা চাপা, ফলের মধ্যে পুরোপুরি পূর্ণ করে।

মোট প্রজাতি ৬০টি, বিস্তার পৃথিবীর ক্রান্তীয় অঞ্চলে; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৭ ও ২টি প্রজাতি জন্মায় বা বসান হয়; পশ্চিমবাংলায় সুন্দরবন অঞ্চলে জন্মায় এমন উপকারী প্রজাতিটির বাংলা নাম সিঙ্গাড়া।

ডেলোনিক্স (Delonix) ঃ অধ্যাপক কন্সটান্টাইন সামুয়েল র‍্যাফিনেস্কু গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'ডেলোস' ও 'অ্যালক্স' শব্দদ্বয়ের অর্থ স্পষ্ট ও একটি ক্লু; প্রজাতিদের পাপড়ি লম্বা, স্পষ্ট ক্লু-যুক্ত বলে এই নামকরণ।

লম্বা বা উচ্চ বৃক্ষ, পাতা দ্বিপক্ষল যৌগিক, দ্বিতীয় পত্রক অনেক, ছোট, উপপত্র ছোট, পুষ্পবিন্যাস শীর্ষক করিম্ব, ফুল আকর্ষণীয়, সাদা, কমলা বা লাল, মঞ্জরীপত্র ছোট, আশুপাতী, বৃত্যাংশ ৫টি, ডিস্কের পাশে ছোট নলে যুক্ত, প্রান্তস্পর্শী, প্রায় অসমান, পাপড়ি ৫টি বৃত্তাকার, বিসারী, প্রায় অসমান, সর্বোচ্চের ভিতরেরটি অসদৃশ, পুংকেশর ১০টি, বাঁকানো, স্বতন্ত্র, পুংদণ্ড নিচে রোমশ, পরাগধানী একই প্রকার, লম্বালম্বিভাবে বিদারী, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন, অনেক বৃন্তযুক্ত ডিম্ব থেকে আলাদা, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, গর্ভমুণ্ড ট্রানকেট, রোমযুক্ত; ফল শুঁটি, চেপ্টা, লম্বাটে, কাষ্ঠময়, সোজা; বীজ আয়তাকার, সস্যল।

মোট প্রজাতি ৬টি, আফ্রিকা, মাদাগাস্কার ও এশিয়ায় বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ২ ও ১টি প্রজাতি প্রবর্তিত হয়েছে, পশ্চিমবাংলায় প্রবর্তিত প্রজাতিটির বাংলা নাম গোলমোহর, অনেকে একে কৃষ্ণচূড়া বলে ভুল করে, এটি ভিন্ন প্রজাতি।

হেমাটক্সিলাম (Haematoxylum) ঃ কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'হাইমা' ও 'জাইলন' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে রক্ত ও কাঠ, প্রজাতিদের কাঠ উজ্জ্বল লাল ও কাঠ থেকে উজ্জ্বল লাল রং উৎপন্ন হয়, এর থেকেই গণটির নামকরণ।

বিরাট গুল্ম বা বৃক্ষ, কাঠ রঙিন, পাতা অচূড় পক্ষল বা দ্বিপক্ষল, পত্রক মাত্র কয়েক জোড়া, বিভিন্নাকার বা আশুপাতী, বৃতি খণ্ড ৫টি, প্রায় অসমান, বিসারী, পাপড়ি ৫টি, হলদে, বিসারী, পুংকেশর ১০টি, স্বতন্ত্র, পুংদণ্ড গোড়ায় রোমশ, পরাগধানী একইরূপ, ডিম্বাশয় ছোট বৃন্তযুক্ত, ২-৩টি ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, গর্ভমুণ্ড ক্ষুদ্র, ফল শুঁটি, বল্লমাকার, ঝিল্লিবৎ, বিদারী, ২-৩টি বীজ যুক্ত, বীজ আয়তাকার।

মোট প্রজাতি ৩টি, বিস্তার মেক্সিকো, ক্রান্তীয় আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ আমেরিকা; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি প্রবর্তিত হয়েছে, প্রজাতিটির বাংলা বা স্থানীয় নাম বোক্কাম, এটি একটি উপকারী প্রজাতি।

ইন্টসিয়া (Intsia) ঃ ফরাসী উদ্ভিদ বিজ্ঞানী লুইস মেরি আউবার্ট ডু পেটিট থাউয়ার্স (১৭৫৮-১৮৩১) গণটির নামকরণ করেন।

অ্যাকাসিয়া ইন্টাশিয়া উদ্ভিদের মালয়ালাম নাম ইন্টসিয়া থেকে গণটির নামকরণ।

বৃক্ষ, পাতা সমপক্ষল, পত্রক চর্মবৎ, বিপরীতমুখী, কয়েক জোড়া, উপপত্র ক্ষুদ্র, বৃন্তমধ্যক, আশুপাতী বা থাকে না, পুষ্পবিন্যাস শাখা ও প্রশাখার শীর্ষে ছোট প্যানিকল, ফুল স্পষ্ট, মঞ্জরীপত্র ডিম্বাকার, আশুপাতী, উপমঞ্জরীপত্র ডিম্বাকার, প্রায় স্থায়ী, কদাচিৎ কুঁড়িকে ঢেকে রাখে, বৃত্যাংশ ৪টি, ডিস্কের পাশে লম্বা নলে যুক্ত, অল্পভাবে অসমান, আড়াআড়িভাবে বিসারী, পাপড়ি ১টি, ক্ল যুক্ত, বৃত্তাকার, পুংকেশর ৩টি, নিচেরটি স্বতন্ত্র, পাশের জোড়াটি একজোড়া স্ট্যামিনোডের মধ্যে থাকে, পুংদণ্ড সূত্রাকার, রোমশ, পরাগধানী ছোট, আয়তাকার, লম্বালম্বিভাবে বিদারী, ডিম্বাশয় বৃন্তযুক্ত, অনেক ডিম্বক যুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, ফল তির্যকভাবে আয়তাকার, চেপ্টা, চর্মবৎ, অবিদারী লোমেন্টাম, বীজের মাঝে মাঝে গর্ত থাকে, বীজ প্রস্থীয়, বৃত্তাকার, বেশী চাপা।

মোট প্রায় ১০টি প্রজাতি; ক্রান্তীয় পূর্ব আফ্রিকার উপকূলের দ্বীপসমূহে, মাদাগাসকার, ক্রান্তীয় এশিয়া ও মালয়েশিয়ায় বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ২ ও ১টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলায় সুন্দরবন অঞ্চলে জন্মায় প্রজাতিটির বাংলা নাম হিঙ্গা বা সোমদাল।

ম্যানিলটোয়া (Maniltoa) ঃ ডাচ উদ্ভিদবিজ্ঞানী, এফ. এ. ডব্লিউ মিকুয়েলের ছাত্র, বুটেনজর্গ উদ্ভিদ উদ্যানের অধিকর্তা (১৮৬৮-১৮৮০), অ্যান. জার্ড. বট. বুইটেনজর্গ খণ্ড ১, ১৮৭৬ বৈজ্ঞানিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক রুডল্ফ হারম্যান ক্রীস্টিয়ান ক্যারেল এসচেফার (১৮৪৪-১৮৮০) গণটির নামকরণ করেন।

বৃক্ষ, পাতা এক পক্ষল, ১ ২ ১৫ জোড়া, পত্রক বিপরীতমুখী, অপ্রতিসম, মধ্যশিরা শীর্ষাভিমুখী, অথবা মধ্যশিরা পাতার একপাশে থাকে, অধিকাংশই রোমহীন, কুঁড়িতে উপপত্র থাকে, পরে আশুপাতী, খুব নরম; পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক, বৃন্তহীন, গোলকাকার, সঙ্কুচিত, ঘন রেসিম, অক্ষ সাধারণতঃ শক্ত, মঞ্জরীপত্র শল্ক সদৃশ, নিচেরগুলো চওড়া বৃক্কাকার, রেসিম পুষ্পবিন্যাস মঞ্জরীপত্র ক্রমশঃ আকারে ডিম্বাকার থেকে বল্লমাকার হয়, উপমঞ্জরীপত্র আশুপাতী, সূত্রাকার, চেপ্টা, ছোট, বিডিম্বাকার থেকে চমসাকার, পুষ্পাধার ঘন্টাকার, বৃত্যাংশ ৪টি, কদাচিৎ ৫টি, বিসারী, বাঁকানো, পাপড়ি ৫টি, সরু, মুক্ত, রোমহীন, ডিস্ক থাকে না, পুংকেশর ১৫-৮০টি, পুংদণ্ড প্রায়শই গোড়ায় যুক্ত, কোন কোন সময় রোম যুক্ত, পরাগধানী পৃষ্ঠলগ্ন, লম্বালম্বিভাবে বিদারী, ১-২ মিমি লম্বা, শীর্ষ এপিকুলেট, ডিম্বাশয় ১-২টি ডিম্বক যুক্ত, বৃন্তহীন বা বৃন্তযুক্ত, ভেতর দিক রোমহীন, ফল শুঁটি, কাষ্ঠময়, চেপ্টা বা গোলকাকার,, অবিদারী, বীজ গোলকাকার, বীজপত্র মসৃণ, অর্ধ গোলকাকার।

মোট প্রায় ২৩টি প্রজাতি; ভারত, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি জন্মায় বা বসান হয়।

মৌলাভা (Moullava) ঃ ফরাসী উদ্ভিদ বিজ্ঞানী মাইকেল অ্যাডানসন গণটির নামকরণ

করেন।

কাঁটাযুক্ত রোহিণী গুল্ম, পাতা দ্বিপক্ষল যৌগিক, প্রথম পত্রক ৪-৬ জোড়া, দ্বিতীয় পত্রক ৫-৭ জোড়া, পুষ্পবিন্যাস রেসিম, প্রায় স্পাইকেট, কোন কোন সময় প্যানিকল, লম্বাটে, বৃতি পাপড়ি সদৃশ, হাইপ্যানথিয়াম ছোট, ঘন্টাকার, বৃতিখণ্ড বল্লমাকার, বাহিরেরটি অল্প বড়, সর্বোচ্চ পাপড়ি কিছুটা বিস্তৃত, বৃত্যাংশের সমান, পুংকেশর ১০টি, স্বতন্ত্র, একান্তরভাবে ছোট ও বড়, অল্প বাঁকানো, ডিম্বাশয় বৃন্তযুক্ত, অনেক ডিম্বকযুক্ত, ফল শুঁটি, জিহ্বাকার বা আয়তাকার, প্রায় টরুলোস, কয়েকটি বীজযুক্ত, অবিদারী, সন্ধিস্থল পুরু।

মোট প্রজাতি ১টি; বিস্তার দক্ষিণ ভারতে; পশ্চিমবাংলায় প্রজাতিটি কোন কোন সময় বাগানে বসান হয়, বাংলা নামকরণ করা হয়েছে ওগাটিয়া।

পার্কিনসোনিয়া (Parkinsonia) ঃ কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

লণ্ডন শহরের একজন ওষুধ বিক্রেতা ও 'থিয়েট্রাম বোটানিকাম' এবং 'প্যারাডিসি ইন সোলে প্যারাডিসাস টেরেস্ট্রিস' গ্রন্থদ্বয়ের লেখক জন পার্কিনসন (১৫৬৭-১৬৫০) স্মরণে গণটির নামকরণ।

ছোট কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ. পাতা দ্বিপক্ষল যৌগিক, প্রধান অক্ষ কাঁটাযুক্ত, পিনা অক্ষ চেপ্টা, দ্বিতীয় পত্রক অনেক, ছোট, উপপত্র কাঁটাময়, পুষ্পবিন্যাস ছোট, শিথিল, কাক্ষিক রেসিম, ফল লম্বা বৃন্তযুক্ত, মঞ্জরীপত্র ক্ষুদ্র, আশুপাতী, বৃত্যাংশ ৫টি, ডিস্কের পাশে একটি ছোট নলে যুক্ত, খণ্ড অল্পভাবে অসমান, ঝিল্লিবৎ, অল্প বিসারী, পাপড়ি ৫টি, বিস্তৃত, সর্বোচ্চ ভিতরেরটি অন্যদের তুলনায় চওড়া, পুংকেশর ১০টি, গোড়ায় রোমযুক্ত, পরাগধানী সর্বমুখী, লম্বালম্বিভাবে বিদারী, ডিম্বাশয় ছোট বৃন্তযুক্ত, অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, গর্ভমুণ্ড ক্ষুদ্র, ফল শুঁটি, সরু, টরুলোস, কপাটিকা দেরিতে খোলে, চর্মবৎ বা প্রায় কাষ্ঠময়, বীজ আয়তাকার, লম্বাটে, সস্যল।

মোট ২টি প্রজাতি; বিস্তার ক্রান্তীয় আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকায়, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় একটি প্রজাতি প্রবর্তিত হয়েছে; পশ্চিমবাংলায় বাগানে, পার্কে কোন কোন সময় শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসেবে বসান হয়, বাংলা নাম বিলাতি কিকর বা নবিনা।

পেল্টোফোরাম (Peltophorum) ঃ জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী জুলিয়াস রুডল্ফ থিয়োডর ভোজেল (১৮১২-১৮৪১) এবং ব্রিটিশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী জর্জ বেন্থাম যুক্তভাবে গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'পেল্টে' ও 'ফোরিয়ো' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে একটি শিল্ড ও ধারণ করা, গর্ভমুণ্ডের আকারের সঙ্গে তুলনা করে এই নামকরণ।

লম্বা বৃক্ষ, পাতা দ্বিপক্ষল যৌগিক, দ্বিতীয় পত্রক ছোট, অনেক, উপপত্র আশুপাতী, পুষ্পবিন্যাস শীর্ষক রেসিম বা প্যানিকল, মঞ্জরীপত্র সাধারণতঃ আশুপাতী, বৃত্যাংশ ৫টি, বিসারী, প্রায় অসমান, পাপড়ি ৫টি, অল্পভাবে অসমান, বিসারী, পুংকেশর ১০টি, স্বতন্ত্র, পুংদণ্ড গোড়ায় রোমযুক্ত, পরাগধানী একইরূপের, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন, ২ থেকে অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড তুরপুনবৎ, গর্ভমুণ্ড পেল্টেট, ফল শুঁটি, আয়তাকার, চেপ্টা, অবিদারী,

১-৪টি বীজ যুক্ত, বীজ চাপা।

মোট প্রজাতি প্রায় ১৫টি; উত্তর অস্ট্রেলিয়া সমেত পৃথিবীর ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত; ভারতে ১টি প্রজাতি জন্মায় ও ৪টি প্রজাতি প্রবর্তিত হয়েছে, পশ্চিমবাংলায় এখন আন্দামান থেকে একটি প্রজাতি প্রবর্তিত হয়েছে, এটি পার্কে, বাগানে, রাস্তার ধারে বসান হয়, এটির বাংলা নাম হলদে গোলমোহর, অনেকে ভুল করে একে রাধাচূড়া বলে থাকে, রাধাচূড়া ভিন্ন প্রজাতি।

সারাকা (Saraca) ঃ কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

ভারতীয় নাম অশোকার বিকৃত নাম সারাকা।

বৃক্ষ বা বড় গুল্ম, পাতা সমপক্ষল, পত্রক চর্মবৎ, উপপত্র ছোট. যুক্ত, বৃন্তমধ্যক, পুষ্পবিন্যাস ঘন প্যানিকলে রেসিমোস, সাধারণতঃ কাণ্ডে হয়, ফুল লাল, কমলা, হলদে, মঞ্জরীপত্র ক্ষুদ্র, আশুপাতী, উপমঞ্জরীপত্র প্রায় স্থায়ী, রঙিন, বৃত্যাংশ ৪টি, ডিম্বের পাশে লম্বা নলে যুক্ত, খণ্ড আয়তাকার, প্রায় অসমান, পাপড়ি সদৃশ, বিসারী; পাপড়ি থাকে না, পুংকেশর ৭টি, কদাচিৎ ৩-৪টি, পুংদণ্ড লম্বা, সূত্রাকার, পরাগধানী সর্বমুখী, লম্বালম্বিভাবে বিদারী, ডিম্বাশয় বৃন্তযুক্ত, বৃন্ত ডিম্বের নিচে লগ্ন ও ডিম্বের বাহিরে নির্গত, ডিম্বক অনেক, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, লম্বা, গর্ভমুণ্ড ক্ষুদ্র, মুণ্ডাকার, ফল শুঁটি, চেপ্টা, আয়তাকার, শক্তভাবে চর্মবৎ বা প্রায় কাষ্ঠময়, বীজ পুরু, চেপ্টা বা প্রায় বেলনাকার।

মোট প্রজাতি ২০টি; পৃথিবীর ক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৪ ও ১টি প্রজাতি জন্মায় বা বসান হয়, পশ্চিমবাংলার উপকারী ও ভেষজ প্রজাতিটির বাংলা নাম অশোক।

ট্যামারিণ্ডাস (Tamarindus) ঃ কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

তেঁতুল গাছের আরবীয় নাম হচ্ছে ট্যামারিণ্ডি, এর থেকেই গণটির নামকরণ।

বৃক্ষ, পাতা সমপক্ষল, পত্রক বিপরীতমুখী, ছোট, অনেক, উপপত্র ক্ষুদ্র, আশুপাতী, পুষ্পবিন্যাস শাখা প্রশাখার শীর্ষে রেসিম, ফুল হলদে, মঞ্জরীপত্র ডিম্বাকার, উপমঞ্জরীপত্র ডিম্বাকার-আয়তাকার, কিছুটা রঙিন, বৃত্যাংশ ৪টি, ডিম্বের পাশে নিচের নলে যুক্ত, খণ্ড বল্লমাকার, ঝিল্লিবৎ, বিসারী, পাপড়ি ৩টি, বিসারী, সর্বোচ্চেরটি ভিতরের দিকে থাকে, পাশের ডিম্বাকারটির তুলনায় সরু সর্বনিম্নে দুটি কাঁটা বা শল্কে রূপান্তরিত, পুংকেশর ৩টি, উর্বর, ওপরে খণ্ডিত সিথে যুক্ত, পুংদণ্ডের মুক্ত অংশ ছোট, পরাগধানী আয়তাকার, সর্বমুখী, লম্বালম্বিভাবে বিদারী, ডিম্বাশয় বৃন্তযুক্ত, অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, প্রায় ট্রানকেট, ফল শুঁটি, আয়তাকার, বা সরু, অবিদারী, বাঁকানো, পুরু, প্রায় চাপা লোমেন্টাম, ফলের বহিস্ত্বক ভঙ্গুর, ফলের মধ্যস্ত্বক বা মেসোকার্প শাঁসাল, চর্মবৎ, এণ্ডোকার্প ভিতরে ব্যবহিত, বীজ বিভিন্নাকার বৃত্তাকার, চাপা, বীজত্বক শক্ত।

মোট প্রজাতি ১টি, বিস্তার ক্রান্তীয় আফ্রিকায়, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় প্রজাতিটি বহুকাল পূর্বে আফ্রিকা থেকে প্রবর্তিত হয়েছে, প্রজাতিটির বাংলা নাম তেঁতুল, এটি উপকারী

ও ভেষজ প্রজাতি।

মাইমোসয়ডি (Mimosoideae)

বৃক্ষ, গুল্ম, কদাচিৎ বীরুৎ, পাতা দ্বিপক্ষল যৌগিক, কদাচিৎ এক পক্ষল, উপপত্র থাকে, কোন কোন সময় কাঁটায় রূপান্তরিত, পুষ্পবিন্যাস সাধারণতঃ স্পাইক বা ছত্রাকার, কদাচিৎ রেসিমোস বা গোলকাকার আম্বেল, মঞ্জরীপত্র ক্ষুদ্র, বৃত্যাংশ সাধারণতঃ ৫টি, বিসারী বা প্রান্তস্পর্শী, সাধারণতঃ একত্রে যুক্ত, দেঁতো বা খণ্ডিত; পাপড়ি সাধারণতঃ ৫টি, প্রান্তস্পর্শী, স্বতন্ত্র বা যুক্ত, দলমণ্ডল খণ্ডিত, নিম্নস্থানী বা অল্পভাবে অর্ধ নিম্নস্থানী, পুংকেশর কয়েকটি থেকে অসংখ্য, স্বতন্ত্র বা একগুচ্ছ বা দলমণ্ডল নলের গোড়ায় লগ্ন, পরাগধানী সর্বমুখী, প্রায়শই আশুপাতী, গ্রন্থিযুক্ত, গর্ভকেশর একটি, ডিম্বাশয় এক কোষ্ঠ বিশিষ্ট, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডিম্বক অসংখ্য, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, ফল শুঁটি, বিদারী বা অবিদারী, কোন কোন ক্ষেত্রে স্কাইজোকার্প, বীজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডিম্বাকার থেকে বৃত্তাকার, কদাচিৎ এরিল থাকে।

এই উপগোত্রে প্রায় ৫৬টি গণ ও প্রায় ২৮০০টি প্রজাতি রয়েছে; মূলতঃ পৃথিবীর ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত, ভারতে ২০টি গণ ও ১৭৪টি প্রজাতি প্রবর্তিত সমেত এবং পশ্চিমবাংলায় ১৪টি গণ ও ৪৫টি প্রজাতি প্রবর্তিত সমেত জন্মায়;

পশ্চিমবাংলায় জন্মায় এই উপগোত্রের গণগুলো হলো ঃ

অ্যাকাসিয়া (Acacia) ঃ বাগান সম্বন্ধীয় বিখ্যাত অভিধানের ইংরেজ লেখক ফিলিপ মিলার (১৬৯১-১৭৭১) গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'অ্যাকিস' শব্দের অর্থ তীক্ষ্ণ বিন্দু, বাবলা গাছের তীক্ষ্ণ কাঁটার সঙ্গে তুলনা কোরে এই নামকরণ।

বৃক্ষ, খাড়া বা রোহিণী গুল্ম, পাতা সব দ্বিপক্ষল যৌগিক, প্রথমপত্রক সমপক্ষল, দ্বিতীয় পত্রক ছোট, উপপত্র ছোট বা স্পষ্ট, কোন ক্ষেত্রে কাঁটায় রূপান্তরিত, পুষ্পবিন্যাস বেলনাকার স্পাইক বা গোলকাকার হেড, পুষ্পবিন্যাস বৃন্ত কাক্ষিক একক বা গুচ্ছবদ্ধ বা শীর্ষক প্যানিকল, মঞ্জরীপত্র সাধারণতঃ ২টি, পুষ্পবিন্যাস বৃন্তের শীর্ষে, মধ্যভাগে বা গোড়ায় থাকে, উপমঞ্জরীপত্র নেই, বৃত্যাংশ ৫ বা ৪টি, কদাচিৎ ৩টি, ঘন্টাকার, অল্প দেঁতো বৃতিতে যুক্ত, পাপড়ি ৫ বা ৪টি, বহির্নির্গত, গোড়ায় যুক্ত, পুংকেশর অসংখ্য, বহির্নির্গত, মুক্ত বা গোড়ায় অল্পভাবে যুক্ত, পরাগধানী ক্ষুদ্র, গ্রন্থিযুক্ত নয়, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন বা বৃন্তযুক্ত, ২-অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, গর্ভমুণ্ড ক্ষুদ্র, শীর্ষক, ফল শুঁটি, জিহ্বাকার বা আয়তাকার, চেপ্টা, শুষ্ক বা কদাচিৎ স্ফীত; প্রায় চর্মবৎ বা অবিদারী লোমেন্টাম, অবিচ্ছিন্ন বা ব্যবহিত কিন্তু কখনও গ্রন্থিলভাবে যুক্ত নয়, সন্ধিস্থল পুরু নয়, বীজ আড়াআড়ি বা লম্বালম্বিভাবে থাকে, সাধারণতঃ ডিম্বাকার বা চাপা।

মোট প্রজাতি প্রায় ৯০০টি, মূলতঃ ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত, বিশেষ

করে আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায়; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে প্রায় ৬০ ও ১২টি প্রজাতি জন্মায় বা বসান হয়; পশ্চিমবাংলার উপকারী ও ভেষজ প্রজাতিদের নাম আকাশমণি, খয়ের, বনরিঠা, গুয়েবাবলা, হলদে আরারে, বাবলা, সাদা আরারে, সাইকাঁটা।

অ্যাডেনান্থেরা (Adenanthera) ঃ কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'অ্যাডেন' ও 'অ্যানথেরা' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে গ্রন্থি ও পরাগধানী; এ গণের প্রজাতির পরাগধানীতে গ্রন্থি থাকে বলে এই নামকরণ।

খাড়া, কাঁটাহীন বৃক্ষ, পাতা দ্বিপক্ষল, প্রথম পত্রক (পিনা) বিপরীতমুখী, দ্বিতীয় পত্রক একান্তর, সমপক্ষল; উপপত্র ক্ষুদ্র, আশুপাতী, উপপত্রিকা থাকে না, পুষ্পবিন্যাস সরু, প্রায় স্পাইকেট রেসিম বা ফুল শীর্ষক কাক্ষিকভাবে একক হয় বা প্যানিকল, মঞ্জরীপত্র ও উপমঞ্জরী থাকে না, বৃত্যাংশ ৫টি, ঘন্টাকার নলে যুক্ত, খণ্ড ছোট, পাপড়ি ৫টি, গোড়ায় যুক্ত, প্রান্তস্পর্শী, পুংকেশর ১০টি, স্বতন্ত্র, কদাচিৎ বহিনির্গত, পরাগধানী আয়তাকার, গ্রন্থি থাকে, পরাগ বেশী থাকে, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন, অনেক ডিম্বক যুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, গর্ভমুণ্ড ছোট ও শীর্ষক, ফল শুঁটি, সরু, কাস্তে আকার, পাকিয়ে কুণ্ডলীতে পরিণত, ভেতরের দিকে ব্যবহিত, কপাটিকা চর্মবৎ, বিদারিত হওয়ার পর পাকিয়ে কুণ্ডলী আকার ধারণ করে, বীজ ছোট, শক্ত, চকচকে, গোলাপী বা কালো চিহ্ন সমেত গোলাপী, পাতলা শাঁসে ঢাকা থাকে।

মোট প্রজাতি প্রায় ১২টি, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, পলিনেশিয়ার ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি জন্মায় বা বসান হয়, উপকারী ও ভেষজ প্রজাতিটির বাংলা নাম রক্তকম্বল, রঞ্জন, লালকাট।

আলবিজিয়া (Albizia) ঃ ইতালির উদ্ভিদবিজ্ঞানী অ্যান্টনিও ডুরাজিনি (প্রায় ১৭৭২-) গণটির নামকরণ করেন।

ইতালির প্রকৃতিবিজ্ঞানী ফিলিপ্পো ডেল আলবিজি স্মরণে গণটির নামকরণ।

অধিকাংশই বৃক্ষ, কদাচিৎ আরোহী গুল্ম, পাতা সমপক্ষলভাবে দ্বিপক্ষল, প্রথমপত্রক (পিনা) সমপক্ষল, দ্বিতীয় পত্রক বড় ও কয়েকটি, বা মধ্যমাকার অসংখ্য, বা ছোট অধিক সংখ্যক, উপপত্র ছোট বা অস্পষ্ট, কদাচিৎ বড় ও প্রায় পাতাকার, পুষ্পবিন্যাস গোলকাকার মাথা (হেড), কদাচিৎ নলাকার স্পাইক, পুষ্পবিন্যাস বৃন্ত স্বতন্ত্র বা কাক্ষিক, বা শাখা প্রশাখার শীর্ষে প্যানিকল, মঞ্জরীপত্র ২টি বা থাকে না, উপমঞ্জরীপত্র নেই, বৃত্যাংশ ৫টি, ঘণ্টাকার বা নলাকার বৃতিতে যুক্ত, খণ্ড ছোট, পাপড়ি ৫টি, ফানেলাকার দলমণ্ডলে গোড়ায় যুক্ত, প্রান্তস্পর্শী, পুংকেশর অসংখ্য, গোড়ায় একটি নলে যুক্ত, কিছু পরিমাণে বহিঃনির্গত, পরাগধানী ছোট, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন বা বৃন্তযুক্ত, অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, গর্ভমুণ্ড ছোট, মুণ্ডাকার, ফল শুঁটি, জিহ্বাকার, শুষ্ক, চাপা, লোমেন্টাম, সন্ধিস্থল পুরু নয়, কপাটিকা স্থিতিস্থাপক নয় ও সর্পিলভাবে কুণ্ডলিত নয়, বীজ ডিম্বাকার বা বৃত্তাকার, চাপা, ফিউনিকল সূত্রাকার।

মোট প্রজাতি প্রায় ১৪৫টি; পৃথিবীর ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ২০ ও ৮টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার উপকারী ও ভেষজ প্রজাতিদের বাংলা নাম হচ্ছে আমরা শিরিষ, আমলুকিয়া বা কালো শিরিষ, কালোকোরা, শিরিষ, শিলকরুই, কাকুর শিরিষ, শ্বেত বা সাদা শিরিষ, বিলাতি আমলুকিয়া।

আর্কিডেন্ড্রন (Archidendron) ঃ অস্ট্রেলিয়ার উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ফার্ডিন্যান্ড ভণ মুয়েলার (১৮২৫-১৮৯৬) গণটির নামকরণ করেন।

কাঁটাহীন বৃক্ষ বা গুল্ম, পাতা দ্বিপক্ষল যৌগিক, বৃন্ত, অক্ষ ও পিনায় (পত্রক) প্রায়শই গ্রন্থি থাকে, দ্বিতীয় পত্রক বিপরীতমুখী, অখণ্ড; পুষ্পবিন্যাস ছত্রাকার, করিম্ব বা রেসিম মাথা (হেড), মাথা প্যানিকলে বিন্যস্ত, ফুল উভ বা একলিঙ্গী, ৩-৫ অংশ সম্বলিত, বৃতি যুক্ত, পাপড়ি যুক্ত, পুংকেশর ১০টি, গোড়ায় একটি নলে যুক্ত, প্রত্যেক ফুলে এক বা একাধিক ডিম্বাশয় থাকে, ফল শুঁটি, বিদারী, প্রায়শই বাহিরদিক লালচে, ভেতরের দিক কমলা লালচে, বীজ চেপ্টা, বীজত্বক কালো বা নীলাভ কালো।

মোট প্রজাতি প্রায় ১০০টি; ভারতবর্ষ থেকে নিউগিনি ও উত্তর অস্ট্রেলিয়ায় বিস্তৃত, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৬ ও ২টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলায় প্রজাতিদ্বয়ের স্থানীয় নাম আর্দা ও টিকপিকুং বা ভাচাহু।

ক্যালিয়ান্ড্রা (Calliandra) ঃ বিখ্যাত ইংরেজ উদ্ভিদবিজ্ঞানী জর্জ বেন্থাম গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'ক্যালোস' ও 'অ্যানড্রোস' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে সুন্দর ও পুংকেশর, এ-গণের প্রজাতিদের সুন্দর রঙের পুংকেশরের জন্য এই নামকরণ।

গুল্ম ও ছোটবৃক্ষ; পাতা সম দ্বিপক্ষল, প্রথম পত্রক সমপক্ষল, দ্বিতীয় পত্রক ক্ষুদ্র ও অসংখ্য বা বড় ও কয়েকজোড়া বা একটি, উপপত্র স্থায়ী, কদাচিৎ অনুপস্থিত; পুষ্পবিন্যাস গোলকাকার মাথা (হেড) বা শীর্ষক রেসিম, মঞ্জরী ও উপমঞ্জরীপত্র নেই, ফুল ৫-৬টি অঙ্গযুক্ত, বৃত্যাংশ ৫টি, ঘণ্টাকার বৃতিতে যুক্ত, দেঁতো, পাপড়ি ৫টি, গভীরভাবে খণ্ডিত দলমণ্ডলে যুক্ত, প্রান্তস্পর্শী, পুংকেশর অসংখ্য, প্রায় ১০০টি পর্যন্ত, একটি নলে কমবেশী যুক্ত, পুংদণ্ড সূত্রাকার, লম্বাটে হয়ে বহির্নির্গত, পরাগধানী গ্রন্থিলভাবে রোমশ, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন, ডিম্বক অসংখ্য, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, ক্ষুদ্র, মুণ্ডাকার; ফল শুঁটি, সরু, সোজা, বা কিছুটা বাঁকানো, চেপ্টা, চর্মবৎ, ২টি কপাটিকা যুক্ত, সন্ধিস্থল পুরু, উভয় সন্ধিস্থল থেকে বিদারী, বীজ বিভিন্নাকার বা বৃত্তাকার, চাপা।

মোট প্রজাতি প্রায় ২০০টি; ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় আমেরিকা, ক্রান্তীয় পশ্চিম আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, ভারত ও বাংলাদেশে বিস্তৃত, ভারতে মোট ৩টি প্রজাতি স্বাভাবিকভাবে জন্মায় ও ৮টি প্রজাতি প্রবর্তিত হয়েছে, পশ্চিমবাংলায় ৮টি প্রজাতি বাগানে চাষ হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সব প্রজাতিদের বাংলা নামকরণ করেছেন মণিকুন্তলা।

ডেসম্যান্থাস (Desmanthus) ঃ জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী কার্ল লুডউহগ ভন্

উইন্ডোনোভ গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'ডেসমস' ও 'অ্যান্থোস' শব্দদ্বয়ের অর্থ একটি গুচ্ছ ও একটি ফুল, গণের প্রজাতিদের ফুল গুচ্ছবদ্ধ বলে এই নামকরণ।

বৃক্ষ, গুল্ম বা বহুবর্ষজীবী বীরুৎ; পাতা দ্বিপক্ষল যৌগিক, দ্বিতীয় পত্রকের গোড়ার জোড়ার মধ্যে অক্ষে গ্রন্থি থাকে, উপপত্র আশুপাতী বা স্থায়ী, পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক, একক, ডিম্বাকার গোলকাকার মাথা, ফুল উভ বা একলিঙ্গী বা নিচেরগুলো অনুর্বর, বৃত্যাংশ ৫টি, যুক্ত, ছোট, ঘণ্টাকার, পাপড়ি ৫টি, প্রান্তস্পর্শী, প্রায় মুক্ত, পুংকেশর ১০ বা ৫টি, স্বতন্ত্র, বহিনির্গত, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন বা ছোট বৃন্তযুক্ত, সরু, অনেক ডিম্বকযুক্ত; ফল শুঁটি, সোজা বা কাস্তে আকার, সরু, বিদারী, বীজ ডিম্বাকার, চাপা, লম্বালম্বি বা তির্যকভাবে থাকে।

মোট ২২টি প্রজাতি; উত্তর আমেরিকার উপক্রান্তীয়, পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আর্জেন্টিনা ও মাদাগাস্কার দ্বীপে বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি প্রবর্তিত হয়েছে।

এন্‌টাডা (Entada) ঃ ফরাসী উদ্ভিদবিজ্ঞানী মাইকেল অ্যাডানসন গণটির নামকরণ করেন।

মালাবারের ডাচ গভর্ণর (১৬৬৭) হেনরিখ ভ্যান রিডে টট ড্রাকেস্টিন (১৬৩৭-১৬৯২) তাঁর "হর্টাস মালবারিকাস" গ্রন্থের ৯ নং খণ্ডে গিলা গাছটিকে মালয়ালাম নাম এন্‌টাডা হিসেবে অভিহিত করেন, এর থেকেই গণটির নামকরণ।

বিরাট, কাষ্ঠময় রোহিণী গুল্ম, পাতা দ্বিপক্ষল যৌগিক, সর্বশেষ পিনা (প্রথম পত্রক) অনেক সময় আকর্ষে রূপান্তরিত, উপপত্র ক্ষুদ্র, সেটা সদৃশ, পুষ্পবিন্যাস সরু স্পাইক, কোন কোন সময় শাখায় হয়, কোন কোন সময় প্যানিকুলেট, ফুল উভলিঙ্গী বা মিশ্রবাসী, মঞ্জরীপত্র ক্ষুদ্র, ত্রিভুজ বা তুরপনাকার, বৃত্যাংশ ৫টি, ঘণ্টাকার বৃতিতে যুক্ত, দাঁত ছোট, পাপড়ি ৫টি, মুক্ত বা অল্পভাবে যুক্ত, প্রান্তস্পর্শী, পুংকেশর ১০টি, স্বতন্ত্র, অল্প বহিনির্গত, সূত্রাকার, পরাগধানী আয়তাকার, গ্রন্থিযুক্ত, ডিম্বাশয় প্রায় বৃন্তহীন, অনেক ডিম্বক যুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, ট্রানকেট, অবতল, ফল বিরাট, চেপ্টা, বাঁকানো বা সোজা, চর্মবৎ বা কাষ্ঠময় লোমেন্টাম, সন্ধিস্থল পুরু, স্থায়ী, ফলে ১টি বীজ যুক্ত অনেক জয়েন্ট থাকে, বীজ বড়, বৃত্তাকার, চাপা, হিলাম ক্ষুদ্র।

মোট প্রজাতি ১০টি; বিস্তার ক্রান্তীয় আফ্রিকা ও আমেরিকায়, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৩ ও ১টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলায় প্রজাতিটির বাংলা নাম গিলা।

লিউকানা (Leucaena) ঃ ইংরেজ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী জর্জ বেন্থাম গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'লিউকোস' শব্দের অর্থ সাদা, এই গণের প্রজাতিদের ফুল সাদা বলে এই নামকরণ।

গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ, পাতা সমভাবে দ্বিপক্ষল, পিনা (প্রথম পত্রক) সমপক্ষল, দ্বিতীয় পত্রক অনেক, ছোট বা কয়েকটি বড়, উপপত্র ছোট বা সেটা সদৃশ, প্রথম পত্রকের গোড়ার জোড়ার মধ্যে প্রায়শই গ্রন্থি থাকে, পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক, একক বা গুচ্ছবদ্ধ, বৃন্তযুক্ত, গোলকাকার মাথা, কখনও কখনও রেসিমে গুচ্ছবদ্ধ; ফুল বৃন্তহীন, সাধারণতঃ উভলিঙ্গী, বৃত্যাংশ ৫টি, যুক্ত, নলাকার-ঘণ্টাকার, খণ্ড ছোট, পাপড়ি ৫টি, মুক্ত বা প্রায় মুক্ত, প্রান্তস্পর্শী, পুংকেশর ১০টি, স্বতন্ত্র, বহির্নির্গত, পরাগধানী ডিম্বাকার, গ্রন্থিযুক্ত নয়, ডিম্বাশয় বৃন্তযুক্ত, অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, ছোট; ফল শুঁটি, চাপা, চেপ্টা, জিহ্বাকার, চর্মবৎ, আয়তাকার বা সরু-আয়তাকার, বিদারী, বীজ ডিম্বাকার, চাপা বাদামী, চকচকে।

মোট প্রজাতি প্রায় ৫০টি, পলিনেশিয়া ও ক্রান্তীয় আমেরিকায় বিস্তৃত, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি প্রবর্তিত হয়েছে; পশ্চিমবাংলায় প্রজাতিটির বাংলা নাম সুবাবুল।

মাইমোসা (Mimosa) ঃ কার্ল ভন লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'মাইমোস' শব্দের অর্থ অনুকরণ, প্রজাতিদের পাতা প্রাণীদের মত সংবেদনশীল, লজ্জাবতী লতার পাতা স্পর্শ করলে বুজে যায়, এর থেকেই গণটির নামকরণ।

অধিকাংশই কাঁটা যুক্ত বৃক্ষ, রোহিণী, গুল্ম বা বীরুৎ; পাতা সমভাবে দ্বিপক্ষল যৌগিক, প্রথম পত্রক সমপক্ষল, দ্বিতীয় পত্রক ছোট, সুবেদী বা প্রায় সুবেদী, জিহ্বাকার, আশুপাতী, উপপত্র ছোট, প্রায়শই প্রত্যেক প্রথম পত্রকে উপপত্রিকা ২টি, পুষ্পবিন্যাস গোলকাকার মাথা বা নলাকার স্পাইক, ফুল ছোট, বৃন্তহীন, মঞ্জরী ও উপমঞ্জরীপত্র নেই, বৃত্যাংশ ৪টি, ঘণ্টাকার বৃতিতে যুক্ত, খণ্ড ছোট; পাপড়ি ৪টি, গোড়ায় যুক্ত, প্রান্তস্পর্শী, পুংকেশর ৪ বা ৮টি, বহিনির্গত, পুংদণ্ড মুক্ত, সূত্রাকার, পরাগধানী ডিম্বাকার, গ্রন্থিযুক্ত নয়, ডিম্বাশয় বৃন্তযুক্ত, অনেক ডিম্বক যুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, ক্ষুদ্র, ফল আয়তাকার বা সরু, সাধারণতঃ প্ল্যানো-চাপা, কপাটিকা ২টি, স্থায়ী প্রান্ত থেকে বিদারিত, বীজ ডিম্বাকার বা বৃত্তাকার, চেপ্টা।

মোট প্রজাতি প্রায় ৬০০টি; অধিকাংশই পৃথিবীর ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে জন্মায়, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ১০ ও ২টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলায় প্রজাতিদ্বয়ের বাংলা ও স্থানীয় নাম হচ্ছে লজ্জাবতী লতা, আরারে বা শিয়াকাঁটা।

নেপচুনিয়া (Neptunia) ঃ পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারক ও প্রকৃতিবিদ জোয়াদে লওরিরো গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক উপকথায় সমুদ্রের দেবতা নেপচুনের নামানুসারে গণটির নামকরণ।

বহুবর্ষজীবী জলজ কাঁটাহীন বীরুৎ বা উপগুল্ম, শাখা প্রায়শই চাপা বা কোণাকৃতি, পাতা সমভাবে দ্বিপক্ষল যৌগিক, দ্বিতীয় পত্রক অনেক, সুবেদী, ছোট; উপপত্র স্থায়ী, পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক, বৃন্তযুক্ত ডিম্বাকার-গোলকাকার মাথা, ফুল ছোট, ওপরের ফুল উভলিঙ্গী, নিচের ফুল পুংলিঙ্গী, সর্বনিম্নের ফুল ক্লীব, যারা স্ট্যামিনোড বহির্নির্গত, চেপ্টা,

মঞ্জরীপত্র ক্ষুদ্র, বৃত্যাংশ ৫টি, ঘণ্টাকার নলে যুক্ত, খণ্ড ছোট, পাপড়ি ৫টি, গোড়ায় যুক্ত বা মুক্ত, প্রান্তস্পর্শী, উভলিঙ্গী ও পুংফুলে পুংকেশর ১০টি, কদাচিৎ ৫, মুক্ত, বহির্নির্গত, বৃন্ত সমেত গ্রন্থিযুক্ত, ক্লীব ফুলে স্ট্যামিনোড ১০টি, পাপড়ি সদৃশ, বহির্নির্গত, ডিম্বাশয় বৃন্ত ও অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, গর্ভমুণ্ড ছোট, শীর্ষক, অবতল, ফল শুঁটি, তির্যকভাবে আয়তাকার ও লিণ্ডলেট, চেপ্টা, চর্মবৎ, ২টি কপাটিকা যুক্ত, বীজ আড়াআড়িভাবে থাকে, ডিম্বাকার, চাপা।

মোট প্রায় ৮টি, পৃথিবীর ক্রান্তীয় অঞ্চলে জন্মায়, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৩ ও ২টি প্রজাতি জন্মায়। পশ্চিমবাংলার প্রজাতিদের বাংলা নাম পানিনাজক ও বিলাতি পানিনাজক।

পার্কিয়া (Parkia) ঃ ইংরেজ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন গণটির নামকরণ করেন। আফ্রিকার সুপরিচিত পরিব্রাজক মুঙ্গো পার্ক (১৭৭১-১৮০৫) স্মরণে গণটির নামকরণ।

অতি উচ্চ কাঁটাহীন বৃক্ষ, পাতা সোজা দ্বিপক্ষল যৌগিক, প্রথম পত্রক সমপক্ষল, দ্বিতীয় পত্রক অসংখ্য, ছোট, বিপরীতমুখী, উপপত্র ক্ষুদ্র, পুষ্পবিন্যাস ঘন ক্যাভেট বা প্রায় গোলকাকার, লম্বা বৃন্তযুক্ত, কাক্ষিক, একক বা শীর্ষক প্যানিকুলেট মাথা, মঞ্জরীপত্র জিহ্বাকার, চমসাকার, সর্বনিম্ন ফুল পুংলিঙ্গী বা ক্লীব, বৃত্যাংশ ৫টি, ছোট নলাকার বৃতিতে যুক্ত, নল পাপড়িতে লগ্ন বা মুক্ত, খণ্ড ছোট, বিসারী, প্রায় ২টি ওষ্ঠযুক্ত, পাপড়ি ৫টি, সরু চমসাকার, মধ্যভাগ পর্যন্ত যুক্ত বা মুক্ত, প্রান্তস্পর্শী বা প্রায় প্রান্তস্পর্শী, পুংকেশর ১০টি, বহির্নির্গত, গোড়ায় যুক্ত ও পাপড়িতে লগ্ন বা কদাচিৎ মুক্ত, পরাগধানী আয়তাকার, গ্রন্থিযুক্ত, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন বা বৃন্তযুক্ত, অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, গর্ভমুণ্ড ছোট, ক্যাপিটেট, শীর্ষক; ফল শুঁটি, বড়, চেপ্টা, জিহ্বাকার, অবশেষে বিদারী, চর্মবৎ বা রসাল, কোন কোন ক্ষেত্রে লম্বা বৃন্তযুক্ত, বীজ আড়াআড়িভাবে স্থাপিত, পুরু, চাপা বা ডিম্বাকার।

মোট প্রায় ৮টি; ক্রান্তীয় এশিয়া বা আফ্রিকায় বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৪ ও ২টি প্রজাতি জন্মায় বা প্রবর্তিত হয়েছে, পশ্চিমবাংলার ১টি প্রজাতির বাংলা নাম স্যাপোটা।

পিথেসেলোবিয়াম (Pithecellobium) ঃ মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, তাল সম্বন্ধীয় গ্রন্থের প্রণেতা ও 'ফ্লোরা ব্রাজিলেন্সিস' নামে বিরাট গ্রন্থের লেখক কার্ল ফ্রিডরিখ ফিলিপ ভন মার্টিয়াস (১৭৯৪-১৮৬৮) গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'পিথেকোস' ও 'লোবোস' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে বনমানুষ ও খণ্ড, সাধারণভাবে বলা হয় হনুমানের কান, প্রজাতিদের ফল সর্পিলভাবে কুণ্ডলিত, এর সঙ্গে তুলনা করে গণটির নামকরণ।

উচ্চ বৃক্ষ, পাতা সমভাবে দ্বিপক্ষল যৌগিক, প্রথম পত্রক সমপক্ষল, উপপত্র ছোট, বা স্পষ্ট, কোন কোন সময় কাঁটা সদৃশ, পুষ্পবিন্যাস শীর্ষক প্যানিকুলেট গোলকাকার

মাথা, ফুল উভলিঙ্গী, মঞ্জরীপত্র ছোট, উপপত্র সদৃশ, বৃত্যাংশ ৫টি, কদাচিৎ ৬টি, ঘণ্টাকার বা নলাকার বৃতিতে যুক্ত, খণ্ড খুব ছোট, পাপড়ি ৫টি, কদাচিৎ ৬টি, নলাকার দলমণ্ডলে যুক্ত, প্রান্তস্পর্শী, পুংকেশর অসংখ্য, অতিশয় বহিনির্গত, গোড়ায় একটি নলে যুক্ত, পরাগধানী ছোট, ডিম্বাশয় বৃন্তযুক্ত বা বৃন্তহীন, অনেক ডিম্বক যুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, গর্ভদণ্ড ক্ষুদ্র, মুণ্ডাকার, ফল শুঁটি, জিহ্বাকার, কুণ্ডলিত, কোন কোন ক্ষেত্রে কাস্তে আকার, সাধারণতঃ সর্পিলভাবে কুণ্ডলিত, বিদারী বা অবিদারী, বীজ কোন কোন সময় এরিল যুক্ত বা শাঁসে আবদ্ধ, ডিম্বাকার বা বৃত্তাকার, চাপা।

মোট প্রজাতি প্রায় ১০০টি, ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় আমেরিকায় বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ২ ও ১টি প্রজাতি প্রবর্তিত হয়েছে, পশ্চিমবাংলায় প্রজাতিটির বাংলা নাম দেখানি বাবুল বা জিলাপি ফল বা বিলাতি আমলি।

প্রোসপ্সিস (Prosopsis) ঃ কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

প্রোসপ্সিস গণটি ডায়োসকোরাইডস দ্বারা ব্যবহৃত একটি প্রাচীন গ্রীক নাম।

গুল্ম বা বৃক্ষ, ইতস্ততঃ কাঁটা যুক্ত, পাতা সমভাবে দ্বিপক্ষল যৌগিক, প্রথমপত্রক সাধারণতঃ কয়েক জোড়া, দ্বিতীয় পত্রক অনেক, সরু, চর্মবৎ; উপপত্র ছোট বা থাকে না, কোন কোন ক্ষেত্রে কাঁটা সদৃশ, পত্রকের মধ্যে গ্রন্থি থাকে, পুষ্পবিন্যাস সরু স্পাইক বা প্রায় স্পাইক, লম্বা বৃন্তযুক্ত রেসিম, ফুল ছোট, মঞ্জরী ও উপমঞ্জরীপত্র থাকে না, বৃত্যাংশ ৫টি, ঘণ্টাকার বৃতিতে যুক্ত, খণ্ড ছোট, পাপড়ি ৫টি, জিহ্বাকার, প্রান্তস্পর্শী, গোড়ায় প্রায় যুক্ত, পুংকেশর ১০টি, স্বতন্ত্র, অল্পভাবে বহিনির্গত, পুংদণ্ড সূত্রাকার, পরাগধানী ডিম্বাকার, গ্রন্থিযুক্ত, ডিম্বাশয় বৃন্তযুক্ত বা বৃন্তহীন, অনেক ডিম্বক যুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, গর্ভমুণ্ড ক্ষুদ্র, শীর্ষক; ফল শুঁটি, সরু, অবিদারী লোমেন্টাম, সোজা বা কুণ্ডলিত, চাপা বা নলাকার; কাস্তে আকার বা টরুলোস, বীজ ডিম্বাকার, চাপা।

মোট প্রায় ৪৫টি প্রজাতি; পৃথিবীর ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে জন্মায়, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৫ ও ২টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলার প্রজাতিটির বাংলা নাম শামি বা শোমি।

সামানিয়া (Samanea) ঃ আলফোনসে পিরেমাস ডি কান্ডোলে ও এলমার ড্রিউ মেরিল যুক্তভাবে গণটির নামকরণ করেন।

স্প্যানিস নাম 'জামান' এর অপভ্রংশ নাম হচ্ছে সামানিয়া।

খাড়া বৃক্ষ, পাতা সমভাবে দ্বিপক্ষল যৌগিক, প্রথম পত্রক (পিনা) সমপক্ষল, দ্বিতীয় পত্রক বিপরীতমুখী, উপপত্র ছোট, বল্লমাকার, পুষ্পবিন্যাস একক বা প্রায় গুচ্ছবদ্ধ বৃন্তে গোলকাকার মাথা, মঞ্জরীপত্র বল্লমাকার, বৃত্যাংশ ৫টি, ঘণ্টাকার বৃতিতে যুক্ত, খণ্ড ত্রিভুজাকার, পাপড়ি ৫টি, প্রান্তস্পর্শী, ফানেলাকার দলমণ্ডলে যুক্ত, পুংকেশর অসংখ্য, পুংদণ্ড গোড়ায় যুক্ত, বহিনির্গত, পরাগধানী ছোট, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন, অনেক ডিম্বক যুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, গর্ভমুণ্ড ক্ষুদ্র বা শীর্ষক; ফল শুঁটি, জিহ্বাকার, অবিদারী লোমেন্টাম, বীজের মাঝে

মাঝে চাপা, বীজ আড়াআড়িভাবে স্থাপিত, চাপা।

মোট প্রায় ২০টি প্রজাতি; ক্রান্তীয় আমেরিকা ও ক্রান্তীয় আফ্রিকায় বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি প্রবর্তিত হয়েছে, প্রজাতিটির বাংলা নাম খিরিস বা বিলাতি শিরিষ।

প্যাপিলিয়োনয়ডি (Papilionoideae)

উপগোত্রটির অন্যনাম ফ্যাবয়ডি।

বৃক্ষ, গুল্ম, রোহিণী বা বীরুৎ, পাতা কদাচিৎ সরল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যৌগিক, একটি ফলকযুক্ত, পক্ষল বা করতলাকারভাবে যৌগিক, কোন কোন ক্ষেত্রে দৃষ্টি আকর্ষণীয় উপপত্র ও আকর্ষ থাকে, উপপত্রিকা কখনও কখনও থাকে, পুষ্পবিন্যাস একক, রেসিমোস, প্যানিকুলেট বা ছত্রাকার, মুণ্ডাকার বা স্পাইকেট, ফুল সাধারণতঃ সম্পূর্ণ, পঞ্চাংশিক, অসমাঙ্গ, বৃতি যুক্ত, বিসারী, দলমণ্ডল বিযুক্ত, বা কখনও সখনও যুক্ত, পাপড়ি ৫টি, বিসারী, ওপরের পাপড়িটি বড়, একে ভেক্সিলাম, স্ট্যান্ডার্ড বা ধ্বজা পাপড়ি বলে, পাশের দুটি পাপড়িকে উয়িং বা পক্ষ পাপড়ি বলে, সবচেয়ে ভেতরের ২টি পাপড়িকে, যারা কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্ত হয়, কিল বা তরীদল পাপড়ি বলে, পুংকেশর সাধারণতঃ ১০টি, কদাচিৎ এর কম হয়, সাধারণতঃ দ্বিগুচ্ছে থাকে, যেখানে ৯টি একগুচ্ছে ও ১টি স্বতন্ত্র, বা কোন কোন ক্ষেত্রে পুংকেশর ১ গুচ্ছে বা সবই স্বতন্ত্র থাকে, পরাগধানী একইরকম, পাদলগ্ন বা পৃষ্ঠলগ্ন, ডিম্বাশয় ১টি গর্ভপত্র যুক্ত, অধিকাংশই ১ কোষ্ঠীয়, ১ থেকে অনেক ডিম্বকযুক্ত, অক্ষাভিমুখী সন্ধিতে জন্মায়, ফল শুঁটি জাতীয়, একটি বা উভয় সন্ধিস্থল থেকে বিদারী বা অবিদারী, সন্ধিযুক্ত বা ১টি বীজযুক্ত অংশে বিদারীত, কোন কোন ক্ষেত্রে বীজ এরিলযুক্ত, সস্যল বা সস্যল নয়।

এই উপগোত্রে প্রায় ৪৮০টি গণ ও ১২০০০ প্রজাতি রয়েছে; পৃথিবীর ক্রান্তীয়, উপক্রান্তীয়, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বিস্তৃত, ভারতে গণ ১৪১টি ও প্রজাতি ৯০৮টি এবং পশ্চিমবাংলায় ৬৫টি গণ ও ২৪২টি প্রজাতি জন্মায়।

পশ্চিমবাংলায় জন্মায় এই উপগোত্রের গণগুলি হলো ঃ

অ্যাবরাস (Abrus) ঃ ফরাসী উদ্ভিদ বিজ্ঞানী মাইকেল অ্যাডানসন গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'অ্যাব্রোস' শব্দের অর্থ নরম, গণের প্রজাতির পাতা নরম, এর সঙ্গে তুলনা কোরে গণটির নামকরণ।

গুল্ম বা উপগুল্ম, কাণ্ড বল্লী, প্রায়শই রোহিণী, সমপক্ষল, পত্রক অনেক জোড়া, প্রায় আশুপাতী, কাণ্ড অক্ষ একটি বিন্দুতে শেষ হয়, উপপত্র প্রায় ঈষদচ্ছ, রেখাঙ্কিত, বল্লমাকার, আশুপাতী, উপপত্রিকা ক্ষুদ্র, ভোঁতা, স্থায়ী, শক্ত, পুষ্পবিন্যাস পার্শ্বীয় রেসিম, ফুল ছোট, স্পষ্টতঃ বৃন্তযুক্ত, মঞ্জরীপত্র ডিম্বাকার, সূক্ষ্মাগ্র, আশুপাতী, বৃতির নিচে উপ

মঞ্জরীপত্র ২টি, বল্লমাকার, আশুপাতী, বৃত্যাংশ ৫টি, প্রায় ট্রানকেট একটি নলে যুক্ত, খণ্ড ছোট, ওপরের দুটি খণ্ড প্রায় যুক্ত, পাপড়ি ৫টি, বহির্নির্গত, ধ্বজা পাপড়ি ডিম্বাকার, ছোট ক্লয়ে সরু হয়ে থাকে, ক্ল পুংকেশর নলে অল্পভাবে যুক্ত, পক্ষ পাপড়ি কাস্তে আকার, আয়তাকার, বিস্তৃত, যুক্ত, বাঁকানো কিল পাপড়ির এর চেয়ে ছোট, পুংকেশর ৯টি, একটি সিথে যুক্ত, যার ওপরের অংশ কাটা, ধ্বজার পুংদণ্ড থাকে না, পুংদণ্ডের মুক্ত অংশ একান্তরভাবে ছোট ও বড়, পরাগধানী একইরূপ, ডিম্বাশয় প্রায় বৃন্তহীন, কয়েকটি থেকে অনেক ডিম্বক যুক্ত, গর্ভদণ্ড ছোট, ভেতরের দিকে বাঁকানো, শ্মশ্রু যুক্ত নয়, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক মুণ্ডাকার, ফল শুঁটি, আয়তাকার বা সরু, বেশ চাপা, বীজ গোলাকাকার, কোন কোন সময় লাল ও কালো।

মোট প্রজাতি ১৫টি; বিস্তার পৃথিবীর ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৩ ও ২টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলার উপকারী ও ভেষজ প্রজাতি দ্বয়ের বাংলা নাম লালকুঁচ বা চুনহাতি ও কালো কুঁচ।

অ্যাসকাইনোমেনে (Aeschynomene) ঃ কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'আইসকুনো' শব্দের অর্থ লজ্জা পাওয়া, গণটির উদ্ভিদের পাতা সুবেদী বলে এই নামকরণ।

খাড়া গুল্ম বা উপগুল্ম, পাতা বিজোড় পক্ষল, পত্রক অসংখ্য, সুবেদী, সরু, ঘন, উপপত্র সেটা সদৃশ বা বল্লমাকার, উপপত্রিকা নেই; পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক, কদাচিৎ শীর্ষক, সরল বা শাখায় বিভক্ত রেসিম, মঞ্জরীপত্র সাধারণতঃ উপপত্রের মত, উপমঞ্জরীপত্র বৃতিতে লেপ্টে থাকে; বৃত্যাংশ ৫টি, গভীরভাবে ২টি ওষ্ঠযুক্ত বৃতিতে যুক্ত, ওপরের ওষ্ঠ অখণ্ড, নিচের ওষ্ঠ অখণ্ড বা ছোট ৩ খণ্ডিত, পাপড়ি আশুপাতী, ৫টি, ধ্বজা পাপড়ি বৃত্তাকার, ছোট ক্লযুক্ত, পক্ষ পাপড়ি তির্যক, বিডিম্বাকার বা আয়তাকার, কিল বা তরীদল পাপড়ি বিডিম্বাকার, প্রায় সোজা বা সরু ও ভেতরের দিকে বাঁকানো, পুংকেশর ১০টি, ৫টি করে দুটি পার্শ্বীয় গুচ্ছে যুক্ত, পরাগধানী একইরূপ, ডিম্বাশয় বৃন্তযুক্ত, ২—অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড ভেতরের দিকে বাঁকানো, শ্মশ্রুযুক্ত নয়, ফল শুঁটি, লম্বাটে, সরু, লম্বা বৃন্তযুক্ত লোমেন্টাম, ২-৮টি চেপ্টা ১টি বীজ যুক্ত পৃথক গ্রন্থিযুক্ত, বীজ প্রায় বৃক্কাকার, চাপা।

মোট প্রজাতি প্রায় ১৫০টি, বিস্তার পৃথিবীর ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৩ ও ২টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলার উপকারী প্রজাতিদ্বয়ের বাংলা নাম হচ্ছে শোলা ও কথ বা ভতশোলা।

অ্যালিসিকার্পাস (Alysicarpus) ঃ ফরাসী উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ্ নোয়েল যোসেফ ডি নেকার এবং ফরাসী উদ্ভিদবিজ্ঞানী অগাস্টিন নিকাইসে ভেসভক্স যুক্তভাবে গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'অ্যালিসিয়া' ও 'কার্পোস' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে শিকলি ও ফল, প্রজাতিদের ফলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই নামকরণ।

বিক্ষিপ্ত বা খাড়া বর্ষজীবী বা দ্বিবর্ষজীবী বীরুৎ; পাতা একটি ফলকযুক্ত, কদাচিৎ ৩টি ফলকযুক্ত, উপপত্র স্কেরিয়াস, দীর্ঘাগ্র, মুক্ত বা যুক্ত, উপপত্রিকা তুরপুণাকার, পুষ্পবিন্যাস শীর্ষক, কদাচিৎ কাক্ষিক রেসিম, ফুল সাধারণতঃ জোড়ায় হয়, পুষ্পবৃন্ত ছোট, মঞ্জরীপত্র স্কেরিয়াস, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আশুপাতী, উপমঞ্জরীপত্র নেই, বৃত্যাংশ ৫টি, নিচে অল্পভাবে যুক্ত, গ্লুমেসিয়াস, অসমান, ওপরের ২টি শীর্ষে যুক্ত, পাপড়ি ৫টি, ধ্বজা পাপড়ি বিডিম্বাকার বা বৃত্তাকার, ক্লয়ে সরু হয়ে যুক্ত, পক্ষ পাপড়ি তির্যকভাবে আয়তাকার, কিল পাপড়িতে যুক্ত, কিল পাপড়ি অল্প ভেতরের দিকে বাঁকানো, স্থূলাগ্র, সাধারণতঃ প্রত্যেক পার্শ্বে একটি উপাঙ্গ যুক্ত, পুংকেশর ১০টি, ধ্বজক পুষ্পবিন্যাস মুক্ত, অন্যরা যুক্ত, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন বা ছোট বৃন্তযুক্ত, ডিম্বক অনেক, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, শীর্ষে বাঁকানো, গর্ভমুণ্ড বড় মুণ্ডাকার, ফল শুঁটি, প্রায় বেলনাকার বা স্ফীত লোমেন্টাম, বীজের মাঝে মাঝে কুঞ্চিত, প্রত্যেক কুঞ্চিত অংশে ১টি বীজ যুক্ত, বীজ প্রায় বৃত্তাকার বা গোলাকাকার।

মোট প্রজাতি প্রায় ৩০টি; আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, পলিনেশিয়া ও ক্রান্তীয় আমেরিকায় বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ১৭ ও ৫টি প্রজাতি জন্মায়।

অ্যারাকিস (Arachys) ঃ কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

'অ্যারাকোস' একটি প্রাচীন গ্রীক নাম, এর থেকে গণটির নামকরণ।

ভুশায়ী বীরুৎ, পাতা জোড় বা সম পক্ষল, পত্রক ২ জোড়া, উপপত্র লগ্ন, পুষ্পবিন্যাস ঘন কাক্ষিক স্পাইক, ফুল বৃন্তহীন বা বৃন্তযুক্ত, পাতা অক্ষে বা ২টি সকর্ণ মঞ্জরীপত্রের অক্ষে হয়, বৃতির নিচে উপমঞ্জরীপত্র সূত্রাকার, বৃত্যাংশ ৫টি, লম্বা সরু নলে যুক্ত, ঝিল্লিবৎ, সর্বনিম্নেরটি স্বতন্ত্র, ওপরের ৪টি একটি ওষ্ঠে যুক্ত, পাপড়ি ৫টি, পুংকেশরের সঙ্গে একটি নলের শীর্ষে যুক্ত, ধ্বজা পাপড়ি প্রায় বৃত্তাকার, পক্ষ পাপড়ি আয়তাকার, যুক্ত, কিল পাপড়ি ভেতরের দিকে বাঁকানো, চঞ্চুযুক্ত, পুংকেশর ১০টি বা প্রায়শই ৯টি, একটি নলে যুক্ত, পরাগধানী একান্তরভাবে লম্বা ও হ্রস্ব, লম্বাগুলো প্রায় পৃষ্ঠলগ্ন, হ্রস্বগুলো সর্বমুখী, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন, বৃতি নলের গোড়ায় হয়, ২-৩টি ডিম্বকযুক্ত, ফুল হওয়ার পর লম্বাটে, বাঁকানো, শক্ত পুষ্পধার দ্বারা উত্থিত হয়, গর্ভদণ্ড লম্বা, সূত্রাকার, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, ক্ষুদ্র, ফল শুঁটি, পুরু, আয়তাকার, জালাকার, অবিদারী লোমেন্টাম, প্রায় টরুলোস, নিজেই পাকার জন্য মাটিতে প্রবেশ করে, বীজ ১-৩টি, অনিয়মিতভাবে ডিম্বাকার, বীজ পত্র পুরু, মাংসল।

মোট ১৯টি প্রজাতি, বিস্তার দক্ষিণ আমেরিকায়; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি প্রবর্তিত হয়েছে ও ব্যাপকভাবে চাষ হয়, প্রজাতিটির বাংলা নাম চীনেবাদাম।

অ্যাস্ট্রাগ্যালাস (Astragalus) ঃ কার্ল ভন লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'অ্যাস্ট্রন' ও 'গ্যালা' শব্দদ্বয়ের অর্থ একটি তারা ও দুধ, এটি মনে করা হয় এ গণের গাছ যে তৃণভূমিতে জন্মায় তা খেয়ে গোমহিষাদির দুধ বেশী হয়, এর সঙ্গে তুলনা করেই গণটির নামকরণ।

বীরুৎ বা উপগুল্ম, পাতা পক্ষল, পাতা অক্ষ শীর্ষে হয়, একটি পত্রক থাকে না হয় একটি কাঁটা থাকে, বৃতি নলাকার বা ঘণ্টাকার, সমান বা পিছনের দিকে স্ফীত, বৃত্যাংশ ৫টি, অসমান, পাপড়ি ৫টি, স্পষ্টত বহিনির্গত, পাপড়ি প্রায় সমান বা পক্ষ ও কিল পাপড়ি ধ্বজা পাপড়ির থেকে ছোট, কিল পাপড়ি ভেতরের দিকে বাঁকানো, স্থূলাগ্র, পুংকেশর দ্বিগুচ্ছে ১০টি, পরাগধানী একইরূপ, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন বা বৃন্তযুক্ত, অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড ভেতরের দিকে বাঁকানো, গর্ভমুণ্ড মুণ্ডাকার, ফল শুঁটি, সরু সূত্রাকার বা আয়তাকার, সাধারণতঃ স্ফীত।

মোট প্রজাতি প্রায় ১২০০টি, বিস্তার পৃথিবীর উত্তর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে; বিশেষ কোরে পশ্চিম ও মধ্যএশিয়া, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৭২ ও ৪টি প্রজাতি জন্মায়।

ব্রিয়া (Brya) ঃ আয়ারল্যাণ্ডের প্রকৃতিবিদ ও চিকিৎসক প্যাট্রিক ব্রাউনে গণটির নামকরণ করেন।

প্রকৃতিবিদ্ জন থিয়োডোরে দে ব্রি (১৫৬৪-১৬১৭) স্মরণে গণটির নামকরণ।

চিরসবুজ রোমহীন গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ, উপপত্রীয় কাঁটা যুক্ত, পাতা গুচ্ছবদ্ধ, সাধারণতঃ জোড়ায় হয়, বৃন্তহীন, সরল, বিডিম্বাকার, প্রায়শই খাঁজযুক্ত, ৬.৩-১৮.৯ মিমি লম্বা, শাখার শীর্ষে পুষ্পবিন্যাস গুচ্ছবদ্ধ, পুষ্পবিন্যাস বৃন্ত ৫ মিমি লম্বা, বৃতি সবুজ, ৫ মিমি লম্বা, বৃত্যাংশ ৫টি, অসমান, পাপড়ি ৫টি, কমলা হলদে, ১২.৭ মিমি লম্বা, ধ্বজা পাপড়ি প্রায় বৃত্তাকার, পুংকেশর ৯টি, একগুচ্ছে থাকে, শুঁটি বা ফল তরুলোস।

মোট প্রজাতি ৩টি; বিস্তার মধ্য আমেরিকা ও পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় একটি প্রজাতি শোভাবর্ধক হিসেবে প্রবর্তিত হয়েছে, প্রজাতিটির নাম জামাইকা এবনি, সবুজ এবনি, কোকাস কাঠ।

বিউটিয়া (Butea) ঃ উইলিয়াম রক্সবার্গ ও কার্ল লুডউইগ ভন উইন্ডোনোভ যুক্তভাবে গণটির নামকরণ করেন।

ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী (১৭৬২-১৭৬৩), উদ্ভিদবিদ্যার পৃষ্ঠপোষক জন স্টিওয়ার্ট আর্ল অফ বিউট (১৭১৩-১৭৯২) স্মরণে গণটির নামকরণ।

বৃক্ষ বা বিরাট কাষ্ঠময় বল্লী, পাতা পক্ষলভাবে ৩টি ফলকযুক্ত, ফলক বিরাট, উপপত্র ছোট, আশুপাতী, উপপত্রিকা তুরপুণবৎ; পুষ্পবিন্যাস ঘন গুচ্ছবদ্ধ কাক্ষিক বা শীর্ষক রেসিম বা প্যানিকল, ফুল বিরাট, বৃতি চওড়া ঘণ্টাকার নলে যুক্ত, বৃত্যাংশ ৫টি, ত্রিভুজাকার, ছোট, ওপরের দুটি চওড়া অখণ্ড বা এমার্জিনেট ওষ্ঠেযুক্ত, পাপড়ি ৫টি, বহিনির্গত, ধ্বজা পাপড়ি, ডিম্বাকার, সূক্ষ্মাগ্র, বাঁকানো, গোড়ায় কোন উপাঙ্গ থাকে না, পক্ষপাপড়ি কাস্তে আকার, ভিতরের দিকে বাঁকানো, সূক্ষ্মাগ্র কিল বা তরীদল পাপড়িতে লগ্ন, কিল পাপড়ি ধ্বজা পাপড়ির সমান লম্বা, পুংকেশর ১০টি, ধ্বজা পাপড়ির সঙ্গের পুংকেশর মুক্ত, সূত্রাকার, বাকিরা যুক্ত, পরাগধানী একইপ্রকার, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন, বা ছোট

বৃন্তযুক্ত, ২টি ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড লম্বা, ভেতরের দিকে বাঁকানো, শ্মশ্রুবিহীন, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, ট্রানকেট বা মুণ্ডাকার, ফল বা শুঁটি শক্ত আয়তাকার বা চওড়া জিহ্বাকার ফলিকল, গোড়া চেপ্টা, পক্ষসদৃশ ও বীজহীন, শীর্ষ পুরু, একমাত্র বীজের চারদিকে ওপরের সন্ধিস্থল বরাবর ফেটে যায়, বীজ বিডিম্বাকার।

মোট প্রজাতি ৩টি; পাকিস্তান, ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কায় বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ২টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলায় উপকারী ও ভেষজ প্রজাতিদ্বয়ের বাংলা নাম পলাশ ও লতা পলাশ।

ক্যাজানাস (Cajanus) ঃ সুইজারল্যাণ্ডের উদ্ভিদবিজ্ঞানী অগাস্টিন পিরেমাস ডি ক্যাণ্ডোলে গণটির নামকরণ করেন।

অড়হর গাছের মালয়ান নাম 'কাটজুনা' থেকেই গণটির নামকরণ।

খাড়া গুল্ম, পাতা পক্ষলভাবে ৩টি ফলকযুক্ত, পত্রকের নিচের পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র রেজিনযুক্ত গ্রন্থি থাকে, উপপত্র ছোট, বল্লমাকার, আশুপাতী, পুষ্পবিন্যাস লম্বা বৃন্তযুক্ত কাক্ষিক রেসিম, মঞ্জরীপত্র আশুপাতী, বৃত্যাংশ ৫টি, ঘণ্টাকার নলে যুক্ত, ছোট, সূক্ষ্মাগ্র বা দীর্ঘাগ্র, ওপরের দুটি ২টি দেঁতো ওষ্ঠে যুক্ত, পাপড়ি ৫টি, বহির্নির্গত, ধ্বজা পাপড়ি বৃত্তাকার, গোড়ায় ২টি কর্ণসদৃশ উপাঙ্গ থাকে, পক্ষ পাপড়ি তির্যকভাবে বিডিম্বাকার, কিল পাপড়ি স্থূলাগ্র, শীর্ষ ভেতরের দিকে বাঁকানো, পুংকেশর ১০টি, ধ্বজা পাপড়ির পুংকেশর মুক্ত, বাকিরা একটি নলে বা শিথে যুক্ত, পরাগধানী একই প্রকার, ডিম্বাশয় প্রায় বৃন্তহীন, ডিম্বক কয়েকটি, গর্ভদণ্ড লম্বা, ওপরের অর্ধাংশে মোটা, শ্মশ্রুযুক্ত নয়, গর্ভমুণ্ড তির্যক ও মুণ্ডাকার, ফল শুঁটি, সরু সূত্রাকার, চেপ্টা, তির্যকভাবে সূক্ষ্মাগ্র, বীজের মাঝে মাঝে চাপা, বীজ প্রায় চাপা।

মোট প্রজাতি ১৬টি; এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ১৬ ও ৪টি প্রজাতি জন্মায় বা চাষ হয়, পশ্চিমবাংলার উপকারী প্রজাতিদের বাংলা নাম অড়হর ও বানুর কলাই।

ক্যানাভ্যালিয়া (Canavalia) ঃ অগাস্টিন পিরেমাস ডি কাণ্ডোলে গণটির নামকরণ করেন।

মাখন্‌শিমের মালয়ালাম নাম কানা-ভাল্লি, জন রিডে এর থেকে গণটির নাম গ্রহণ করেন।

পাকানো শাখা প্রশাখা দ্বারা সরু নরম লতানে থেকে শক্ত কাষ্ঠল লতা, ভূমিলগ্ন বা আরোহী বীরুৎ, অনেক ক্ষেত্রে লতিয়ে উঁচু বৃক্ষের শীর্ষ পর্যন্ত পৌঁছায়, সাধারণতঃ কাষ্ঠল বহুবর্ষজীবী, অনেক প্রজাতি বীরুৎসদৃশ, কিছু আবার বর্ষজীবী হিসেবে চাষ হয়, পাতা একান্তর, পক্ষলভাবে ৩টি ফলকযুক্ত, ফলক অখণ্ড, কাগজবৎ বা চর্মবৎ, উপপত্র ছোট বা অস্পষ্ট, উপপত্রিকা তুরপুণবৎ, পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক রেসিম, বা পুষ্পবিন্যাস দণ্ডের স্ফীত পর্বে কয়েকটি ফুল গুচ্ছবদ্ধ, মঞ্জরীপত্র ক্ষুদ্র, উপমঞ্জরীপত্র আশুপাতী, বৃত্যাংশ

৫টি, একটি নলে যুক্ত, বৃতির খণ্ড (বৃত্যাংশ) তির্যকভাবে ২টি ওষ্ঠযুক্ত, ওপরের ওষ্ঠ বহিনির্গত, অখণ্ড বা এমার্জিনেট, নিচের ওষ্ঠ ৩ দেঁতো, ছোট, পাপড়ি ৫টি, আকর্ষণীয়, বেগুনি, লাল, নীলাভ, সাদাটে, হলদে, ধ্বজা পাপড়ি বড়, প্রায় বৃত্তাকার, বাঁকানো, পক্ষ পাপড়ি সরু, চঞ্চুযুক্ত কিল পাপড়ি থেকে স্বতন্ত্র, পুংকেশর ১০টি, ধ্বজা পুংকেশর গোড়ায় মুক্ত, মধ্যভাগ থেকে অন্যান্যদের সঙ্গে যুক্ত, পরাগধানী একপ্রকার, ডিম্বাশয় প্রায় বৃন্তযুক্ত, অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড ভেতরের দিকে বাঁকানো, শ্মশ্রুমুক্ত, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, ক্ষুদ্র, ফল শুঁটি, বড়, সরু বা আয়াতাকার, চেপ্টা, ওপরের সন্ধিস্থলের নিকটে পক্ষ বা শিরাযুক্ত, হাইলাম সরু।

মোট প্রজাতি ৫১টি, পৃথিবীর ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৭ ও ৫টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলায় উপকারী প্রজাতিদের বাংলা নাম কথশিম বা কাঠশিম, মাখনশিম, লাল মাখনশিম।

ক্যাস্টানোস্পার্মাম (Castanospermum) ঃ অস্ট্রেলিয়াতে ব্রিটিশ উদ্ভিদ সংগ্রাহক অ্যালান কানিংহাম (১৭৯১-১৮৩৯) ও যোসেফ ডালটন হুকারের পিতা ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী উইলিয়াম জ্যাকসন হুকার (১৭৮৫-১৮৬৫) যুক্তভাবে গণটির নামকরণ করেন।

ল্যাটিন 'ক্যাস্টানিয়া' ও গ্রীক 'স্পার্মা' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে চেস্টনাট ও বীজ; এ গণের প্রজাতিদের বীজ চেস্টনাটের মত বলে এই নামকরণ।

চিরসবুজ বৃক্ষ, পাতা সচূড় পক্ষল, পত্রক উপপত্রহীন, চর্মবৎ, বড়, পুষ্পবিন্যাস ছোট রেসিম, ফুল বড়, লালচে হলদেটে, মঞ্জরীপত্র ক্ষুদ্র, উপমঞ্জরীপত্র ক্ষুদ্র, বৃতি রঙিন, বৃত্যাংশ ছোট ও চওড়া, পাপড়ি ৫টি, ধ্বজা পাপড়ি বিডিম্বাকার বৃত্তাকার, অন্য পাপড়িদের তুলনায় বড়, পুংকেশর ১০টি, স্বতন্ত্র, পরাগধানী সর্বমুখী, ডিম্বাশয় বৃন্তযুক্ত, গর্ভদণ্ড বাঁকানো, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, ফল প্রায় কাস্তে আকার, কাষ্ঠময় চর্মবৎ, বীজের মাঝে মাঝে স্পঞ্জযুক্ত, বীজ প্রায় গোলকাকার, বড়।

মোট প্রজাতি ২টি, অস্ট্রেলিয়া ও উত্তর ক্যালেডোনিয়ার উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি প্রবর্তিত হয়েছে।

ক্রিস্টিয়া (Christia) ঃ জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী কনরাড মোয়েঞ্চ (১৭৪৪-১৮০৫) গণটির নামকরণ করেন।

খাড়া বা ভূশায়ী বীরুৎ, পাতা ১-৩টি ফলক যুক্ত, ফলক সাধারণতঃ লম্বার চেয়ে চওড়া, উপপত্র স্বতন্ত্র, রেখাঙ্কিত বা তুরপুণবৎ, উপপত্রিকা তুরপুণবৎ, পুষ্পবিন্যাস ১ জোড়া ফুল যুক্ত শিথিল শীর্ষক রেসিম, মঞ্জরীপত্র দীর্ঘাগ্র, আশুপাতী, ফুল সাধারণতঃ জোড়ায় থাকে, বৃতি ঘণ্টাকার নল সদৃশ, বৃত্যাংশ ৫টি, অসমান, বরং চওড়া, বর্ধনশীল, পাপড়ি ৫টি, ছোট, ধ্বজা পাপড়ি বিডিম্বাকার বা বিহৃৎপিণ্ডাকার, ক্লু সরু, পক্ষ পাপড়ি তির্যকভাবে আয়তাকার, অল্প বাঁকানো, স্থূলাগ্র কিল পাপড়িতে লগ্ন, পুংকেশর ১০টি, ধ্বজা পাপড়ির সঙ্গে পুংকেশর স্বতন্ত্র, অন্যরা যুক্ত, পরাগধানী একই প্রকার, ডিম্বাশয় ২—অনেক

ডিম্বকযুক্ত, বৃন্তযুক্ত বা বৃন্তহীন, গর্ভদণ্ড তুরপুণবৎ, বাঁকানো, গর্ভমুণ্ড চওড়া ক্যাপিটেট, শীর্ষক, ফল বা শুঁটি ২ বা অধিক বীজযুক্ত লোমেন্টাম, অবিদারী, ডিম্বাকার, চাপা, প্রায় স্ফীত গ্রন্থী একত্রে বৃতিতে ভাঁজ হয়ে স্থাপিত, বীজ বৃত্তাকার বা প্রায় গোলাকার।

মোট প্রায় ১০টি প্রজাতি; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ২ ও ১টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলার প্রজাতিটির নাম চামচিকা।

সাইসার (Cicer) ঃ কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'কাইকিস' শব্দের অর্থ শক্তি বা বল, এই গণের উদ্ভিদের পুষ্টিকর গুণের সঙ্গে তুলনা করে এই নামকরণ।

বহুবর্ষজীবী বা বর্ষজীবী খাড়া বা ভূশায়ী বীরুৎ, পাতা সাধারণতঃ সমপক্ষল, শক্ত, পত্রক এবং পাতা সদৃশ উপপত্র স্পষ্ট শিরাযুক্ত ও গভীরভাবে খণ্ডিত, পাতার অক্ষের শীর্ষ কাঁটাময় বা আকর্ষে রূপান্তরিত, কোন কোন ক্ষেত্রে চাষকৃত আকারে শীর্ষে পত্রক থাকে, পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক, ফুল একটি, মঞ্জরীপত্র ছোট, বৃতি তির্যক নলে যুক্ত, বৃত্যাংশ ৫টি, বল্লমাকার, প্রায় অসমান, পাপড়ি ৫টি, বহিনির্গত, ধ্বজা পাপড়ি চওড়া, চওড়া ক্লয়ে সরু হয়ে যুক্ত, পক্ষ ও কিল পাপড়ির চেয়ে লম্বা, পক্ষ পাপড়ি তির্যকভাবে বিডিম্বাকার, মুক্ত, কিল পাপড়ি ভেতরের দিকে বাঁকানো, পুংকেশর ১০টি, ধ্বজা পাপড়ির পুংকেশর ১টি, মুক্ত, অন্যরা যুক্ত, পরাগধানী একই প্রকার, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন, ২—অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, ভেতরের দিকে বাঁকানো, শ্মশ্রুহীন, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, ক্যাপিটেট, ফল শুঁটি, আয়তাকার, বৃন্তহীন, স্ফীত, স্থায়ী গর্ভদণ্ডে সরু হয়ে যুক্ত, বীজ প্রায় গোলকাকার বা অনিয়মিতভাবে বিডিম্বাকার, হিলাম ছোট।

মোট প্রজাতি প্রায় ৩৮টি; বিস্তার মরোক্কো থেকে এশিয়া, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৩ ও ১টি প্রজাতি চাষ হয় বা জন্মায়, পশ্চিমবাংলায় প্রজাতিটির বাংলা নাম ছোলা।

ক্লায়ান্থাস (Clianthus) ঃ সুইডেনের উদ্ভিদবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল সোলাণ্ডার ও ব্রিটিশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী জন লিণ্ডলে যুক্তভাবে গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'ক্লিয়োস' ও 'অ্যান্থোস' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে সুন্দর ও ফুল, গণের প্রজাতিদের সুন্দর-ফুলের সঙ্গে তুলনা কোরে এই নামকরণ।

প্রায় ভূশায়ী গুল্ম, পাতা অচূড় পক্ষল, পত্রক অনেক, অখণ্ড, পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক, ঝুলন্ত রেসিম, ফুল প্রজাপতির মত, বিরাট, লাল, তীক্ষ্ণভাবে দীর্ঘাগ্র, বাঁকানো, চঞ্চু সদৃশ কিল পাপড়ি পক্ষ ও ধ্বজা পাপড়ির চেয়ে লম্বাটে, পুংকেশর দ্বিগুচ্ছে ১০টি, একটি গুচ্ছে ৯টি, ১টি স্বতন্ত্র, ফল শুঁটি, অনেক বীজযুক্ত, বেলনাকার ও স্ফীত।

মোট প্রায় ২-৩টি প্রজাতি; বিস্তার অস্ট্রেলিয়া থেকে নিউজিল্যাণ্ড, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় সৌন্দর্যবর্ধক উদ্ভিদ হিসেবে যথাক্রমে ৩ ও ১টি প্রজাতি প্রবর্তিত হয়েছে। পশ্চিমবাংলার প্রজাতিটির বাংলা নামকরণ করা হয়েছে দ্যুতি বা বাহারী মটর।

ক্লিটোরিয়া (Clitoria) ঃ কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

ফুলের অঙ্গসংস্থানের সঙ্গে তুলনা করে ল্যাটিন 'ক্লিটোরিস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

বল্লী বা খাড়া বীরুৎ বা গুল্ম, পাতা পক্ষলভাবে ৩-৭টি ফলকযুক্ত, উপপত্র স্থায়ী, রেখাঙ্কিত, উপপত্রিকা ছোট, তুরপুণবৎ, কোন কোন সময় থাকে না, ফুল খুব আকর্ষণীয়, নীল, সাদা, লাল বা বেগুনি, কক্ষে একক বা জোড়ায় হয়, বা কাক্ষিক রেসিমের অক্ষে জোড়ায় হয়, মঞ্জরীপত্র উপপত্রের সদৃশ, স্থায়ী, জোড়ায় হয়, নিচের দুটি স্বতন্ত্র, ওপরের দুটি যুক্ত, উপমঞ্জরীপত্র সাধারণতঃ বড়, রেখাঙ্কিত, স্থায়ী, বৃতি নলে যুক্ত, বৃত্যাংশ ৫টি, সর্বনিম্নেরটি সরু, ওপরের দুটি একটি ওষ্ঠে প্রায়যুক্ত, পাপড়ি ৫টি, অধিক বহির্নির্গত, ধ্বজা পাপড়ি বড়, খাড়া, খাতাগ্র, গোড়ায় সরু, উপাঙ্গহীন, পক্ষপাপড়ি কাস্তেকার-আয়তাকার, বিস্তৃত, কিল পাপড়ির মধ্যভাগে লগ্ন, কিল পাপড়ি পক্ষপাপড়ির চেয়ে ছোট, ভেতরের দিকে বাঁকানো, সূক্ষ্মাগ্র, পুংকেশর ১০টি, ধ্বজা পাপড়ির পুংকেশর স্বতন্ত্র, বা অন্যদের সঙ্গে কমবেশী যুক্ত, পরাগধানী একইরূপ, ডিম্বাশয় বৃন্তযুক্ত, অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড লম্বা, ভেতরের দিকে বাঁকানো, শীর্ষের দিকে স্ফীত, লম্বালম্বিভাবে শ্মশ্রুযুক্ত, ফল শুঁটি, সরু, চাপা, ওপরের বা উভয় সন্ধিস্থল বরাবর কিছু মাত্রায় পুরু, বীজ প্রায় গোলাকাকার বা চাপা।

মোট প্রায় ৩০টি প্রজাতি; ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৩ ও ১টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলার প্রজাতিটির বাংলা নাম অপরাজিতা।

ক্রোটালারিয়া (Crotalaria) ঃ কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'ক্রোটালন' শব্দের অর্থ একটি ঝুমঝুমি খেলনা, এ গণের প্রজাতিদের বীজ সমেত শুঁটির ঝনঝন শব্দের সঙ্গে তুলনা করে এই নামকরণ।

বীরুৎ ও গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ, পাতা সরল বা আঙ্গুলাকারভাবে যৌগিক, প্রায়শই ৩টি ফলকযুক্ত, কদাচিৎ ১ বা ৫-৭টি ফলকযুক্ত, উপপত্র পাতা বৃন্ত থেকে স্বতন্ত্র বা মুক্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে পর্বলগ্ন, কোন কোন ক্ষেত্রে ছোট বা থাকে না, পুষ্পবিন্যাস শীর্ষক বা পাতার বিপরীতে রেসিম, কদাচিৎ ফুল এককভাবে হয়, মঞ্জরীপত্র ছোট বা থাকে না, উপমঞ্জরীপত্র পুষ্পবৃন্তে বা কোন কোন ক্ষেত্রে বৃতির গোড়ায় থাকে, ছোট, কদাচিৎ থাকে না, বৃতি ছোট নলে যুক্ত, বৃত্যাংশ ৫টি, সরু সূত্রাকার বা বল্লমাকার, প্রায় অসমানভাবে স্বতন্ত্র, বা কদাচিৎ ওপরের ২টি বা নিচের ৩টি বা উভয়েই ওপর ও নিচের ওষ্ঠ হিসেবে কমবেশী, যুক্ত, মাঝেমাঝে ওপরের ৪টি পার্শ্বীয় জোড়ায় যুক্ত, পাপড়ি ৫টি, বৃতির সমান বা বেশী লম্বা, ধ্বজা পাপড়ি সাধারণতঃ বৃত্তাকার, ছোট ক্ল এর ওপরে সাধারণতঃ একটি ক্যালোস যুক্ত, পক্ষ পাপড়ি ছোট, বিডিম্বাকার—আয়তাকার, কিল পাপড়ি চওড়া, পক্ষ পাপড়ির সমান, কিল পাপড়ি যুক্ত, ভেতরের দিকে বাঁকানো, বিশেষভাবে চঞ্চুযুক্ত, পুংকেশর ১০টি, একটি শিথে যুক্ত, শিথ ওপরের দিকে কাটা, পরাগধানী একান্তরভাবে ছোট, সর্বমুখী

এবং লম্বা পাদলগ্ন, ডিম্বাশয় বৃন্তযুক্ত বা কদাচিৎ বৃন্তযুক্ত, ২ থেকে অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড ভেতরের দিকে অনেক বাঁকানো, প্রায়শই হঠাৎ বাঁকানো, ওপরের দিকে লম্বালম্বিভাবে কমবেশী শ্মশ্রুযুক্ত, গর্ভমুণ্ড হঠাৎ নোয়ানো, ছোট, ফল শুঁটি, গোলকাকার বা আয়তাকার, বেশ স্ফীত বা ফোলানো, বীজ ছোট।

মোট প্রায় ৫৫০টি প্রজাতি; পৃথিবীর ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয়, বিশেষ করে ক্রান্তীয় আফ্রিকায় বিস্তৃত, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৯৬ ও ২২টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার উপকারী ও ভেষজ প্রজাতিদের বাংলা নাম হচ্ছে বনমেথি, চাকুরিয়া, শণ, ঝুনঝুনিয়া, ভিল ঝুনঝুন, অতশি।

সায়ামপ্‌সিস্ (Cyamopsis) ঃ সুইজারল্যাণ্ডের উদ্ভিদবিজ্ঞানী অগাস্টিন পিরেমাস ডি ক্যাণ্ডোলে গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'কিয়ামস' ও 'অপসিস্' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে একটি বিন ও সদৃশতা, বিন উদ্ভিদের সদৃশ বলে এই নামকরণ।

খাড়া বীরুৎ, শাখা রোমশ, রোম পশমময়, পাতা সচূড়পক্ষল, পত্রক ৩-৭টি, অখণ্ড বা দেঁতো, উপপত্র নেই, পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক রেসিম, মঞ্জরীপত্র আশুপাতী, বৃতি তির্যক, সর্বনিম্নের খণ্ডটি সবচেয়ে লম্বা, পাপড়ি ৫টি, বেগুনি, ধ্বজা পাপড়ি রোমহীন, কিল পাপড়ির ধার স্পারযুক্ত, পুংকেশর ১ গুচ্ছে ১০টি, পরাগধানী একইরূপ, এপিকুলেট, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন, ডিম্বক অনেক, গর্ভদণ্ড ভেতরের দিকে বাঁকানো, গর্ভমুণ্ড মুণ্ডাকার, ফল শুঁটি, লম্বালম্বিভাবে শিরাযুক্ত, চঞ্চুযুক্ত, কয়েকটি বীজযুক্ত, বীজের মাঝে মাঝে পর্দা থাকে।

মোট প্রজাতি ২-৩টি; বিস্তার ক্রান্তীয় আফ্রিকা, আরবিয়া, পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি চাষ হয়, প্রজাতিটির স্থানীয় নাম গোয়ার বা গুয়ার বা গোরনি।

ডালবার্জিয়া (Dalbargia) ঃ কার্ল ভন লিনিয়াসের পুত্র কার্ল লিনে গণটির নামকরণ করেন।

সুইডেনের উদ্ভিদবিজ্ঞানী নিকোলাস ডালবার্জ (১৭৩৬-১৮২০) ও তার ভাই কার্ল গুস্তাভ ডালবার্জ (১৭৫৪-১৭৭৫) স্মরণে গণটির নামকরণ, উভয়ই সুরিনাম থেকে লিনিয়াসকে উদ্ভিদ নমুনা পাঠাতেন।

বৃক্ষ বা গুল্ম, প্রায়শই আরোহী হয়, পাতা বিজোড় পক্ষল, একান্তর, পত্রক একান্তর ৫ বা অধিক, কদাচিৎ ৩ বা ১টি, উপপত্র সাধারণতঃ ছোট, আশুপাতী, পুষ্পবিন্যাস সরল বা প্যানিকল কাক্ষিক বা শীর্ষক সাইম, ফুল ছোট, অসংখ্য, মঞ্জরীপত্র ছোট, প্রায় স্থায়ী, উপমঞ্জরীপত্র ২টি, সাধারণতঃ ক্ষুদ্র, প্রায়শই আশুপাতী, বৃতি ঘণ্টাকার নল, বৃত্যাংশ ৫টি, ওপরের দুটি চওড়া, সর্বনিম্নেরটি সবচেয়ে লম্বা, পাপড়ি ৫টি, কিছু পরিমাণ বহির্নির্গত, ধ্বজা পাপড়ি ডিম্বাকার বা বৃত্তাকার, পক্ষ পাপড়ি আয়তাকার, কিল পাপড়ি স্থূলাগ্র, পুংকেশর ২ গুচ্ছে ১০টি, একটি গুচ্ছে ৯টি এবং একটি স্বতন্ত্র, ৯টি শিথে যুক্ত, বা ১০টি

শিথে যুক্ত, শিথের ওপর দিক কাটা, বা পুংকেশর ৫টি করে ২টি গুচ্ছে থাকে বা ৯টি বা ৮টি শিথে যুক্ত, এদের ওপর দিক কাটা, ডিম্বাশয় বৃন্তযুক্ত, সামারা সদৃশ, অবিদারী, চাপা, কদাচিৎ পুরু, লোমেন্টাম, সন্ধিস্থল বরাবর পুরু ও নয় এবং পক্ষ যুক্ত নয়, বীজ ১-৪টি, বৃক্কাকার, চাপা।

মোট প্রজাতি প্রায় ৩০০টি; মূলতঃ ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৩৪ ও ১৪টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলায় উপকারী প্রজাতিদের বাংলা নাম চাপত শিরিষ, শিতশাল বা শতিশাল, শিশু, লাহারা শিরিষ।

ডেরিস (Derris) ঃ পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারক ও প্রকৃতিবিদ, জোয়াওদে লওরিরো গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'ডেরিস' শব্দের অর্থ চর্ম বা চর্মসদৃশ ঢাকনা, গণের প্রজাতিদের শুঁটির প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করে এই নামকরণ।

কাষ্ঠময় আরোহী ও লতানে গুল্ম, কদাচিৎ খাড়া বৃক্ষ; পাতা একান্তর, বিজোড় পক্ষল, উপপত্রযুক্ত, পত্রক ৩ থেকে অনেক, পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক বা শীর্ষক রেসিম বা প্যানিকল, উপমঞ্জরীপত্র ২টি, বৃতি ঘণ্টাকার, মুখ ট্রানকেট, কদাচিৎ খণ্ডিত, পাপড়ি ৫টি, ধ্বজা পাপড়ি বিডিম্বাকার থেকে প্রায় বৃত্তাকার, গোড়ায় কদাচিৎ ক্যালোস, পক্ষ পাপড়ি তির্যকভাবে আয়তাকার, কিল পাপড়ি আয়তাকার, অংশত পেছনে লগ্ন, পুংকেশর ১ গুচ্ছে ১০টি, ধ্বজা পাপড়ির সঙ্গে পুংকেশর গোড়ায় মুক্ত, ওপরের দিকে যুক্ত, স্ট্যামিনাল শিথ পৃষ্ঠের দিকে কাটা, পুংদণ্ড ওপরের দিকে মুক্ত, ডিম্বাশয় সরুভাবে আয়তাকার, ২—বেশী ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, ভেতরের দিকে বাঁকানো, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, ফল শুঁটি, সরু থেকে আয়তাকার, ডিম্বাকার থেকে তির্যকভাবে বৃত্তাকার, অধিকাংশই অবিদারী, চেপ্টা, কদাচিৎ স্ফীত, নিচের সন্ধিস্থলে স্পষ্টতঃ পক্ষযুক্ত বা ওপরের সন্ধিস্থলে কম স্পষ্টতঃ পক্ষযুক্ত, ১ থেকে অনেক বীজ যুক্ত, বীজ বৃক্কাকার থেকে আয়তাকার-বৃক্কাকার, চাপা।

মোট ১২০টি প্রজাতি; প্রধানতঃ ক্রান্তীয় এশিয়া, অল্প কয়েকটি আমেরিকা ও আফ্রিকায় বিস্তৃত, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ২৩ ও ৭টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলার প্রজাতিদের কয়েকটির বাংলা নাম নোয়ালতা, পানলতা, বৈয়ারি।

ডেসমোডিয়াম (Desmodium) ঃ ফরাসী উদ্ভিদ বিজ্ঞানী নিকায়সে অগাস্টে ডেস্‌ভক্স গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'ডেসমস' শব্দের অর্থ বন্ধন, গ্রন্থি বা গাঁট যুক্ত শুঁটির বা পুংকেশরের গুচ্ছে যুক্ত থাকার সঙ্গে তুলনা করে এই নামকরণ।

বীরুৎ বা গুল্ম, কদাচিৎ ছোট বৃক্ষ, পাতা সরল বা পক্ষলভাবে ৩টি ফলকযুক্ত, উপপত্র শুষ্ক, সাধারণতঃ রেখাঙ্কিত, মুক্ত বা বৃন্তের বিপরীতে যুক্ত, উপপত্রিকা তূরপুণবৎ, প্রায়শই লম্বা হয়, পুষ্পবিন্যাস সরল বা প্যানিকল, শীর্ষক বা কদাচিৎ প্রায় কাক্ষিক রেসিম, কখনও কখনও ছোটবৃন্ত যুক্ত কাক্ষিক ছত্রাকার বা গুচ্ছবদ্ধ, কখনও সখনও ফুল

জোড়ায় বা এককভাবেও হয়, একক পুষ্পবৃন্তে ১টি কোরে জোড়া পুষ্পবৃন্তে ৩টি কোরে মঞ্জরীপত্র থাকে, মঞ্জরীপত্র রেখাঙ্কিত বা তুরপুণপৎ, স্থায়ী, বা ঝিল্লিবৎ ও আশুপাতী, উপমঞ্জরীপত্র বড়, স্থায়ী বা ক্ষুদ্র বা অস্পষ্ট, বৃতি ঘণ্টাকার বা টার্বিনেট নলাকার, বৃত্যাংশ ৫টি, বৃতি নলের চেয়ে ছোট বা বড়, ওপরের দুটি একটি ওষ্ঠে প্রায় যুক্ত, নিচের ৩টি সূক্ষ্মাগ্র, দীর্ঘাগ্র বা তুরপুণবৎ, পাপড়ি ৫টি, বেরিয়ে থাকে, ধ্বজা পাপড়ি বিডিম্বাকার, আয়তাকার, বা বৃত্তাকার, ছোট ক্লযুক্ত, গোড়া সরু, কদাচিৎ হৃৎপিণ্ডাকার, পক্ষ পাপড়ি তীর্যকভাবে আয়তাকার, স্থূলাগ্র কিল পাপড়িতে কমবেশী লগ্ন, পুংকেশর ১০টি, ৯টি একগুচ্ছে, ১টি মুক্ত বা ১০টি একগুচ্ছে থাকে, পরাগধানী একই প্রকার, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন বা বৃন্তযুক্ত, ২ থেকে অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড ভেতরের দিকে বাঁকানো, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, ক্যাপিটেট, ফল বৃন্তহীন বা বৃন্তযুক্ত, সাধারণতঃ স্পষ্টতঃ গ্রন্থিযুক্ত, গ্রন্থিগুলো খুলে যায়, ১টি বীজ যুক্ত ও অবিদারী, অনেক ক্ষেত্রে কদাচিৎ পৃথক হয় ও একটি সন্ধিস্থল থেকে বিদারী হয়, কদাচিৎ অস্পষ্টভাবে গ্রন্থিযুক্ত ও ফলিকল সদৃশ, বীজ চাপা, বৃত্তাকার বা বৃক্কাকার।

মোট প্রায় ৩৫০টি প্রজাতি; ইউরোপ ও নিউজিল্যাণ্ড ছাড়া পৃথিবীর ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বিস্তৃত, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৫২ ও ২১টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলার উপকারী প্রজাতিদের বাংলা নাম হচ্ছে শালপানি, লটকানি, গোরাচাঁদ, কোদালিয়া।

ডলিকোস (Dolichos) ঃ কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'ডলিকোস' শব্দের অর্থ লম্বা, এ গণের প্রজাতিদের লম্বা পেঁচানো কাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে এই নামকরণ।

পাকানো, ভূশায়ী বা প্রায় খাড়া বীরুৎ বা উপগুল্ম, পাতা পক্ষলভাবে ৩টি ফলকযুক্ত, ফলক গ্রন্থিহীন, উপপত্র ছোট, প্রায় স্থায়ী, উপপত্রিকা তুরপুণবৎ, পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিকবৃন্তে গুচ্ছবদ্ধভাবে রেসিম, ফুল অনেক ক্ষেত্রে এককভাবে বা গুচ্ছবদ্ধভাবে কক্ষে হয়, পুষ্পবিন্যাস বৃন্তের পর্ব স্ফীত নয়, মঞ্জরী ও উপমঞ্জরীপত্র ক্ষুদ্র, বৃতি ঘণ্টাকার নল, বৃত্যাংশ ৫টি, ছোট, স্থূলাগ্র, ওপরের দুটি যুক্ত, পাপড়ি ৫টি, বেরিয়ে থাকে, সাধারণতঃ অসমান, ধ্বজা পাপড়ি বৃত্তাকার, গোড়া সকর্ণ, পক্ষ পাপড়ি কাস্তে আকার, বিডিম্বাকার, কিল পাপড়িতে লগ্ন, কিল পাপড়ি ভেতরের বেশী বাঁকানো, প্রায়শই চঞ্চুযুক্ত, চঞ্চু সোজা, পুংকেশর দুটি গুচ্ছ ১০টি, ধ্বজা পাপড়ির সঙ্গের পুংকেশর মুক্ত, গোড়া পুরু বা উপাঙ্গযুক্ত, অন্য ৯টি পুংকেশর শিথে যুক্ত, পরাগধানী একই প্রকার, ডিম্বাশয় প্রায় বৃন্তহীন, অনেক ডিম্বক যুক্ত, গর্ভদণ্ড ওপরের দিকে পুরু, ফল চেপ্টা, সরু বা আয়তাকার বাঁকানো শুঁটি, বীজ পুরু বা প্রায় চেপ্টা।

মোট প্রজাতি প্রায় ২৫টি; বিস্তার ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে, ভারত ও পশ্চিমবাংলার ৩ ও ১টি প্রজাতি জন্মায়।

ডুমাসিয়া (Dumasia) ঃ সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী অ্যালফোনসে ডি

ক্যাণ্ডোলে গণটির নামকরণ করেন।

প্যারিস শহরের ভেষজ রসায়ন ও রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপক, 'অ্যানাল্‌স ডেস ন্যাচারেলেস' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক, ফরাসী বিজ্ঞানী জিন ব্যাপটিস্ট ডুমাস (১৮০০-১৮৮৪) স্মরণে গণটির নামকরণ।

বল্লী বীরুৎ, পাতা পক্ষলভাবে ৩টি ফলকযুক্ত, ফলক গ্রন্থীহীন, উপপত্র সেটা সদৃশ বা রেখাঙ্কিত, উপপত্রিকা তুরপুণবৎ, কাক্ষিক রেসিমের অক্ষে এককভাবে বা জোড়ায় ফুল হয়, মঞ্জরীপত্র সরু, উপমঞ্জরীপত্র ক্ষুদ্র, বৃতি নলাকার, বৃত্যাংশ ৫টি, গোড়ার পেছনে থলি যুক্ত, তির্যকভাবে ট্রানকেট, পাপড়ি ৫টি, বেরিয়ে থাকে, প্রায় অসমান, ধ্বজা পপড়ি খাড়া, বিডিম্বাকার, অল্প বাঁকানো, গোড়া কর্ণ সদৃশ, পক্ষ পাপড়ি কাস্তে আকার, বিডিম্বাকার, কিল পাপড়িতে লগ্ন, কিল পাপড়ি স্থূলাগ্র, অল্প বাঁকানো, পুংকেশর ২টি গুচ্ছে ১০টি, ধ্বজা পাপড়ি লগ্ন পুংকেশর মুক্ত, বাকীরা একটি শিথে যুক্ত, পরাগধানী একই প্রকার, ডিম্বাশয় প্রায় বৃন্তহীন, অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড খাড়া ও নিচের দিকে সূত্রাকার, মধ্যভাগের ওপরে স্ফীত, শীর্ষ তুরপুণবৎ ও শ্মশ্রুহীন, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক ও মুণ্ডাকার, ফল শুঁটি, সরু, কাস্তে আকার, চাপা, বীজের বিপরীতে টরুলোজ, বীজ প্রায় গোলকাকার।

মোট ৬-১০টি প্রজাতি; পুরানো পৃথিবীর ক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ২ ও ১টি প্রজাতি জন্মায়।

ডানবেরিয়া (Dunbaria) ঃ ইংরেজ চিকিৎসক ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী রবার্ট হোয়াইট ও স্কটল্যাণ্ডের উদ্ভিদবিজ্ঞানী জর্জ ওয়াকার আর্নট যুক্তভাবে গণটির নামকরণ করেন।

এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ ডানবার স্মরণে গণটির নামকরণ।

ভূশায়ী বা বল্লী কাষ্ঠময় বীরুৎ; পাতা পক্ষলভাবে ৩টি ফলকযুক্ত, উপপত্রের নিচে স্পষ্ট গ্রন্থী থাকে, উপপত্র সেটাসদৃশ বা বল্লমাকার, উপপত্রিকা ক্ষুদ্র বা অনুপস্থিত, কাক্ষিক রেসিমের বৃন্ত বরাবর ফুল এককভাবে বা জোড়ায় হয়, পর্ব স্ফীত নয়, কদাচিৎ কক্ষে এককভাবে বা জোড়ায় হয়, মঞ্জরীপত্র সাধারণতঃ ঝিল্লিবৎ, আশুপাতী, উপমঞ্জরীপত্র থাকে না, বৃতি নলে যুক্ত, বৃত্যাংশ ৫টি, বল্লমাকার দীর্ঘাগ্র, সর্বনিম্নেরটি সবচেয়ে বড়, ওপরের ছটি অখণ্ড বা ২টি ওষ্ঠে যুক্ত, পাপড়ি ৫টি, বেরিয়ে থাকে, ধ্বজা পাপড়ি বৃত্তাকার, গোড়া ২টি কর্ণ সদৃশ উপাঙ্গ যুক্ত, পক্ষ পাপড়ি তির্যকভাবে বিডিম্বাকার বা আয়তাকার, কিল পাপড়ি ভেতরের দিকে বাঁকানো, স্থূলাগ্র, পক্ষের চেয়ে ছোট, পুংকেশর ২টি গুচ্ছে ১০টি, ধ্বজা পাপড়ি লগ্ন পুংকেশরটি স্বতন্ত্র, অন্য ৯টি শিথে যুক্ত, পরাগধানী একই প্রকার, ডিম্বাশয় বৃন্তযুক্ত বা বৃন্তহীন, অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড মধ্যভাগে বাঁকানো, সূত্রাকার বা অল্প স্ফীত, শ্মশ্রুহীন, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, মুণ্ডাকার, ফল শুঁটি, সরু সূত্রাকার, চেপ্টা, বীজের মাঝে মাঝে চাপা নয়, বীজ প্রায় বৃত্তাকার।

মোট প্রায় ২৫টি প্রজাতি; পৃথিবীর ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৬ ও ২টি প্রজাতি জন্মায়।

ডিসোলোবিয়াম (Dysolobium) ঃ ব্রিটিশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী স্যার ডেভিড প্রেণ (১৮৫৭-১৯৪৪) গণটির নামকরণ করেন, তিনি অ্যাবার্ডিন ও এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৮৩ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক হন, ১৮৮৪-১৮৮৭ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসে যুক্ত ছিলেন, ও ১৮৮৭ সাল থেকে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত কলকাতার রয়েল বটানিক গার্ডেনের (এখনকার নাম ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান) কিউরেটর ছিলেন, ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত এই গার্ডেনের সুপারিনটেনডেন্টও ছিলেন, ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, ১৯০৫ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত তিনি লণ্ডনের কিউ রয়াল বটানিক গার্ডেনের ডাইরেক্টর ছিলেন, তিনি ১৯১২ সালে স্যার উপাধি প্রাপ্ত হন, স্যার ডেভিড প্রেণের ১৯০৩ সালে 'বেঙ্গল প্ল্যান্টস্' নামক পুস্তকটি ২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়, এটি ১৯৬৩ সালে বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হয়, তাঁর লেখা, 'দি ভেজিটেসন অফ দি ডিস্ট্রিক্টস্ অফ হুগলি হাওড়া অ্যাণ্ড দি ২৪-পরগণা' 'রেকর্ড বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া' নামক জার্নালের তৃতীয় খণ্ডে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে বিরাট, সাধারণতঃ কাষ্ঠময় বল্লী উদ্ভিদ, পাতা পক্ষলভাবে তিনটি ফলকযুক্ত, ফলকের নিচের পৃষ্ঠে কোন গ্রন্থি থাকে না, উপপত্র বল্লমাকার, পাদলগ্ন, কোন কোন সময় আশুপাতী, উপপত্রিকা তুরপুণবৎ, স্থায়ী, পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক রেসিম, মঞ্জরী ও উপমঞ্জরীপত্র আশুপাতী, অস্পষ্ট, বৃতি ঘণ্টাকার বল, বৃত্যাংশ ৫টি, সর্বনিম্নেরটি বল্লমাকার, সকলের বড় কিন্তু বৃতি নলের থেকে ছোট, ওপরের দুটি যুক্ত, অখণ্ড বা এমার্জিনেট, পাপড়ি ৫টি, বহিঃনির্গত, ধ্বজা পাপড়ি বৃত্তাকার, গোড়া প্রায় কর্ণ সদৃশ, পক্ষ পাপড়ি আয়তাকার মধ্যভাগ থেকে চঞ্চু পর্যন্ত লগ্ন, কিল পাপড়ি বাঁকানো, পুংকেশর ১০টি, ধ্বজা পাপড়ির সঙ্গে পুংকেশরটি স্বতন্ত্র, বাকিরা একটি শিথে যুক্ত, পরাগধানী একই প্রকার, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন, অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, শ্মশ্রুযুক্ত, ফল কাষ্ঠময় প্রায় বেলনাকার শুঁটি, বাহির দিক রোমশ, বীজ প্রায় গোলকাকার, ভেলভেট সদৃশ রোমশ।

মোট ৪টি প্রজাতি; এশিয়ার কয়েকটি দেশে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৪ ও ২টি প্রজাতি জন্মায়।

ইরিয়োসেমা (Eriosema) ঃ অগাস্টিন পিরেমাস ডি ক্যাণ্ডোলে এবং স্কটল্যাণ্ডের উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ডেভিড ডনের ভাই জর্জ ডন (১৭৯৮-১৮৫৬) যুক্তভাবে গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'এরিয়ল' ও 'সেমা' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে পশম ও ধ্বজা পাপড়ি, এই গণের প্রজাতিদের ফুলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই নামকরণ।

অধিকাংশই প্রায় খাড়া গুল্ম বা বীরুৎ, পাতা পক্ষলভাবে তিনটি ফলকযুক্ত, অস্পষ্টভাবে নিচের পৃষ্ঠ গ্রন্থিযুক্ত, উপপত্র মুক্ত বা বৃন্তের বিপরীতে যুক্ত, বল্লমাকার, পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক রেসিম, কোন কোন সময় একক্ভাবে অক্ষে ও কক্ষে হয়, বৃতি

ঘণ্টাকার নল, বৃত্যাংশ ৫টি, নলের সমান বা প্রায় সমান, অথবা ওপরের দুটি বরং ছোট এবং প্রায় যুক্ত, পাপড়ি ৫টি, বহির্নির্গত, ধ্বজা পাপড়ি বিডিম্বাকার বা আয়তাকার, গোড়া কর্ণ সদৃশ, পক্ষ পাপড়ি সরু, ভিতরের দিকে বাঁকানো কিলপাপড়ির সমান এবং ধ্বজা পাপড়ির চেয়ে ছোট, পুংকেশর ১০টি, ধ্বজা পাপড়ি লগ্ন পুংকেশরটি মুক্ত, অন্যরা যুক্ত, পরাগধানী একইপ্রকার, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন, ২টি ডিম্বক যুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, শ্মশ্রুহীন, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, ক্যাপিটেট, ফল আয়তাকার, কিছু পরিমাণে চাপা শুঁটি, ১-২টি বীজ যুক্ত, বীজ চাপা, তির্যকভাবে থাকে।

মোট ১৪০টি প্রজাতি; ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি জন্মায়, প্রজাতিটির কন্দমূল খায়।

এরিথ্রিনা (Erythrina) ঃ কার্ল ভন লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'এরিথ্রোস' শব্দটির অর্থ লাল, অধিকাংশ প্রজাতিটির ফুলের রঙের সঙ্গে তুলনা করে এই নামকরণ।

বৃক্ষ, কদাচিৎ উপগুল্ম, শাখা কাঁটাময়, পাতা পক্ষলভাবে ৩টি ফলকযুক্ত, পাতার বৃন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে কাঁটাযুক্ত, উপপত্র ছোট, উপপত্রিকা গ্রন্থিসদৃশ, পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক বা শীর্ষক রেসিম, ফুল সাধারণতঃ গুচ্ছবদ্ধ, টকটকে লাল, আকর্ষণীয়, পাতা গজানোর আগে হয়, মঞ্জরীপত্র ছোট, উপমঞ্জরী ছোট বা থাকে না, বৃতির মুখ তির্যক, গোড়া পর্যন্ত খণ্ডিত বা ঘণ্টাকার, ওষ্ঠাধরাকৃতি, পাপড়ি ৫টি, অসমান, ধ্বজা পাপড়ি লম্বা বা চওড়া, খাড়া বা বিস্তৃত, বৃন্তহীন বা লম্বা থাবাযুক্ত, গোড়া কর্ণসদৃশ নয়, পক্ষ ও কিল পাপড়ি ছোট, কিল পাপড়ি অংশতঃ যুক্ত বা মুক্ত, পুংকেশর ১০টি, ধ্বজা পাপড়ির সঙ্গের পুংকেশরটি স্বতন্ত্র বা অন্যদের সঙ্গে গোড়ায় যুক্ত, অন্যরা মধ্যভাগ পর্যন্ত যুক্ত, পরাগধানী একইপ্রকার, ডিম্বাশয় বৃন্তযুক্ত, অনেক ডিম্বক যুক্ত, গর্ভদণ্ড ভেতরের দিকে বাঁকানো, শীর্ষ তুরপুণবৎ, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক মুণ্ডাকার, ফল শুঁটি, বৃন্তযুক্ত, সরু কাস্তেকার, উভয়প্রান্ত সরু, বীজের মাঝে মাঝে কুঞ্চিত, নিচের সন্ধিস্থল বরাবর বিদারিত হয়, বা শীর্ষ থেকে বিদারিত হয়, বীজ ডিম্বাকার।

মোট ১০৮ প্রজাতি; ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ১০ ও ৬টি প্রজাতি জন্মায় বা বসানো হয়, পশ্চিমবাংলার উপকারী প্রজাতিদের বাংলা নাম পলতে মাদার, ময়দল ইত্যাদি।

ফ্লেমিঞ্জিয়া (Flemingia) ঃ স্কটল্যাণ্ডের উদ্ভিদবিজ্ঞানী উইলিয়াম রক্সবার্গ এবং ইংল্যাণ্ডের উদ্ভিদ বিজ্ঞানী উইলিয়াম অইটন (১৭৩১-১৭৯৩) ও তার ছেলে উইলিয়াম টাউনসেণ্ড আইটন (১৭৬৬-১৮৪৯) যুক্তভাবে গণটির নামকরণ করেন।

বেঙ্গল মেডিক্যাল বোর্ডের সভাপতি ও চিকিৎসক জেনারেল এম. ডি. ও এফ. আর.এস. জন ফ্লেমিং (১৭৪৭-১৮২৯) স্মরণে গণটির নামকরণ।

খাড়া বা ভূশায়ী উপগুল্ম বা গুল্ম, কদাচিৎ বীরুৎও হয়, পাতা সরল বা

আঙ্গুলাকার ভাবে ৩টি ফলকযুক্ত, নিচের পৃষ্ঠে গ্রন্থিবিন্দু থাকে, উপপত্র রেখাঙ্কিত, প্রায়শই আশুপাতী, পুষ্পবিন্যাস স্পাইক সদৃশ বা প্রায় মুণ্ডাকারভাবে রেসিমোস বা প্যানিকল, মঞ্জরীপত্র বড়, পাতা সদৃশ বা সরু রেখাঙ্কিত, স্থায়ী বা আশুপাতী, বৃতি নল ছোট, বৃত্যাংশ গোড়ায় যুক্ত, ৫টি, বল্লমাকার, অসমান বা সর্বনিম্নেরটি সবচেয়ে বড়, পাপড়ি ৫টি, অল্পভাবে বহির্নির্গত, ধ্বজা পাপড়ি বিডিম্বাকার বা বৃত্তাকার, গোড়ায় ২টি কর্ণসদৃশ উপাঙ্গ থাকে, পক্ষ পাপড়ি তির্যকভাবে বিডিম্বাকার বা আয়তাকার, কিল পাপড়িতে লগ্ন, কিল পাপড়ি সোজা বা ভেতরের দিকে বাঁকানো, সূক্ষ্মাগ্র বা স্থূলাগ্র, পুংকেশর ১০টি, ধ্বজা পাপড়ি লগ্ন পুংকেশরটি স্বতন্ত্র, অন্যরা যুক্ত, পরাগধানী একই প্রকার, ডিম্বাশয় প্রায় বৃন্তহীন, ছোট, ২টি ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার বা অল্পভাবে ওপরের দিকে মোটা, শ্মশ্রুহীন, গর্ভমুণ্ড, মুণ্ডাকার, ফল শুঁটি, ছোট, আয়তাকার, স্ফীত, সাধারণতঃ ২টি বীজযুক্ত, বীজ পুরু।

মোট প্রায় ৩০টি প্রজাতি; বিস্তার এশিয়া মহাদেশে, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ১৭ ও ৯টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলার উপকারী প্রজাতিদের স্থানীয় নাম হচ্ছে বড় শলপণ ইত্যাদি।

গ্লিরিসিডিয়া (Gliricidia) ঃ জার্মানীর ফ্রিডরিখ অলেকজাণ্ডার ভন হামবোল্ড, ফ্রান্সের এমে-জাকুইস আলেকজাণ্ডার বনপ্ল্যাণ্ড এবং জার্মানীর কার্ল সিসিগমুণ্ড কুন্থ এই তিনজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী একত্রে গণটির নামকরণ করেন, এরা এইচ. বি. কে. নামে অভিহিত।

ল্যাটিন 'গ্লিস' ও 'সেডো' শব্দদ্বয়ের অর্থ ইঁদুর ও হত্যা করা, নামটি কলম্বিয়া দেশের নাম মাতার‍্যাটন থেকে নেওয়া হয়েছে, গণটির প্রজাতিটির বীজ ও ছাল ইঁদুর মারতে ব্যবহৃত হয়, পশ্চিমবাংলায় প্রবর্তিত প্রজাতিটির বাংলা নাম সারঙ্গা।

বৃক্ষ ও গুল্ম, পাতা বিজোড় পক্ষল, পত্রক অখণ্ড, পুষ্পবিন্যাস রেসিমোস বা গুচ্ছবদ্ধ, ফুল গোপাপী, বৃতি ঘণ্টাকার, অখণ্ড বা অস্পষ্টভাবে দেঁতো, পাপড়ি ৫টি, ধ্বজা পাপড়ি বড়, বাঁকানো, পক্ষ পাপড়ি কাস্তেকার আয়তাকার, কিল পাপড়ি ভেতরের দিকে বাঁকানো, স্থূলাগ্র, পুংকেশর ১০টি, ১টি স্বতন্ত্র, বাকিরা যুক্ত, ডিম্বাশয় বৃন্তযুক্ত, অনেক ডিম্বকযুক্ত, ফল শুঁটি, চেপ্টা, পক্ষহীন, ২টি কপাটিকা যুক্ত, বিদারী।

মোট প্রায় ১০টি প্রজাতি; উষ্ণমণ্ডলীয় আমেরিকায় বিস্তৃত, ১টি প্রজাতি ভারত ও পশ্চিমবাংলায় প্রবর্তিত হয়েছে, পশ্চিমবাংলায় প্রজাতিটির বাংলা নাম সারঙ্গা।

গ্লাইসিন (Glycine) ঃ জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী কার্ল লুডউইগ ভন উইল্ডেনভ গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'গ্লাইকিস' শব্দের অর্থ মিষ্টি, এই গণের কয়েকটি প্রজাতির মূল ও পাতা মিষ্ট বলে এই নামকরণ।

প্রায় খাড়া বা বল্লী বীরুৎ, পাতা পক্ষলভাবে ৩-৭টি ফলকযুক্ত, উপপত্র ছোট, উপপত্রিকা তুরপুণবৎ, পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক রেসিম, ফুল অক্ষে এককভাবে বা গুচ্ছবদ্ধভাবেও

হয়, মঞ্জরীপত্র ছোট, সেটাসদৃশ, উপমঞ্জরীপত্র ক্ষুদ্র, বৃতি ঘণ্টাকার নল, বৃত্যাংশ ৫টি, সমানভাবে স্পষ্ট বা ওপরের দুটি গোড়ায় বা মধ্যভাগ পর্যন্ত যুক্ত, পাপড়ি ৫টি, বহির্নির্গত, ধ্বজা পাপড়ি প্রায় বৃত্তাকার, গোড়া কদাচিৎ কর্ণ সদৃশ, পক্ষ পাপড়ি সরু, কিল পাপড়িতে অল্পভাবে লগ্ন, কিল পাপড়ি স্থূলাগ্র, পক্ষ পাপড়ির চেয়ে ছোট, পুংকেশর ১০টি, সকলে যুক্ত বা ধ্বজা পাপড়ির সঙ্গের পুংকেশর অংশতঃ বা সম্পূর্ণ মুক্ত বা স্বতন্ত্র, পরাগধানী একইপ্রকার, ডিম্বাশয় প্রায় বৃন্তহীন, অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড ছোট, ভেতরের দিকে বাঁকানো, শ্মশ্রুহীন, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, মুণ্ডাকার, ফল শুঁটি, চাপা বা প্রায় বেলনাকার, সরু বা কাস্তে আকার, বীজের মাঝে মাঝে নরম অংশ থাকে।

মোট প্রায় ১০টি প্রজাতি; পুরানো পৃথিবীর ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি চাষের জন্য প্রবর্তিত হয়েছে, প্রজাতিটির বাংলা নাম সয়াবিন বা গারিকলাই।

গ্লাইসিরাইজা (Glycyrrhiza) ঃ কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'গ্লাইকিস' ও 'রাইজা' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে মিষ্টি ও মূল, এই গণের একটি প্রজাতি যষ্ঠিমধুর মূল মিষ্টি, এর সঙ্গে তুলনাকরে এই নামকরণ।

বহুবর্ষজীবী বীরুৎ বা প্রায় গুল্ম, গ্রন্থিযুক্ত রোমশ, পাতা বিজোড় পক্ষল, পত্রক অসংখ্য, কদাচিৎ ৩-৫টি, অখণ্ড, বা গ্রন্থিযুক্ত দেঁতো, পুষ্পবিন্যাস রেসিম বা স্পাইক, পুষ্পবিন্যাস বৃন্তযুক্ত বা বৃন্তহীন, পাপড়ি ৫টি, সাদা, হলদে, নীল বা বেগুনি, পুংকেশর ১০টি, ১টি স্বতন্ত্র, বাকিরা যুক্ত, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন, অনেক ডিম্বকযুক্ত, ফল শুঁটি, স্ফীত, কপাটিকা চর্মবৎ, প্রায়শই কাঁটা থাকে।

মোট প্রায় ১২টি প্রজাতি; বিস্তার ভূমধ্যসাগর অঞ্চল, এশিয়া, পশ্চিম উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায়; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি চাষের জন্য প্রবর্তিত হয়েছে, প্রজাতিটির বাংলা নাম যষ্টিমধু, একে বাণিজ্যের 'লিকোরাইস' বলে।

ইণ্ডিগোফেরা (Indigofera) ঃ কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

ল্যাটিন 'ইণ্ডিগো' 'ফেরো' শব্দদ্বয়ের অর্থ ভারতের নীল রঞ্জক পদার্থ ও ধারণ করা, এর থেকেই গণটির নামকরণ।

বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী বীরুৎ বা গুল্ম, কদাচিৎ বৃক্ষ, শাখা বিস্তৃত বা উর্ধ্বগ, গ্রন্থিযুক্ত রোমশ, গ্রন্থি হলদেটে থেকে লালচে বাদামী, পাতা একান্তর, সাধারণতঃ অচূড় বা বিজোড় পক্ষল, পক্ষলভাবে বা আঙ্গুলাকারভাবে ৩টি বা ১টি ফলকযুক্ত বা সরল, উপপত্র সাধারণতঃ ছোট, স্থায়ী, পত্রক বা ফলক একান্তর বা বিপরীতমুখী, সরু থেকে বৃত্তাকার, শীর্ষেরগুলি পার্শ্বের চেয়ে বড়, গোড়া গোলাকাকার বা কীলকাকার, সূক্ষ্মাগ্র, স্থূলাগ্র, খাতাগ্র, মিউক্রনেট, ধার অখণ্ড, সাধারণতঃ উভয় পৃষ্ঠ লেপ্টে থাকা রোমশ, পুষ্পবিন্যাস সাধারণতঃ কাক্ষিক রেসিম, কোন কোন ক্ষেত্রে সেওডো প্যানিকল বা কদাচিৎ এককভাবেও ফুল হয়, মঞ্জরীপত্র সেটা সদৃশ, আশুপাতী, উপমঞ্জরীপত্র থাকে না, বৃতি ঘণ্টাকার, বাহির দিক

রোমশ, বৃত্যাংশ ৫টি, অসমান, সর্বনিম্নেরটি সবচেয়ে লম্বা, পাপড়ি ৫টি, সাধারণতঃ লাল বা গোলাপী, কদাচিৎ সাদা, আশুপাতী, ধ্বজা পাপড়ি উপবৃত্তাকার থেকে বৃত্তাকার, পেছনের দিকে রোমশ, পক্ষ পাপড়ি মুক্ত বা কিল পাপড়িতে লগ্ন, আয়তাকার থেকে চমশাকার, কিল পাপড়ি কাস্তে আকার, পুংকেশর ১০টি, ১টি স্বতন্ত্র, অন্যরা যুক্ত, পরাগধানী একই প্রকার, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন বা প্রায় বৃন্তহীন, ১—অনেক ডিম্বক যুক্ত, গর্ভদণ্ড ওপরের দিকে বাঁকানো, গর্ভমুণ্ড মুণ্ডাকার, ফল শুঁটি, নিচের দিকে বাঁকানো বা ঊর্ধ্বর্গ বা বিস্তৃত, বিদারী বা অবিদারী, সূত্রাকার থেকে গোলকাকার, সোজা, বা বাঁকানো, নলাকার বা প্রায় চারকোণা, চঞ্চুযুক্ত, বীজ গোলকাকার বা নলাকার বা উপবৃত্তাকার বা চারকোণা।

মোট প্রায় ৭০০ প্রজাতি; সারা পৃথিবীর ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৬০ ও ২২টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলার উপকারী প্রজাতিদের বাংলা নাম সুরাট বা সুরমাই নীল, বিলাতী নীল, বাংলা নীল বা নীল, এই সব প্রজাতিদের থেকে নীল রঞ্জক পদার্থ উৎপন্ন হয়, এ ছাড়া স্যাগিনা বা জীরুল, লালবল্লী, ভাংরা।

ভারতে নীল চাষ প্রসঙ্গে

কৃষি পণ্য নীল চাষকে কেন্দ্র কোরে তৎকালীন বঙ্গদেশে যে ঘটনাবলী ঘটেছিল, আর কোন কৃষি পণ্যের উৎপাদন নিয়ে তেমনটি ঘটেনি, তাই সে সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন বোধে এই টীকা সংযোজিত হল।

ল্যাটিন শব্দ ''ইণ্ডিগো''র অর্থ ভারতের নীলরঞ্জক পদার্থ, কার্ল লিনিয়াস 'ইণ্ডিগোফেরা' গণটির নামকরণ করেন, এটি বেশ বড় গণ, সারা পৃথিবীর ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রায় ৭০০ প্রজাতি জন্মায়, এরা বীরুৎ, গুল্ম, কদাচিৎ বৃক্ষ, ভারতে ৬০টি প্রজাতি ও ১০টি ভ্যারাইটি জন্মায়, পশ্চিমবাংলায় ২২টি প্রজাতি জন্মায়।

কয়েকটি প্রজাতি থেকে নীলরঙের রঞ্জক পদার্থ উৎপন্ন হয়, যেটি প্রাচীন যুগ থেকেই রং করার কাজে ব্যবহৃত হত, নীল অত্যন্ত স্থায়ী রঞ্জক পদার্থ হিসেবে সূতীবস্ত্র কৃত্রিম রেশম, পশম রং করার কাজে, বিভিন্ন ধরনের ছাপার কালি ইত্যাদি তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হত।

ভারতে তিনটি প্রজাতি থেকে নীলরঞ্জক পদার্থ নিষ্কাশিত হত, প্রথমটি হচ্ছে ইণ্ডিগোফেরা অ্যারেক্টা, যার বাংলা নাম নীল, বাংলা নীল, জাভা নীল, নাটাল নীল, এটির উৎপত্তি স্থল হচ্ছে আফ্রিকার আবিসিনিয়া দেশ। এটিকে ডাচরা ইন্দোনেশিয়ার জাভায় চাষের জন্য নিয়ে যায়, পরে ভারতে মূলতঃ বিহার ও তৎকালীন বঙ্গদেশে চাষের জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল, দ্বিতীয় প্রজাতিটি হচ্ছে ইণ্ডিগোফেরা টিংটোরিয়া, যার বাংলা নাম বেঙ্গল নীল, সাধারণ নীল বা বাণিজ্যের নীল, ডি. প্রেন 'বেঙ্গল প্ল্যান্ট' বইএ আর একটি প্রজাতির উল্লেখ করেছিলেন যার বৈজ্ঞানিক নাম ইণ্ডিগোফেরা সুমাত্রানা, এখন জানা গেছে

যে টিংটোরিয়া ও সুমাত্রানা প্রজাতিদ্বয় একই, তৃতীয় প্রজাতিটি হচ্ছে ইণ্ডিগোফেরা সাফ্রুটিকোসা, যার বাংলা নাম বিলাতী নীল, এটির আগেকার নাম ছিল ইণ্ডিগোফেরা অনিল, এটি ক্রান্তীয় আমেরিকা ও পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উদ্ভিদ, এটি ভারত, মায়ানমার, চীন, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন, জাভা, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে চাষের জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল, নীলের উৎস হিসেবে এটি স্প্যানিয়ার্ডরা মেক্সিকোতে এবং পর্তুগীজরা ব্রাজিলে চাষ করাত, পর্তুগীজরা দক্ষিণ ও পশ্চিমভারতে এটি প্রবর্তন করেছিল, প্রথম দুটি প্রজাতি পর্যায়ক্রমে বিহার ও তৎকালীন বঙ্গদেশে চাষের জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল, লুই বন্নো নামে এক ফরাসী ব্যবসায়ী ১৭৭৭ সালে সর্বপ্রথম তৎকালীন বঙ্গদেশে নীলের চাষ আরম্ভ করেন, ক্যারেন ব্লুম নামে একজন ইংরেজ ১৭৭৮ সালে একটি নীলকুঠী স্থাপন করেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অবহিত করেন যে বঙ্গদেশে নীলচাষ বিপুল মুনাফা লাভের এক বিরাট উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, সম্ভবত ১৭৮৮ সালের আগে বঙ্গদেশে নীলচাষ ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়নি।

এই সব প্রজাতিতে যে নীল রঞ্জক পদার্থটি পাওয়া যায় তার রাসায়নিক নাম 'ইণ্ডিগোটিন' এটি পাতার ফলকে ও অল্প পরিমাণে মধ্যশিরায় 'ইণ্ডিক্যান' নামে একটি গ্লুকোসাইডের আকারে থাকে, গাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাতা থেকে রঞ্জক পদার্থটি নিষ্কাশনের সময় 'ইণ্ডিক্যান' রাসায়নিকটি গ্লুকোস ও ইণ্ডোক্সিলে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়, ইণ্ডোক্সিলের জারনের ফলে ইণ্ডিগোটিন রাসায়নিকটি উৎপন্ন হয়, প্রাকৃতিক নীলে ইণ্ডিগোটিন ছাড়া নানা পরিমাণে ইণ্ডিরুবিন নামে একটি লাল রঞ্জক পদার্থ, একটি রেজিন জাতীয় পদার্থ, ইণ্ডিগো ব্রাউন, ইণ্ডিগো-গ্লুটেন ও অন্যান্য রাসায়নিক রয়েছে।

নীল গাছ থেকে নীল নিষ্কাশনের জন্য আর্দ্র প্রক্রিয়াটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত, এই প্রক্রিয়ায় টাটকা গাছ ও এর পাতা বিশেষভাবে তৈরী গামলায় জলে ভিজিয়ে রাখার পর গামলার জল গরম করা হত, যার ফলে গাঁজন প্রক্রিয়া সুরু হত, নীল গাছে স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত ইণ্ডিমালসিন নামে রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা গ্লুকোসাইড ভেঙ্গে গ্লুকোস ও ইণ্ডোক্সিল সৃষ্টি হত, গাঁজানো বা সন্ধান প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে সময় লাগত ১০-১৫ ঘন্টা, প্যাডেল সমেত চাকা দ্বারা সজ্জিত গামলায় হলদে তরল পদার্থটি ঢালা হত, চাকা ঘুরলে তরল পদার্থটি বাতাসে অল্প অল্প কোরে নিক্ষিপ্ত হত, যার ফলে ইণ্ডোক্সিল জারিত হয়ে নীল তৈরী হত, গামলার ভেতরের তলায় কাদা আকারে নীল সঞ্চিত হত, গামলার ওপরের জলকে ফেলে দিয়ে এবং তারপর শুষ্ক কোরে ছোট ছোট ঘনকের আকারে নীল তৈরী হত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংল্যাণ্ডে বস্ত্রশিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্র রঞ্জনের জন্য বাংলার নীলের চাহিদা ভীষণভাবে বেড়ে যায়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুযোগ বুঝে এই নীল ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে বিপুল মুনাফা লাভের চেষ্টা করে, কোম্পানী এক শ্রেণীর খামার মালিককে এদেশে এনে নীল চাষ শুরু করে, ঐ সব খামার মালিক এদেশে

"নীলকর" এবং খামারগুলি "নীলকুটী" নামে পরিচিত হয়।

প্রথম দিকে নীলচাষে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার ছিল, কিন্তু ১৮৩৩ সালের সনদ আইন দ্বারা কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার লুপ্ত হয়, এই নূতন সনদ বলে ইউরোপীয়ানরা এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস ও জমিদারী কেনার অধিকার লাভ করে, তখন তাদের একটা বড় অংশ জমিদারী কিনে তৎকালীন বিহার ও বাংলায় 'নীলকর' হিসেবে ব্যাপক নীল চাষের ব্যবস্থা করে।

দু-রকমভাবে নীলচাষ হত, প্রথমতঃ নীলকরদের কেনা জমিতে মজুর দিয়ে চাষ, এই চাষকে বলা হত 'নিজ-আবাদী' বা 'এলাকা' চাষ, দ্বিতীয়তঃ রায়ত অর্থাৎ কৃষককে সামান্য পরিমাণ 'দাদন' বা অগ্রিম টাকা দিয়ে রায়তের জমিতেই নীলচাষ, এই চাষকে রায়তি বা 'দাদনী' চাষ বলা হয়, প্রথম চাষ ব্যবস্থায় বাহির থেকে প্রচুর টাকা দিয়ে মজুর আনতে হত এবং এর সমস্ত ব্যয়ভার নীলকরদের বহন করতে হত, সেজন্য নীলকররা একে পছন্দ করত না, দ্বিতীয় ব্যবস্থায় তখনকার দিনে মাত্র দু টাকা অগ্রিম দিয়েই নীলচাষের সমস্ত কাজ—যেমন জমিতে লাঙ্গল দেওয়া, চাষ করা ও গাছ কাটার পর সেগুলোকে নীলকুঠিতে পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি করিয়ে নেওয়া হত।

গ্রামের কৃষকদের চরম দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে নীলকর সাহেবরা নীলচাষের জন্য অগ্রিম টাকা দাদন দিত এবং সে দাদন নিতেই হবে এবং তার নিজের জমিতে নীলচাষ করতেই হবে, এদিকে দাদন গ্রহণ করার সময় চাষীদের চুক্তিপত্রে সই করতে হত, আর এই চুক্তিপত্র এমনভাবে তৈরী করা হত যার সবটুকু পূরণ করা চাষীর পক্ষে অসম্ভবপর ছিল, একবার চুক্তিপত্রে সই করলে তাকে আমৃত্যু নীল চাষ করতেই হত, এককথায় নীলকরের এই চুক্তিপত্র ছিল সারা জীবনের মত চাষীদের কাছে দাসখত স্বরূপ।

অন্যদিকে নীরকর সাহেবদের চাপে পোড়ে ইংরেজ সরকার ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে "রেগুলেশন ফাইভ" নামে একটি আইন পাশ করে, এই আইনের মাধ্যমে দাদন নিয়ে রায়তরা নীলচাষের চুক্তি ভঙ্গ করলে তাদের আদালতে অভিযুক্ত করা হত, এ ছাড়া নীলচাষ করতে অস্বীকার করলে নীলকর সাহেবদের বেতনভুক লাঠিয়ালরা নীলকুঠীতে তাদের এনে লাঠিপেটা সমেত ভয়ঙ্কর নির্যাতন করত, কৃষকদের স্ত্রীরাও লাঞ্ছনার শিকার হত, তাদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হত, এই অত্যাচারের বর্ণনা করতে গিয়ে মেকলে সাহেব বলেন, "নীল চুক্তিগুলো নীতিগতভাবে অত্যন্ত আপত্তিকর; একদিকে নীল চুক্তির ফলে এবং অন্যদিকে নীলকরদের বেআইনী ও হিংসাত্মক কাজের ফলে কৃষকরা ভূমিদাসে পরিণত হয়েছে।"

এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধেই নীলচাষীরা বিদ্রোহ করে, এই বিদ্রোহের সময়কাল ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত, বিদ্রোহে গ্রাম বাংলার প্রায় ৬০ লক্ষ নীলকৃষক যোগ দিয়েছিল, এই বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা ব্যাপকতা লাভ করেছিল নিম্নবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলে, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, রাজসাহী, পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর,

মালদহ প্রভৃতি এলাকায়। সারা বাংলা জুড়ে নীল বিদ্রোহের এই ব্যাপকতায় ইংরেজ সরকারের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়, অবশেষে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর নীলচাষীদের বিক্ষোভ ও নীল চাষ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য নীল তদন্ত কমিশন গঠিত হয়, এই তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট জে. প্রি. গ্রান্ট রায়তদের স্বার্থে কতগুলো সুপারিশ করেন, এসবের পরিপেক্ষীতে ১৮৬১ সালে নীল চাষ করা বা না করা রায়তদের ইচ্ছাধীন এই আইন চালু হয়, এই সময় জার্মানীতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় নীলচাষীদের সংগ্রাম জয়যুক্ত হয় এবং কার্যত নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায়।

এই বিদ্রোহের সূত্রপাত নদীয়া জেলার চৌগাছা গ্রাম থেকে, সেখানে নেতৃত্ব দেন বিষ্ণুরেণ ও দিগম্বর বিশ্বাস, এরা দুইভাই, এরা নীলকুঠীর দেওয়ান ছিলেন, মালদহে নেতৃত্ব দেন ওহাবি আন্দোলনের রফিক মণ্ডল, সুন্দরবনের রহিমউল্লা, মুর্শিদাবাদ ও রাজসাহীতে নেতৃত্ব দেন আমিরুদ্দিন, মল্লিকপুরের পাঁচুশেখ, জমিদারদের মধ্যে যাদের নাম খুবই উল্লেখযোগ্য তারা হলেন রানাঘাটের শ্রীগোপাল পালচৌধুরী, সাবুইহাটির মথুরানাথ আচার্য, নদীয়ার শ্রীহরি রায় প্রমুখ।

নীলচাষীদের এই জয়ের অন্যতম কারণ তাদের আন্দোলন ও বিদ্রোহের প্রতি বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন, দেশীয় জমিদাররা এই বিদ্রোহের সমর্থনে সক্রিয় ভূমিকা নেয়, দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই বিদ্রোহকে সফল করার জন্য খুবই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

যে সব বুদ্ধিজীবী বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন তারা হলেন সাংবাদিক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকার মাধ্যমে নীলচাষীদের অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশার কথা বর্ণনা করেন, সাহিত্যিক দীনবন্ধু মিত্র তাঁর "নীলদর্পণ" নাটকের মাধ্যমে নীলকরদের অত্যাচার সকলের সামনে তুলে ধরেন, রেভারেন্ট লঙ্ নাটকটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহায্যে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করলে লঙ এর বিরুদ্ধে নীলকররা মানহানির মামলা আনে, বিচারের সময় মাইকেলের নাম গোপন রেখে লঙ্ সাহেব নিজে সব দায়িত্ব নেন, ফলে একমাস কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়, শ্রদ্ধেয় কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎক্ষণাৎ লঙ্ সাহেবের জরিমানার টাকা দিয়ে দেন।

ল্যাবলাব (Lablab) ঃ ফরাসী উদ্ভিদবিজ্ঞানী মাইকেল অ্যাডানসন গণটির নামকরণ করেন।

কোন উদ্ভিদের বল্লী স্বভাবের আরবীয় নাম ল্যাবলাব, এই গণের প্রজাতিদের ঐ স্বভাব থাকার জন্য এই নামকরণ।

প্রায় খাড়া বা আরোহী বা রোহিনী বা বল্লী বীরুৎ; পাতা পক্ষলভাবে ৩টি ফলকযুক্ত, উপপত্র বাঁকানো, উপপত্রিকা বল্লমাকার, পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক রেসিমোস, বৃতি দুটি ওষ্ঠযুক্ত,

ওপরের ওষ্ঠ অখণ্ড বা এমার্জিনেট, নিচের ওষ্ঠ ৩ খণ্ডিত, পাপড়ি ৫টি, লাল, লালচে বাদামী বা সাদা, ধ্বজা পাপড়ি গোলাকার, গোড়া কর্ণ সদৃশ উপাঙ্গযুক্ত, চঞ্চুযুক্ত কিল পাপড়ি সমকোণে বাঁকানো, পুংকেশর ১০টি, ১টি স্বতন্ত্র, অন্যরা যুক্ত, পরাগধানী একই প্রকার, ডিম্বাশয় কয়েকটি ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড শীর্ষে বাঁকানো, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, ফলশুঁটি, অনেক বীজ যুক্ত, ব্যবহিত, ব্যাবধায়ক স্পঞ্জ সদৃশ, বীজ ডিম্বাকার, চাপা।

মোট ১টি প্রজাতি; ক্রান্তীয় এশিয়া ও আফ্রিকায় বিস্তৃত, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় প্রজাতিটির চাষ হয়, এর বাংলা নাম শিম।

লেবার্নাম (Laburnum) ঃ জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী ফ্রিডরিক কাসিমির মেডিকুস গণটির নামকরণ করেন, লেবার্নাম একটি প্রাচীন ল্যাটিন নাম।

বৃক্ষ বা গুল্ম, পাতা আঙ্গুলাকারভাবে ৩টি ফলকযুক্ত, উপপত্র ছোট, পুষ্পবিন্যাস সরল, কাক্ষিক বা প্রায় শীর্ষক, ঝুলন্ত রেসিম, মঞ্জরী ও উপমঞ্জরীপত্র ক্ষুদ্র, বৃতি ২টি ওষ্ঠযুক্ত, পাপড়ি ৫টি, হলদে, ধ্বজা পাপড়ি ডিম্বাকার বা বৃত্তাকার, কিল পাপড়ি পক্ষ পাপড়ির চেয়ে ছোট, পুংকেশর ১গুচ্ছে ১০টি, একান্তরভাবে ছোট ও বড়, পরাগধানী ছোট, সর্বমুখী, একান্তরভাবে ছোট ও বড়, পাদলগ্ন, ডিম্বাশয় বৃন্তযুক্ত, অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড রোমহীন, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, ফল শুঁটি, বীজের মাঝে মাঝে সঙ্কুচিত, বিদারী।

মোট ৪টি প্রজাতি; ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তৃত, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় সৌন্দর্যবর্ধক উদ্ভিদহিসাবে একটি প্রজাতি প্রবর্তিত হয়েছে, প্রজাতিটির ইংরেজী নাম গোল্ডেন চেন বা বিন ট্রি।

ল্যাথাইরাস (Lathyrus) ঃ কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'ল্যাথাইরোস' শব্দটির অর্থ মটরদানা বা ডাল, প্রাচীন গ্রীক নামটি বিজ্ঞানী থিয়োফ্রেটাস ব্যবহার করেছিলেন।

বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী বীরুৎ, পাতা সমপক্ষল, পাতার অক্ষ শীর্ষ আকর্ষ বা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়, উপপত্র পাতা সদৃশ, তীরাকৃতি বা প্রায় তীরাকৃতি, উপপত্রিকা থাকে না, পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক, বৃন্তযুক্ত রেসিম বা ফুল এককভাবেও হয়, মঞ্জরীপত্র সাধারণতঃ ক্ষুদ্র, আশুপাতী, উপমঞ্জরীপত্র নেই, বৃতি তির্যকভাবে ঘণ্টাকার নলে যুক্ত, বৃত্যাংশ ৫টি, কোন কোন ক্ষেত্রে পেছনের দিকে থলিসদৃশ উপাঙ্গযুক্ত, অসমান বা ওপরের দুটি ছোট, পাপড়ি ৫টি, কমবেশী বহিঃনির্গত, ধ্বজা পাপড়ি চওড়াভাবে সরু হয়ে ছোট বিস্তৃত ক্লয়ে শেষ হয়, পক্ষ পাপড়ি কাস্তে আকার, বিডিম্বাকার বা আয়তাকার, ছোট বাঁকানো কিল পাপড়িতে অল্পভাবে মধ্যভাগে লগ্ন, পুংকেশর ১০টি, ধ্বজা পাপড়ি লগ্ন পুংকেশরটি স্বতন্ত্র বা কমবেশী অন্যদের সঙ্গে যুক্ত, পরাগধানী একইপ্রকার, ডিম্বাশয় প্রায় বৃন্তহীন বা বৃন্তযুক্ত, অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড পৃষ্ঠতল বরাবর স্ফীত, ভেতরদিকে শ্মশ্রুযুক্ত, গর্ভমুক্ত শীর্ষক, মুণ্ডাকার, ফল শুঁটি, প্রায় বেলনাকার বা চাপা, কয়েকটি বীজযুক্ত, বীজ গোলকাকার বা কোণাকৃতি।

মোট প্রায় ১৩০টি প্রজাতি; বিস্তার উত্তর গোলার্ধ, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৯ ও ৩টি প্রজাতি জন্মায় বা চাষ হয়, পশ্চিমবাংলার প্রজাতিদের বাংলা নাম খেসারী, জংলিমটর বা মাসুরচানা ও মধুগন্ধা।

লেন্স (Lens) ঃ ব্রিটিশ বাগানবিদ্ ফিলিপ মিলার গণটির নামকরণ করেন।

মুসুরের (লেন্টিন) সনাতন নাম এই নামটি, মানুষ যে সব উদ্ভিদের চাষ সুরু করে মুসুর তার অন্যতম, প্রাচীন ইজিপ্টের ও গ্রীক অধিবাসীরা মুসর ডালের সঙ্গে পরিচিত ছিল, ইজিপ্টের পিরামিডের মধ্যে ডালটি আবিষ্কৃত হয়েছে।

খাড়া বা প্রায় লতানে বর্ষজীবী বীরুৎ, পাতা সাধারণতঃ সমপক্ষল, পাতার অক্ষের শীর্ষ আকর্ষে রূপান্তরিত বা একটি বিন্দুতে ও মাঝে মাঝে একটি শীর্ষক পত্রকে রূপান্তরিত, উপপত্র প্রায় তীরাকার, পুষ্পবিন্যাস বৃন্তযুক্ত, কাক্ষিক, কয়েকটি ফুলযুক্ত রেসিম, ফুল এককভাবেও হয়, মঞ্জরী ও উপমঞ্জরীপত্র অনুপস্থিত, বৃতি তীর্যক নল, বৃত্যাংশ ৫টি, লম্বাটে, অসমান, পাপড়ি ৫টি, বহিঃনির্গত, ধ্বজা পাপড়ি চওড়া, সরু হয়ে ছোট ক্লয়ে রূপান্তরিত, পক্ষ-পাপড়ি আয়তাকার, তির্যক, ছোট কিল পাপড়িতে মধ্যভাগ বরাবর লগ্ন, পুংকেশর ১০টি, ধ্বজা পাপড়ির পুংকেশরটি স্বতন্ত্র, অন্যরা যুক্ত হয়ে তির্যক শিথে রূপান্তরিত, পরাগধানী একইপ্রকার, ডিম্বাশয় প্রায় বৃন্তহীন, ২টি ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড বাঁকানো, ভেতরের দিকে লম্বালম্বিভাবে শ্মশ্রুযুক্ত, গর্ভদণ্ড শীর্ষক, ফল শুঁটি, ১-২টি বীজ যুক্ত, চাপা, বীজ চাপা।

মোট প্রায় ৬টি প্রজাতি; বিস্তার দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম ও মধ্যএশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকায় বিস্তৃত, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি চাষ হয়, যার বাংলা নাম মুসুর।

লেসপেডেজা (Lespedeza) ঃ ফরাসী উদ্ভিদবিজ্ঞানী অ্যান্ড্রো মিচাউক্স গণটির নামকরণ করেন।

ফ্লোরিডায় স্পেনের গভর্ণর ও উদ্ভিদবিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ভি. এম. ডে সেস্‌পেডেস্ স্মরণে গণটির নামকরণ, যদিও উচ্চারণে ভুলের জন্য লেসপেডেজা নাম হয়েছে।

সাধারণ নরম রেশমময় বীরুৎ বা গুল্ম, পাতা পক্ষলভাবে ৩টি ফলকযুক্ত, কদাচিৎ ১টি ফলকযুক্ত, ফলক অখণ্ড, উপপত্র মুক্ত, ছোট, উপপত্রিকা নেই, পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক গুচ্ছবদ্ধ বা রেসিম বা শীর্ষক প্যানিকল, ফুল অসংখ্য, মঞ্জরীপত্র ছোট, পুষ্পবৃন্তের শীর্ষে ২টি উপমঞ্জরীপত্র থাকে, বৃতি ঘণ্টাকার নলযুক্ত, বৃত্যাংশ ৫টি, প্রায় অসমান বা ওপরের দুটি অল্পযুক্ত, পাপড়ি ৫টি, বহিঃনির্গত, ধ্বজা পাপড়ি বিডিম্বাকার বা আয়তাকার, একটি ক্লয়ে সরু হয়ে থাকে, পক্ষ পাপড়ি কাস্তে আকার, মুক্ত, ভেতরের দিকে বাঁকানো চঞ্চুযুক্ত স্থূলাগ্র কিল পাপড়িতে বাঁকানো, পুংকেশর ১০টি, ধ্বজা পাপড়ি লগ্ন পুংকেশরটি স্বতন্ত্র, অন্যরা একটি শিথেযুক্ত, পরাগধানী একই প্রকার, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন বা বৃন্তযুক্ত, ১টি ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, ভেতরের দিকে বাঁকানো, গর্ভদণ্ড শীর্ষক মুণ্ডাকার, ফল ডিম্বাকার বা বৃত্তাকার, চেপ্টা, অবিদারী, ১টি বীজযুক্ত লোমেন্টাম, বীজ চাপা, প্রায় বৃত্তাকার।

মোট প্রায় ৪০টি প্রজাতি; নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলীয় উত্তর আমেরিকা, পূর্ব ও ক্রান্তীয় এশিয়া ও ক্রান্তীয় অস্ট্রেলিয়ায় বিস্তৃত, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৯ ও ২টি প্রজাতি জন্মায়।

লুপিনাস (Lupinus) ঃ কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

ল্যাটিন শব্দ 'লুপাস' থেকে উদ্ভূত সনাতন নাম লুপিন থেকে গণটির নামকরণ। 'লুপাস' শব্দের অর্থ নেকড়েবাগ, কুসংস্কারবশতঃ আগে বিশ্বাস করা হত যে এই উদ্ভিদরা মাটির উর্বরতাশক্তি নষ্ট করে, কিন্তু পরীক্ষায় জানা যায় সবুজসার হিসেবে এই উদ্ভিদরা মাটির উর্বরা শক্তি বাড়ায়, প্রাচীন ইজিপ্টে ও রোমানরা সবুজসার হিসেবে সাদাটে লুপিন গাছটি ব্যবহার করত।

বীরুৎ বা গুল্ম, পাতা সাধারণতঃ আঙ্গুলাকারভাবে অনেক ফলকযুক্ত, উপপত্র লগ্ন, পুষ্পবিন্যাস শীর্ষক রেসিম, মঞ্জরীপত্র আশুপাতী, উপমঞ্জরীপত্র স্থায়ী, বৃতি ২টি ওষ্ঠযুক্ত, পাপড়ি ৫টি, ধ্বজা পাপড়ি বৃত্তাকার বা চওড়াভাবে ডিম্বাকার, পক্ষ পাপড়ি শীর্ষে যুক্ত, কিল পাপড়ি চঞ্চুযুক্ত, পুংকেশর ১০টি, ১ গুচ্ছে থাকে, একান্তরভাবে ছোট বা বড়, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন, ২—অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড ভেতরের দিকে বাঁকানো, শীর্ষ শ্মশ্রুযুক্ত, ফল চাপা, ২টি কপাটিকা যুক্ত, প্রায়শই বীজের মাঝে মাঝে সঙ্কুচিত।

মোট প্রায় ২০০ প্রজাতি; উভয় আমেরিকা ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বিস্তৃত, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ৩ ও ১টি প্রজাতি শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসেবে প্রবর্তিত হয়েছে, পশ্চিমবাংলার প্রজাতিটির বাংলা নাম সাদাটে লুপিন।

মেডিকাগো (Medicago) ঃ কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'মেডিকে' শব্দটির অর্থ পশু খাদ্য, আলফা আলফা গাছটি পশুখাদ্য হিসেবে চাষ হয়, এর থেকে গণটির এই নামকরণ।

বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী বীরুৎ, কদাচিৎ গুল্ম, পাতা পক্ষলভাবে ৩টি ফলকযুক্ত, পত্রকের প্রধান শিরা শীর্ষে বেরিয়ে থাকে, পত্রকের ধার দেঁতো, উপপত্র লগ্ন, পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক বৃন্তযুক্ত রেসিম বা মাথা, কদাচিৎ এককভাবে হয়, মঞ্জরীপত্র ছোট বা থাকে না, উপমঞ্জরীপত্র থাকে না, বৃতি ঘণ্টাকার নল, বৃত্যাংশ ৫টি, অসমান, পাপড়ি ৫টি, বহিঃনির্গত, বৃতি নল থেকে মুক্ত, ধ্বজা পাপড়ি বিডিম্বাকার বা আয়তাকার, পক্ষ পাপড়ি আয়তাকার, স্থূলাগ্র কিল পাপড়ির চেয়ে লম্বা, পুংকেশর ১০টি, ধ্বজাপাপড়ি লগ্ন পুংকেশরটি স্বতন্ত্র, অন্যরা যুক্ত, পুংদণ্ড সূত্রাকার, পরাগধানী একইপ্রকার, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন বা ছোট বৃন্তযুক্ত, অনেক ডিম্বকযুক্ত, কদাচিৎ ১টি ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড তুরপুণবৎ, শ্মশ্রুহীন, গর্ভমুণ্ড তির্যক, প্রায় মুণ্ডাকার, ফল প্যাঁচানো বা কুণ্ডলিত, অবিদারী লোমেন্টাম, কদাচিৎ কাস্তে আকার, বীজ অনেক।

মোট প্রায় ৫০টি প্রজাতি; অধিকাংশই ভূমধ্যসাগরীয় অংশে, এশিয়ায় বিস্তৃত, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৮ ও ৩টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার প্রজাতিদের বাংলা

নাম ময়না, আলফা আলফা।

মেলিলোটাস (Melilotus) ঃ ইংরেজ বাগানবিদ ফিলিপ মিলার গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'মেলি' ও 'লোটাস' শব্দদ্বয়ের অর্থ মধু ও পদ্ম, বনমেথির ফুলের সঙ্গে তুলনা করে এই নামকরণ।

বর্ষজীবী বা দ্বীবর্ষজীবী বীরুৎ, পাতা পক্ষলভাবে ৩টি ফলকযুক্ত, ফলকের প্রধান শিরা শীর্ষে বেরিয়ে থাকে, পত্রকের ধার দেঁতো, উপপত্র লগ্ন, পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক রেসিম, ফুল ছোট, সাদা বা হলদে, মঞ্জরীপত্র ক্ষুদ্র বা অনুপস্থিত, উপমঞ্জরীপত্র অনুপস্থিত, বৃতি ঘন্টাকার নল, বৃত্যাংশ ৫টি, অসমান, বল্লমাকার, পাপড়ি ৫টি, আশুপাতী, স্ট্যামিনাল নল থেকে স্বতন্ত্র, ধ্বজা প্যাপড়ি বিডিম্বাকার ও আয়তাকার, প্রায় বৃন্তহীন, পক্ষ পাপড়ি আয়তাকার, স্থূলাগ্র কিল পাপড়ির চেয়ে লম্বা, পুংকেশর ১০টি, ধ্বজা পাপড়ি লগ্ন পুংকেশরটি স্বতন্ত্র বা অন্যদের সঙ্গে মধ্যভাগে যুক্ত, পুংদণ্ড সূত্রাকার, পরাগধানী একইপ্রকার, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন, কয়েকটি ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, ভেতরের দিকে বাঁকানো, গর্ভদণ্ড ছোট, শীর্ষক, ফল প্রায় গোলাকাকার বা আয়তাকার, পুরু বিদারী শুঁটি বা অবিদারী লোমেন্টাম, বৃতির চেয়ে লম্বা, বীজ কয়েকটি বা একটি।

মোট প্রায় ২৫টি প্রজাতি; ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় বিস্তৃত, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৪ ও ২টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলার উপকারী প্রজাতি দ্বয়ের বাংলা নাম সাদা বনমেথি ও বনমেথি।

মাইলেসিয়া (Milletia) ঃ ইংরেজ চিকিৎসক ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী রবার্ট হোয়াইট ও স্কটল্যাণ্ডের উদ্ভিদবিজ্ঞানী জর্জ ওয়াকর আর্নট যুক্তভাবে গণটির নামকরণ করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিজ্ঞানী জে. এ. মিলেট স্মরণে গণটির নামকরণ।

বৃক্ষ বা বিরাট রোহিণী গুল্ম, পাতা বিজোড় পক্ষল, একান্তর, উপপত্র সাধারণতঃ ছোট, পত্রক বিপরীতমুখী, উপপত্রিকা ছোট, তুরপুণবৎ, পুষ্পবিন্যাস শীর্ষক রেসিম বা প্যানিকল, ফুল সাদা, গোলাপী বা বেগুনি, ফুল ফোটার আগে মঞ্জরী ও উপমঞ্জরীপত্র প্রায়শই আশুপাতী, বৃতি ঘন্টাকার নল, বৃত্যাংশ ৫টি, সাধারণতঃ ছোট বা প্রায় অনুপস্থিত, পাপড়ি ৫টি, বহিনির্গত, ধ্বজা পাপড়ি বিডিম্বাকার বা বৃত্তাকার, বিস্তৃত বা বাঁকানো, ক্লর ওপরে ক্যালোস, কদাচিৎ গোড়ায় কর্ণসদৃশ উপাঙ্গযুক্ত, পক্ষ পাপড়ি তির্যকভাবে আয়তাকার, কিল পাপড়িতে লগ্ন নয়, কোন কোন সময় শীর্ষের দিকে যুক্ত, কিল পাপড়ি ভেতরের দিকে বাঁকানো, স্থূলাগ্র, পুংকেশর ১০টি, ধ্বজা পাপড়ি লগ্ন পুংকেশরটি কোন কোন সময় সম্পূর্ণ মুক্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যদের সঙ্গে মধ্যভাগে যুক্ত, পরাগধানী একইপ্রকার, সর্বমুখী, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন বা কদাচিৎ বৃন্তযুক্ত, অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড বাঁকানো, শ্মশ্রুবিহীন, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, মুণ্ডাকার, ফল সরু বল্লমাকার বা আয়তাকার, চাপা বা পুরু চর্মবৎ বা কাষ্ঠময় শুঁটি, সাধারণতঃ মন্থরভাবে বিদারী, বীজ বৃত্তাকার বা বৃক্কাকার।

মোট প্রায় ১৫০টি প্রজাতি; পৃথিবীর ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ১৩ ও ৬টি প্রজাতি জন্মায় ও বসানো হয়, পশ্চিমবাংলার কয়েকটি প্রজাতির স্থানীয় নাম মানতিয়র রিক, তারোর রিক বা হেল, কুরকুশ বা বিষলতি, তুমা।

মিউকুনা (Mucuna) ঃ ফরাসী উদ্ভিদ বিজ্ঞানী মাইকেল অ্যাডানসন গণটির নামকরণ করেন।

মিউকুনা ইউরেন্স প্রজাতিটির ব্রাজিলিও নাম মিউকুনা কোয়াকা, এর থেকেই গণটির নামকরণ।

বহুবর্ষজীবী বা বর্ষজীবী বিরাট বল্লী গুল্ম বা বীরুৎ, পাতা পক্ষলভাবে ৩টি ফলকযুক্ত, উপপত্র আশুপাতী, উপপত্রিকা তুরপুণবৎ, কদাচিৎ অনুপস্থিত, পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক, লম্বা বৃন্তে গুচ্ছবদ্ধ রেসিম বা মাঝে মাঝে অক্ষপর্বে প্রায় সাইমোস, ফুল বড়, বেগুনি লাল বা সবুজাভ, মঞ্জরীপত্র আশুপাতী, বড় বা ছোট, উপমঞ্জরীপত্র ছোট, বৃতি বিস্তৃত ঘন্টাকার নল, বৃত্যাংশ যুক্ত, ৫টি, সর্বনিম্নেরটি লম্বা, পাশেরগুলি ছোট, ওপরের ২টি শীর্ষে, যুক্ত, পাপড়ি ৫টি, বহির্নির্গত, ধ্বজা পাপড়ি প্রতিমিলিত, পক্ষ পাপড়ি থেকে ছোট, গোড়া কর্ণসদৃশ উপাঙ্গযুক্ত, পক্ষ পাপড়ি আয়তাকার বা ডিম্বাকার, সাধারণতঃ কিল পাপড়িতে লগ্ন, কিল পাপড়ি পক্ষ পাপড়ির সমান লম্বা, ভেতরের দিকে বাঁকানো, সূক্ষ্মাগ্র বা চঞ্চুযুক্ত, পুংকেশর ১০টি, ধ্বজা পাপড়ি লগ্ন পুংকেশরটি স্বতন্ত্র, অন্যরা খণ্ডিত শিথে যুক্ত, পরাগধানী একান্তরভারে লম্বা, পাদলগ্ন, ছোট পরাগধানী সর্বমুখী ও শ্মশ্রুযুক্ত, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন, রোমশ, কয়েকটি থেকে অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড সূত্রাকার, শ্মশ্রুহীন, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, মুণ্ডাকার ফল কাষ্ঠময় বা পুরু চর্মবৎ, ডিম্বাকার আয়তাকার বা সরু শুঁটি, সাধারণতঃ জুলুনি রোমযুক্ত, বাহির দিক বিভিন্নভাবে পক্ষযুক্ত বা মসৃণ, বীজ বৃত্তাকার।

মোট প্রায় ১৬০টি প্রজাতি; বিস্তার পৃথিবীর ক্রান্তীয় অঞ্চলে; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ১০ ও ৬টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলায় প্রজাতিদের কয়েকটির বাংলা বা স্থানীয় নাম হচ্ছে আলসি লতা, আলকুসি, বলধেংগরা, কাওসু, কামাচ বা কালো কামাচ।

ওইউজেনিয়া (Ougeinia) ঃ ইংরেজ উদ্ভিদবিজ্ঞানী জর্জ বেন্থাম গণটির নামকরণ করেন।

মধ্যপ্রদেশের উজ্জইন বা উজ্জয়নি বা উজ্জয়ন হচ্ছে রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী, এটা কথিত আছে সিন্ধিয়া শাসকদের রাজপ্রাসাদ নির্মাণের জন্য এ গণের সন্দন বা তিনিস গাছের কাঠ বা তক্তা ব্যবহৃত হয়, এজন্য গণটির নাম এর থেকে।

পর্ণমোচী বৃক্ষ, পাতা পক্ষলভাবে ৩টি ফলকযুক্ত, উপপত্র মুক্ত, আশুপাতী, উপপত্রিকা বড়, পুষ্পবিন্যাস পাতার কক্ষে বা পুরানো কাণ্ডে গুচ্ছবদ্ধভাবে ঘন রেসিম, মঞ্জরীপত্র ছোট, স্কেল সদৃশ, বৃতি নিচে উপমঞ্জরীপত্র ক্ষুদ্র বা স্থায়ী, বৃতি ঘন্টাকার নল, বৃত্যাংশ ৫টি, স্থূলাগ্র, সর্বনিম্নেরটি পার্শ্বদের তুলনায় বড়, ওপরের দুটি এমার্জিনেট ওষ্ঠে যুক্ত,

পাপড়ি ৫টি, বহির্নির্গত, ধ্বজা পাপড়ি প্রায় বৃত্তাকার, ছোট ক্ল যুক্ত, পক্ষ পাপড়ি তির্যকভাবে আয়তাকার, কিছু পরিমাণ বাঁকানো, স্থূলাগ্র কিল পাপড়িতে অল্পভাবে লগ্ন, পুংকেশর ৯+১টি, ধ্বজা পাপড়ি লগ্ন পুংকেশরটি স্বতন্ত্র, অন্যরা যুক্ত, পরাগধানী একইপ্রকার, ডিম্বাশয় বৃন্তহীন, অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড বাঁকানো, তুরপুণপৎ, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, মুণ্ডাকার, ফল লম্বাটে, সরু, চেপ্টা, মসৃণ শুঁটি, ২ বা অধিক গ্রন্থিযুক্ত, বীজ চাপা, বৃক্কাকার।

মোট ১টি প্রজাতি; বিস্তার ভারতবর্ষ ও নেপাল; পশ্চিমবাংলায় প্রজাতিটির বাংলা নাম তিনিস, সন্দন, সন্দনপিপলি।

প্যাকিরাইজাস (Pachyrhizus) ঃ ফরাসী উদ্ভিদবিজ্ঞানী লুইস ক্লউডে ম্যারি রিচার্ড ও সুইস উদ্ভিদবিজ্ঞানী অগাস্টিন পিরেমাস ডি ক্যাণ্ডোলে যুক্তভাবে গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'প্যাকিস' ও 'রাইজা' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে মোটা ও মূল, এ গণের প্রজাতিদের মূল কন্দময় বলে এই নামকরণ।

বড় কন্দ সদৃশ মূল সমেত বিরাট সদৃশ বল্লী, পাতা পক্ষলভাবে ৩টি ফলকযুক্ত, ফলক গ্রন্থিহীন, উপপত্র বল্লমাকার, পাদলগ্ন, উপপত্র তুরপুণবৎ, পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক, গুচ্ছবদ্ধ রেসিম, মঞ্জরী ও উপমঞ্জরীপত্র ছোট, সেটাসদৃশ, আশুপাতী, বৃতি ঘন্টাকার নল, বৃত্যাংশ ৫টি, নিচের ৩টি অসমান, ওপরের দুটি এমার্জিনেট ওষ্ঠে যুক্ত, পাপড়ি ৫টি, বহিঃনির্গত, অসমান, ধ্বজা পাপড়ি বিস্তৃত, বিডিম্বাকার, গোড়ায় ২টি কর্ণসদৃশ উপাঙ্গ থাকে, পক্ষ পাপড়ি আয়তাকার, কাস্তে আকার, কিল পাপড়ি বাঁকানো, স্থূলাগ্র, পুংকেশর ৯+১টি, ধ্বজা পাপড়ি লগ্ন পুংকেশর স্বতন্ত্র, অন্যরা নলে যুক্ত, পরাগধানী একই প্রকার, ডিম্বাশয় প্রায় বৃন্তহীন, অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড একটু পুরু ও ওপরের দিকে প্রায় কুণ্ডলিত, গোলকাকার অন্তর্মুখী গর্ভদণ্ডের নিচে লম্বালম্বিভাবে রোমযুক্ত, ফল সরু, স্ফীত শুঁটি, বীজের মাঝে মাঝে চাপা, বীজ ডিম্বাকার বা প্রায় বৃত্তাকার, চাপা।

মোট প্রায় ৬টি প্রজাতি; বিস্তার ক্রান্তীয় অঞ্চলে, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি চাষ হয়, প্রজাতিটির বাংলা নাম শাঁকালু।

প্যারাক্যালিক্স (Paracalyx) ঃ পাকিস্তানের উদ্ভিদবিজ্ঞানী এস. আই. আলি গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'প্যারা' ও 'ক্যালাক্স' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে নিকট ও বৃতি, এ গণের প্রজাতির ফল বৃতি দিয়ে ঢাকা থাকে বলে এই নামকরণ।

রোহিণী বা আরোহী গুল্ম, রোমশ, পাতা পক্ষলভাবে ৩টি ফলকযুক্ত, উপপত্র অনুপস্থিত, ফলকের নিচের পৃষ্ঠ পাংটেট, শিরা আঙ্গুলাকারভাবে বিন্যস্ত, পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক রেসিম, মঞ্জরীপত্র ঝিল্লিবৎ, স্বচ্ছ, অধিকাংশই আশুপাতী, উপমঞ্জরীপত্র অনুপস্থিত, বৃত্যাংশ স্থূলাগ্র, স্কেরিয়াস, অনেক বড় হয়, সর্বনিম্নেরটি সবচেয়ে বড়, পার্শ্বের দুটি ছোট, ওপরের দুটি শীর্ষে যুক্ত হয়ে এমার্জিনেট হয়, পাপড়ি ৫টি, ধ্বজা পাপড়ির গোড়া বাঁকানো কর্ণসদৃশ উপাঙ্গযুক্ত, পক্ষ পাপড়ি সরু, কিল পাপড়ি স্থূলাগ্র, ভেতরের দিকে বাঁকানো, পুংকেশর